NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
EKDIN
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ‘প্রকৃত নেতা’ : নেতাজির জন্মজয়ন্তীতে লিখলেন সিদ্ধার্থ সিংহ
মহিলারা দু লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করলেন পাবেন ৩২ হাজার সুদ ৮

কলকাতা ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ ৯ মাঘ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২২৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 23.01.2025, Vol.18, Issue No. 223 8 Pages, Price 3.00

ভরদুপুরে ব্যারাকপুরে যুবককে গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার পড়ন্ত দুপুরে টিটাগড় থানার ব্যারাকপুর চিড়িয়ামোড় লাগোয়া পাইপ রোডে যুবককে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে চম্পট দিল দুষ্কৃতীরা। গুলিবিদ্ধ যুবক মহম্মদ ইমদাদ আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্থানীয়রা জানান, ব্যারাকপুরের পাইপ রোডে ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের পরিত্যক্ত একটি অফিস রয়েছে। সেখানেই গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয়দের দাবি, দুপুরে পেরিয়ে ঠিক পৌনে তিনটে নাগাদ তাঁরা গুলির আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলে এসে দেখেন মহম্মদ ইমদাদ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ স্থানীয়রা তাঁকে ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে বেলঘড়িয়ার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, পাড়ার তিন যুবক ঘিরে ধরে ইমদাদকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। তবে কি কারণে গুলি চালানো, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

সূত্র বলছে, কয়েকদিন আগে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ইমদাদের ঝামেলা হয়েছিল। তার জেরেই এই ঘটনা। গুলির ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দ্রবদন ঝাঁ বলেন, ‘ইমদাদ নামে এক যুবকের ডানদিকে বুকের নিচে গুলি লেগেছে। ঘটনায় জড়িত পাড়ার তিনজনের নাম বলেছে আক্রান্ত ওই যুবক। যদিও অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। তাঁর দাবি, ব্যক্তিগত বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে।’

‘আনহেলদি লাইন’
আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে বায়ুসেনাকে হুঁশিয়ারি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘অনুপ্রবেশকারীদের গুলি করা হবে’, বক্সার জঙ্গলে এমনই নোটিস দিয়েছে বায়ুসেনা। আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে তা নিয়েই ফুঁসে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রশ্ন, এয়ারফোর্স কীভাবে এমন নোটিস দিতে পারে? বলেন, ‘আনহেলদি লাইন।’ এদিন বক্সায় হোম স্টে, রিসর্ট, হোটেল নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতা নিয়েও মুখ খুললেন তিনি। বলেন, ‘কে বাড়িতে হোম স্টে করবে, সেটা তার সিদ্ধান্ত। এখানে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।’

‘অনুপ্রবেশকারীদের গুলি করা হবে’ বোর্ড নিয়ে এদিন এয়ারফোর্সকে রীতিমতো কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘বনদপ্তর, ডিএম, এসপি কারও সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে এয়ারফোর্স কীভাবে আমাদের জায়গায় এমন নোটিস দিতে পারে? তাছাড়া এই লাইনটা ভীষণ আনহেলদি। এরকম নোটিস দেওয়া যায় কি?’ এরপরই বায়ুসেনাকে হুঁশিয়ারি দেন মমতা। বলেন, ‘যদি পরিকল্পনা করে কেউ একাজ করে থাকে তাহলে এমন ভাবার কারণ নেই যে আমরা ছেড়ে দেব।’ এই ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানান তিনি।

বক্সায় একাধিক হোটেল, হোম স্টে বন্ধের নোটিস দেওয়া হয়েছে। জল গড়িয়েছে আদালতে। যার জেরে ভোগান্তির শিকার পর্যটকরা। বুধবার আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে এই সমস্ত ইস্যুতেই সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন হোম স্টে বন্ধ করা হবে? তা নিয়েও এদিন ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ‘কে বাড়িতে হোম স্টে করবে, সেটা তার সিদ্ধান্ত। এখানে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনালের কোনও আপত্তি থাকতে পারে না।’ এরপরই যাদের হোম স্টে বন্ধ করা হচ্ছে, তাঁদের আদালতে গিয়ে লড়াই করার কথাও বলেন তিনি। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, জঙ্গল সাফ করে যদি কোথাও আবাসন গড়ে তোলা হয়, তাতে যে বা যাঁরা বিল্ডিং প্ল্যানে অনুমোদন দেবেন, তাঁদের সকলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের থেকে জঙ্গল সাফারির নামে বাড়তি টাকা নেওয়া যাবে না বলেও সাফ জানান মমতা।

এটা একটা ল্যাঙ্গোয়েজ হল! বকুনি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: গেস্ট হাউসের দেওয়ালে লেখা বিশেষ সতর্কবার্তা। সেটার ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে প্রশাসনিক সভা থেকে সরাসরি বন দপ্তরের আধিকারিকদের ধমক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আলিপুরদুয়ারে ছিল প্রশাসনিক বৈঠক। সেখান থেকে বেশ কয়েকটি দপ্তরের কাজ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি রোষের মুখে পড়ে বনদপ্তর। আধিকারিকদের ভূমিকায় তিনি যে ক্ষুব্ধ, তা এদিনের সভা থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন মমতা। উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে একটি গেস্ট হাউসের দেওয়ালে চোখ যেতেই মমতা দেখতে পান, সেখানে লেখা আছে, ‘পাচারকারীদের গুলি করে মারা হবে।’ নিজের মোবাইলে সেই সতর্কবার্তার ছবি তোলেন তিনি। এদিন সভায় বসে সেই ছবি দেখিয়ে মমতা বলেন, ‘এটা একটা ল্যাঙ্গোয়েজ হল! ভুল করে জঙ্গলে গেলে কেন গুলি করা হবে!’ মমতা এদিন বন দপ্তরকে বলেন, ‘অনেক সময় সাধারণ লোকের ওপর অনেক অত্যাচার হয়। ভুল করে কেউ জঙ্গলে ঢুকে পড়লে অত্যাচার করা হয়। বিষয়টা আমি জানি। জঙ্গলে ঢোকা উচিত নয়। তবে কেউ যাতায়াত করলে আপনারা খুব স্ট্রং অ্যাকশন করেন কখনও কখনও। সেটা মানুষের পছন্দ নয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘কিছু ঘটে গেল দায়টা আমাদের উপর আসবে। আমরাও তখন ছেড়ে কথা বলব না।’

তরুণীকে ধর্ষণ করে খুন, চা-বাগানে দেহ, মমতার সফরের সময়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে দোষীর শাস্তি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে চাপানউতর অব্যাহত। এর মধ্যে আবার একটি ধর্ষণ এবং খুনের অভিযোগ। এ বার ঘটনাস্থল আলিপুরদুয়ার। দিনভর নিখোঁজ থাকার পর মঙ্গলবার রাতে এক তরুণীর দেহ উদ্ধার হয় চা-বাগানের মধ্যে একটি ঝোপ থেকে। বুধবার সকাল থেকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁও থানা এলাকায়। প্রতিবাদে এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করেন গ্রামবাসীরা। মুখ্যমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ার সফরের মাঝে এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে জেলা প্রশাসন। নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় এক যুবক তাদের মেয়েকে ধর্ষণ করে খুন করেছেন। পরিবারের এক সদস্যের কথায়, ‘অভিযুক্ত আমাদের মেয়েকে পছন্দ করত। কিন্তু ছেলেটিকে পছন্দ করত না মেয়ে। সোমবার বাইরে বেরিয়েছিল মেয়ে। হঠাৎ ওর রাস্তা আটকে হাত থেকে মোবাইল কেড়ে নেয় যুবকটি।’ পরিবারের তরফে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ১১টা নাগাদ ২২ বছরের ওই তরুণীকে মোবাইল ফেরত দেবেন বলে ডেকে নিয়ে যান যুবক। কিন্তু তার পর তরুণী আর বাড়ি ফেরেননি। দিনভর মেয়ের খোঁজ করেছেন বাড়ির লোকজন। কিন্তু কোথাও তাঁর খোঁজ মেলেনি। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ বাড়ির অদূরে একটি চা-বাগান থেকে তরুণীকে উদ্ধার করা হয়। তবে মৃত অবস্থায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। মৃতার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার সকালেও ওই ঘটনার প্রেক্ষিতে উত্তেজনার আবহ এলাকায়। জয়গাঁও থানার পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তরুণীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা মহারাষ্ট্রে, মৃত কমপক্ষে ১২
লাইনে নেমে দাঁড়ানো ভীত যাত্রীদের পিষে দিল ট্রেন

মুম্বই, ২২ জানুয়ারি: রেললাইনে নেমে দাঁড়ানো ভীত যাত্রীদের উপর দিয়ে চলে গেল অন্য একটি ট্রেন। মহারাষ্ট্রের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যুর হয়েছে। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, পুষ্পক এক্সপ্রেসের যাত্রীদের ধাক্কা দেয় কর্নাটক এক্সপ্রেস। তাদের উপর দিয়ে চলে যায় ট্রেনটি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে রেল আধিকারিকরা পৌঁছন। মহারাষ্ট্র সরকার ইতিমধ্যে মৃতদের পরিবারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে।

উত্তর মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ের পরধাড়ে স্টেশনের কাছে বিকেল ৫টা নাগাদ ট্রেনে আগুন লেগেছে বলে গুজব ছড়ায়। যাত্রীরা চেন টেনেছিলেন। এর ফলে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে। পরধাড়ের দূরত্ব মুম্বই থেকে ৪০০ কিলোমিটারের বেশি।

ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ার পর অনেকে সেখান থেকে নেমে পাশে রেললাইনের উপর দাঁড়ান। সেই সময়েই উল্টো দিক থেকে আসা কর্নাটক এক্সপ্রেস তাঁদের উপর দিয়ে চলে যায়। মধ্য রেলের প্রধান মুখপাত্র স্বপ্নীল নীলা পিটিআইকে বলেন, ‘ট্রেনে আগুন লেগেছে বলে গুজব শুনে পুষ্পক এক্সপ্রেসের কিছু যাত্রী চেন টানেন। ট্রেনটি দাঁড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ ট্রেন থেকে নেমে পাশের লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। উল্টো দিক থেকে কর্নাটক এক্সপ্রেস তাঁদের ধাক্কা মেরেছে।’ রেলের একটি সূত্র ১২ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করলেও আনুষ্ঠানিক ভাবে মৃতের সংখ্যা এখনও কিছু জানানো হয়নি তাদের তরফে।

রেলের এক সিনিয়র আধিকারিক পিটিআইকে বলেন, ‘প্রাথমিক ভাবে আমরা যে তথ্য পেয়েছি, তাতে পুষ্পক এক্সপ্রেসের একটি কামরায় আগুনের ফুলকি দেখা যাচ্ছিল। সেটা ‘অ্যাক্সল’ গরম হয়ে যাওয়ার কারণে অথবা ‘ব্রেক বাইন্ডিং’-এর কারণে হতে পারে। আগুন দেখে কিছু যাত্রী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁরা চেন টানেন। কয়েক জন ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়েন। ওই সময়েই পাশের লাইন দিয়ে কর্নাটক এক্সপ্রেস যাচ্ছিল।’ মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী গুলাবরাও পাটিল জানিয়েছেন, রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। তাঁরা গেলে ঘটনা সম্পর্কে আরও তথ্য জানা যাবে।

কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করল মোদি সরকার

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি: ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাম বৃদ্ধি করল কেন্দ্রের মোদি সরকার। এর ফলে প্রতি কুইন্টাল কাঁচা পাটের দাম হতে চলেছে ৫ হাজার ৬৫০ টাকা। ২০২৪-২৫ মরশুমে কাঁচা পাটের সহায়ক মূল্যের থেকে চলতি অর্থবর্ষে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৩৫০ টাকা করে বাড়ল বলেও মন্ত্রিসভার তরফে ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে গড় উৎপাদনের খরচের উপ ৬৬.৮ শতাংশ হারে রিটার্ন পেতে চলেছেন চাষিরা।

এদিন মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রি পীযূষ গয়াল বলেন, কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির ফলে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, বিহার-সহ উত্তর-পূর্বের প্রায় ৪০ লক্ষ পাট চাষিরা উপকৃত হবেন। মূলত, উত্তর-পূর্বের এই কয়েকটি রাজ্যেই পাট চাষ হয়ে থাকে। এমনকি, সারা দেশের পাটের চাহিদা-সহ বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রেও এইসব রাজ্যের উৎপাদিত পাটই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘মন্ত্রিসভার এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাই। তার এই সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন কাঁচা পাট চাষকা কৃষকরা লাভবান হবেন, অন্যদিকে পাটকলের শ্রমিক ও সামগ্রিকভাবে পাট শিল্প লাভবান হবেন।’

৭.১ ওভার বাকি থাকতেই ৭ উইকেটে জয় ভারতের

নিজের মেন্টরের রেকর্ড ভেঙে অভিষেক শর্মার মারকাটারি ব্যাটিং, বরুণ চক্রবর্তীর বুদ্ধিদীপ্ত বোলিংয়ের ওপর ভর করে ১২.৫ ওভারেই ইংল্যান্ডকে সাত উইকেটে হারিয়ে দিল ভারত।

সুপ্রিম কোর্টে ফের পিছিয়ে গেল আরজি কর শুনানি

নয়াদিল্লি, ২২ জানুয়ারি: লিস্টে থাকলেও বুধবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর শুনানি হল না। মামলার শুনানি এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেল। আগামী ২৯ জানুয়ারি বুধবার দুপুর দুটোয় মামলাটি শোনা হবে বলে জানাল প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না, বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথনের বেঞ্চ।

ডিসেম্বরে শেষবার আরজি কর ইস্যুতে শীর্ষ আদালতের দায়ের করা স্বতঃপ্রণোদিত মামলার শুনানি হয়েছিল। সেসময় আদালত জানায়, জুনের তৃতীয় সপ্তাহে মামলাটি ফের শোনা হবে। তবে এর মধ্যে কোনও পক্ষ যদি নতুন করে কোনও অভিযোগ জানাতে চায়, বা মামলা সংক্রান্ত নতুন কোনও তথ্য পেশ করতে চায় তাহলে সেই সুযোগ দেওয়া হবে।

সূত্রের খবর, নির্যাতিতার বাবা-মা শীর্ষ আদালতে নতুন করে এই মামলা নিয়ে নিজেদের বক্তব্য জানানোর আর্জি জানিয়েছেন। সেই আর্জি মেনেই বুধবার মামলাটি শোনার কথা ছিল। এদিন প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে ৪২ নম্বরে মামলাটি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মামলাটি শুনল না ডিভিশন বেঞ্চ। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, মামলার পরবর্তী শুনানি হতে চলেছে আগামী বুধবার। সোমবারই সেই মামলায় দোষী সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে নিম্ন আদালত। সেই রায়ে অবশ্য কোনও পক্ষই খুশি নয়। আদালত কেন আরজি করের ঘটনাকে ‘বিরলের মধ্যে বিরলতম’ অপরাধ হিসাবে গণ্য করল না তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। সেসব প্রশ্ন আগামী বুধবার শীর্ষ আদালতে ওঠে কিনা সেদিকে নজর থাকবে। তবে শীর্ষ আদালত এ পর্যন্ত মূল মামলায় হস্তক্ষেপ করেনি। নিম্ন আদালতেই মামলা চলার পক্ষপাতী ছিল। নিম্ন আদালতে শুনানি শেষে আবার হাইকোর্টে সঞ্জয়ের ফাঁসি চেয়ে মামলা করেছে রাজ্য সরকার। সোমবার সেই মামলার বৈধতা নিয়ে শুনানি হবে কলকাতা হাইকোর্টে। এর পর সুপ্রিম কোর্ট মূল মামলা নিয়ে কোনও মন্তব্য করে কিনা সেটাই দেখার।

হাইকোর্টে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে শাস্তিপ্রাপ্ত সঞ্জয় রায়ের ফাঁসি চেয়ে এ বার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল সিবিআই-ও। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি সূত্রের দাবি, দিল্লির সদর দপ্তরের সিদ্ধান্তমতো বুধবার মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত শনিবার শিয়ালদহ আদালত সঞ্জয়কে দোষী সাব্যস্ত করে। এর পরে সোমবার বিচারক অনির্বাণ দাস তাঁকে আমরণ কারাবাসের শাস্তি শোনান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই দিনই জানিয়ে দেন, দোষীর ফাঁসির শাস্তি চেয়ে রাজ্য সরকার হাইকোর্টে আবেদন জানাবে। সেই মতো মঙ্গলবার উচ্চ আদালতে যায় রাজ্য। বুধবার তার শুনানি ছিল। সেই আবহেই সিবিআই-ও সঞ্জয়ের ফাঁসি চেয়ে উচ্চ আদালতে গেল।

এবছর ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারির ৫ ও ৬ তারিখ রাজ্যে বসছে বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর। এই সম্মেলনে দেশের শিল্পপতিদের পাশাপাশি উপস্থিত থাকবেন বহু বিদেশী বিনোয়োগকারী। এবারও বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার ও বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গন মিলিয়ে সম্মেলনের অনুষ্ঠানগুলি হবে। ইতিমধ্যেই অনুষ্ঠানসূচির রূপরেখা চূড়ান্ত হয়ে গেছে বলে রাজ্যের শিল্প দফতর সূত্রে খবর। গতবার শেষ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর বসেছিল ২০২৩ সালে। সেবছর ১৭ টি দেশ এবং ৪০০র বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। এবছরও বিরাট সংখ্যক আন্তর্জাতিক প্রতিনিধির উপস্থিতি আশা করছে নবান্ন।

গত বছর বাণিজ্য সম্মেলনে এমএসএমই বা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে সামনে রাখা হয়েছিল। জানা গেছে এ বার বিনিয়োগ গন্তব্য হিসাবে পর্যটন এবং সিনেমাক্ষেত্রকে বিশেষভাবে নজরে রাখা হচ্ছে। পাশাপাশি, সব ধরনের শিল্পের ওপরেই জোর দেওয়া হচ্ছে। আগেই স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বড় শিল্প, উৎপাদন ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ, পরিবহণ, পরিকাঠামো, পর্যটন, সিনেমা ইত্যাদি ক্ষেত্রগুলিতে একেকটি করে কমিটি গড়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করে এই ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের পথ প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এদিকে তাজপুর বন্দর গড়তে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে রাজ্য। এজন্য পুনরায় গ্লোবাল টেন্ডার ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবিষয়ে আইনি পরামর্শ গ্রহণের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। ফলে এ বিষয়ে আগামী দিনে রাজ্য কী পদক্ষেপ করে সেদিকেই নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলের।যেহেতু প্রতিবছর ভারী ও ক্ষুদ্র শিল্পের পাশাপাশি পর্যটনকে বাণিজ্য সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেজন্য এবারের সম্মেলনে আলাদা করে কোনও ক্ষেত্রকে 'থিম' হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে না। সামগ্রিকভাবে রাজ্যে শিল্পায়নের আবহকেই বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে। এদিকে পরিবেশবান্ধব শিল্প তৈরির বিষয়ে নতুন এক সম্ভাবনার কথা তুলে ধরতে চায় রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দফতর। অচিরাচরিত শক্তি উৎপাদন এবং কার্বন নির্গমন কমানোর লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে বলেই শিল্প দফতর সূত্রে খবর। ৫-৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আয়োজিত হতে চলা বিজিবিএস-এ এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই রাজ্য এই বিষয়ে দু'টি নতুন নীতি প্রণয়ন করেছে। প্রথমটি 'গ্রিন হাইড্রোজেন পলিসি', যা অচিরাচরিত শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করবে এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি উৎপাদনে সহায়তা করবে। দ্বিতীয়টি 'নিউ অ্যান্ড রিনিউবল এনার্জি ম্যানুফ্যাকচারিং প্রমোশন পলিসি', যার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। শিল্প দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, পরিবেশবান্ধব শিল্প গড়ে তোলার জন্য জমির কনভার্সন ফি, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং বিদ্যুৎ খরচের উপর ছাড় দেওয়া হবে। সরকারের লক্ষ্য এমন শিল্পকে উৎসাহী করা, যা কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে পরিবেশরক্ষায় সাহায্য করবে।

পূর্ব কলকাতার ধাপা অঞ্চল, যা আগে শুধুমাত্র আবর্জনার স্থান হিসেবে পরিচিত ছিল, এখন তা শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। ধাপার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতির ফলে এই অঞ্চল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে, যা স্থায়ী উন্নয়নের একটি উদাহরণ। পাশাপাশি, নিউ টাউন কলকাতা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এনকেডিএ) প্রতি দিন পাঁচ টন জৈব বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে নিউ টাউনের রাস্তাগুলি আলোকিত রাখা হচ্ছে। সুন্দরবন অঞ্চলে বায়োগ্যাস উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এই কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত শক্তি প্রত্যন্ত গ্রামের বাড়িগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। সুন্দরবনের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন উদ্যোগ স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করছে। সরকারপক্ষ আশা করছে, আসন্ন শিল্প সম্মেলনে এই নীতিগুলির সম্ভাবনা তুলে ধরার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে।

সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস কলকাতা থেকে ২০২৪ ধনতেরাস লাকি ড্র প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেছে। তারমধ্যে রয়েছে সুমিতা মণ্ডল এবং রাজেশ্বর সিনহা। তাঁরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা শুভঙ্কর সেনের কাছ থেকে ২টি ইভি গাড়ি গ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস এমডি এবং সিইও সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস কলকাতার পাশাপাশি ভারতের শোরুম জুড়ে তাদের গ্রাহকদের ১৫টি স্মার্ট ফোন উপহার দিয়েছে।

শিশু শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের ভাতা বৃদ্ধি রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার শিশু শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভাতা বৃদ্ধি করেছে। আগামী মাস থেকে তাদের মোট ভাতার ৩ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে বলে শিক্ষা দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে। আগামী মাস থেকে শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে কর্মরত সহায়ক, সহায়িকাদের ভাতা বেড়ে ১১ হাজার ৫৯৩টাকা এবং মুখ্য সহায়ক সহায়িকাদের ভাতা বেড়ে ১১ হাজার ৯৮৭ টাকা হবে বলে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সম্প্রসারক, সম্প্রসারীকাদের ভাতা ১৫ হাজার ৭১ টাকা ও মুখ্য সম্প্রসারক সম্প্রসারিকাদের ভাতা বেড়ে ১৬ হাজার ২৩১ টাকা হবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

চেনা ছন্দে ফিরবে গ্রিন লাইন-২ মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিয়ালদা ও এসপ্ল্যানেডের মধ্যবর্তী পশ্চিমমুখী টানেলের মধ্য দিয়ে প্রথম ট্রায়াল সম্পন্ন হওয়ার পরে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ২৩ জানুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার থেকে যাত্রীদের সুবিধার জন্য হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড স্টেশনের মধ্যবর্তী গ্রিন লাইন-২-এ স্বাভাবিক পরিষেবা ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই দিন থেকে ১১৪টি পরিষেবার পরিবর্তে ১৩০টি পরিষেবা চলবে। টার্মিনাল স্টেশন থেকে পরিষেবা পাওয়া যাবে। হাওড়া ময়দান এবং এসপ্ল্যানেড সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত চলবে। দিনের ব্যস্ততম সময় অর্থাৎ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১১টা এবং বিকেল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পরিষেবাগুলি ১২ মিনিট অন্তর এবং দিনের বাকি সময়ে ১৫ মিনিট অন্তর এই পরিষেবা মিলবে। প্রথম পরিষেবা সকাল ৭টায় হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড।

সকাল ৭টায় এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত। সর্বশেষ পরিষেবা রাত ২১টা ৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড। রাত ২১টা ৪৫ মিনিটে এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত। একইসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার থেকে মহাকরণ স্টেশন থেকে কোনো পরিষেবার সূচনা হবে না। সব পরিষেবার সূচনা হবে হাওড়া ময়দান ও এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে।

সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রবিবার হাওড়া ময়দান ও এসপ্ল্যানেড স্টেশন থেকে বেলা ২টা ১৫ মিনিট থেকে রাত ৯টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত গ্রিন লাইন-২-এ ৪৬টি পরিষেবার পরিবর্তে ৬২টি পরিষেবা পাওয়া যাবে। পরিষেবার মধ্যে ব্যবধান থাকবে ১৫ মিনিটের।

নিজস্ব ম্যাসকট পাচ্ছে কলকাতা বইমেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: যাত্রা শুরুর প্রায় অর্ধশতক পরে নিজস্ব ম্যাসকট পাচ্ছে কলকাতা বইমেলা। দুটি হাঁসের আদলে তৈরি প্রতিকৃতি ৪৮ তম কলকাতা বইমেলার ম্যাসকট হিসেবে প্রচারে ব্যবহৃত হচ্ছে।দেখতে অনেকটা চশমা-চোখো চেনা বাঙালি পড়ুয়া। এক জন পুরুষ, অন্য জন নারী। দু'জনেই আবার হাঁসের আদলে। ২০২৫-এর ৪৮তম কলকাতা বইমেলার আসরে এই দু'টি হাঁসই ম্যাসকট হিসাবে থাকছে। সরস্বতীর বাহন হাঁসকে কল্পনা করে এই ম্যাসকট তৈরি করা হয়েছে। বইমেলার আয়োজক পাবলিশার্স এন্ড বুকসেলার্স গিল্ডের সুধাংশ সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন এবার বইমেলায় আলাদা মাসকট জোন থাকবে, টি-শার্ট কফি কাপের মতো সামগ্রীতেও এই ম্যাসকট ব্যবহার করে বইমেলার প্রচার চালানো হচ্ছে। প্রসঙ্গত এবছর ২৮ শে জানুয়ারি থেকে বিধান নগরের বইমেলা প্রাঙ্গণে ৪৮ তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার আসর বসছে। চলবে, ৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। বইমেলার ৪৮ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার মেলার থিম কান্ট্রি হচ্ছে জার্মানি। ২০০৯ সাল থেকে ধুলোর ভয়ে বইমেলা ছেড়েছিল জার্মানি। পনের বছর পর কলকাতা বইমেলায় তাদের প্রত্যাবর্তন হচ্ছে থিম কান্ট্রি হিসাবে।

এবার সল্টলেকের মাঠে বইমেলায় ইংরেজি ভাষার প্রকাশকদের জন্য আলাদা আলাদা হলের সীমারেখাও মুছে দেওয়া হচ্ছে। বইমেলা পুরোটাই হবে খোলা আকাশের নীচে।

বুধবার জাতীয় গ্রন্থাগারে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা, নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ সম্পর্কিত বাংলায় এক বইয়ের উন্মোচন করেন।

বাংলার বাড়ি তৈরি নিয়ে প্রচারাভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলার বাড়ি প্রকল্পে বাড়ি তৈরির টাকা পাওয়া উপভোগ তারা যাতে সাইবার জালিয়াতির শিকার না হয় সেজন্য জোরদার প্রচার অভিযান শুরু করেছে রাজ্য সরকার। এই মুহূর্তে পাঁচ জেলায় চলছে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর শেষ মুহূর্তের কাজ। এই সময়টাকেই 'টার্গেট' করে সাইবার অপরাধীরা। সেকথা মাথায় রেখে রাজ্যের পঞ্চায়েত দফতর ৫ দফা নির্দেশিকা জারি করেছে। পাশাপাশি উপভোক্তাদের সুরক্ষিত করতে সাইবার অপরাধীদের পাকড়াও করতে সমস্ত ধরনের তৎপরতা চালানো হচ্ছে। সেই কারণে ফোন করে কেউ কোনও ওটিপি চাইলেই হেল্পলাইন নম্বর ১১২-তে ফোন করার আর্জি জানানো হচ্ছে উপভোক্তাদের। জেলায় জেলায় সচেতনতা শিবিরও করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের আধিকারিকরা সেখানে গিয়ে মানুষকে এ বিষয়ে সতর্ক করছেন। বাড়ি তৈরীর বিষয়ে নানা পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি সাইবার অপরাধ সম্পর্কে তাদের সতর্ক করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, মূলত আপৎকালীন পরিস্থিতিতে দমকল, অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিসি সাহায্যের জন্য এই হেল্পলাইন নম্বরটি ব্যবহৃত হয়। ১১২-তে ফোন করলেই উপভোক্তাদের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ করবে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিস। শুরু হবে তদন্ত। তবে তার আগে কেউ যাতে ওটিপি ও আধার নম্বর না দিয়ে ফেলেন, সে ব্যাপারে সচেতন করা হচ্ছে উপভক্তোদের। তাঁদের বলে দেওয়া হচ্ছে, জেলা বা বিডিও অফিস থেকে উপভোক্তাদের ফেন করলেও কেউই কখনও ওটিপি বা আধার নম্বর চাইবে না।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মোক্কেল জয়দীপ পতি পিতা- প্রদীপ কুমার পতি, সাং- রঘুনাথপুর, পোঃ ও থানা ও জেলা- ঝাড়গ্রাম, পঃবঃ ঝাড়গ্রাম থানা ও ঝাড়গ্রাম পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত ৩৬০ নং জে.এল.ভুক্ত রঘুনাথপুর মৌজার ১০৮, ৪৬৭ এবং ৩২ নং খতিয়ানভুক্ত সমূহ জমি উত্তরাধীকার সূত্রে তাহার নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, যাহার কেশ নং- WR/2024/2205/397, WR/2024/2205/396 এবং WR/2024/2205/398 উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O., Jhargram অফিস-এর নিকট আপত্তি জানাইবেন।

নিবেদন ইতি,
নীলেশ দাস,
এ্যাডভোকেট
ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নাম-পদবী

গত ১৫/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৭০৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Ovi Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bolai Das ও Balai Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৮৮ নং এফিডেভিট বলে Arpita Ganguli W/o. Diganta Ganguli ও Arpita Chatterjee D/o. Asit Kumar Chatterjee @ A. K. Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০১/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৮৭ নং এফিডেভিট বলে Ajanta Banerjee W/o. Subhabrata Banerjee ও Ajanta Chatterjee D/o. Asit Kumar Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

Change of Name

I, **Chhanda Hazra Roy** W/o Sanjib Kumar Hazra, residing at Manada Kutir, Paharipur P.O:- Midnapore, P.S.: Kotwali, Dist.- Paschim Medinipur, PIN-721101 shall henceforth be known as **Chhanda Hazra** as declared in the Court of the Excutive Magistrate at Midnapore vide Affidavit No. 111 Dated 16/01/2025. **Chhanda Hazra Roy** and **Chhanda Hazra** both are same and identical person.

সংশোধনী

সন ২০২৪ সালের ২৬নং এাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমা গত ১৯.০১.২০২৫ তারিখে দৈনিক একদিন পত্রিকায় প্রকাশিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১৩নং লাইনে এ্যাডভোকেট আবুল কালাম শেখ বিজ্ঞাপিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত না হওয়া এল.আর. ১৮৫ অকৃঃ খতিয়ানভুক্ত ৩১নং দাগে ০.৪ শতক পুকুর এই অংশটি এল.আর. ১২০ কৃঃ আগে পড়িতে হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য ডিঃ ডেলিগেট আদালত মেদিনীপুর
জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর
Ref- Probate Case No. 20/24
সর্বসাধারনের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

শ্রী সঞ্জীব কোটাল, পিতা-মৃত ঠাণ্ডা কোটাল সাং-ধর্ম্মা লালদিঘী (উত্তর পাড়), পোঃ-মেদিনীপুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর।

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী শ্রী সঞ্জীব কোটাল এর নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি যাহা বিগত ইং ২৬.০৫.২০২২ তারিখে সম্পাদিত রেজিষ্ট্রী উইল মূলে প্রাপ্ত হইয়া ঐ উইলের একজিকিউটর হিসাবে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় প্রবেট পাইবার প্রার্থনা করিয়াছে। ঐ মোকর্দ্দমায় দরখাস্তকারীর আবেদনের ভিত্তিতে উইল দাত্রী মৃত বিজলী সাঁতরা স্বামী-মৃত দুলাল সাঁতরা, সাং-ধর্মা লালদিঘী উত্তর পাড়, থানা-কোতয়ালী, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর এর পক্ষে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে মোকর্দ্দমার ধার্য্য দিনে অর্থাৎ ইং ২৫.০২.২০২৫ তারিখ স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় মোকর্দ্দমা একতরফা শুনানীমূলে নিস্পত্তি হইবে।

তপশীল বর্নিত সম্পত্তি

জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও এ.ডি.এস. আর অফিস এবং মিউনিসিপ্যালিটি অফিস মেদিনীপুরের এলাকাধীন সাবেক ০৬ নং ওয়ার্ড, যাহা বর্তমান -০৯ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত লালদিঘী মহল্লার সাবেক ৭৬৬/৭৬৭ নং হোল্ডিং বর্তমান ৮৭৬ নং হোল্ডিং ভুক্ত মৌজা-নবীনাবাগ বড়বাজার, জে.এল নং- ১৮৫ মধ্যে রিভিজন্যাল জরীপের ৭৩ নং খতিয়ান যাহা এল. আর জরীপের হাল ৬৪৫/১ নং খতিয়ান (রায়ত দখলীয় স্বত্ব)

রিভিজন্যাল জরীপের ৫৮০ (পাঁচশত আশি) নং দাগ যাহা এল.আর জরীপের হাল-১২১৪ নং (এক হাজার দুই শত চৌদ্দ) দাগের বাস্তু উক্ত উইলের সহিত সংযুক্ত ট্রেস নক্সায় লাল রং দ্বারা রঞ্জিত "৯২" নং সাবপ্লটে চিহ্নিত দলিল মোতাবেক ২৭১৮ বর্গফুট সমান -০.০৬২৪ (শূন্য দশমিক শূন্য ছয় দুই চার) একর এবং রেকর্ড মোতাবেক ৩২০১ বর্গফুট সমান- ০.০৭৩৫ (শূন্য দশমিক শূন্য সাত তিন পাঁচ) একর বাস্তভূমি মায় তদুপরিস্থিত অ্যাসবেটেরের ছাউনীবিশিষ্ট ৫০০ বর্গফুট মাপযুক্ত পাকা পোক্তা স্বসাজ একতল গৃহাদি স্যানেটারী ট্যাঙ্ক সহ পায়খানা গৃহাদিতে W.B.S.E.B. কর্তৃক ইলেকট্রিক সংযোগ সহ যাবতীয় তৈজসপত্রাদি।

বাহুর পরিমাপ- উত্তর বাহু- ৫২' ফুট ১০" ইঞ্চি পূর্ব বাহু - ৫১' ফুট ০৬" ইঞ্চি, দক্ষিন বাহু - ৫২' ফুট ১০" ইঞ্চি পশ্চিম বাহু - ৫১' ফুট ০৬" ইঞ্চি

উইলকৃত সম্পত্তির চৌহুদ্দীঃ- উত্তর- ১০' ফুট প্রস্থ পাকা রাস্তা পূর্ব-স্বর্গীয় হরিপদ ঘোষের ওয়ারীশান দক্ষিন- লালদিঘী পুষ্করিনী পশ্চিম- মনিশংকর দাস

ধন্যবাদান্তে
Laxman Sing
সেরেস্তাদার মহাশয়
ডিঃ ডেলিগেট কোর্ট, মেদিনীপুর
18.01.2025

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সেখ রহমতুল্লা, পিতা- মরহুম হাবিবুল্লা, সাং- পাঁচবেড়িয়া, পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়্গাপুর (শহর), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য গত ইংরেজী ০৬/০১/২০২১ তারিখে সাবিনা খাতুন দীংগনের কর্ত্তৃক আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়া গত ইংরেজী ২০/০২/২০২৪ তারিখে ১৪০৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৩১ ডেঃ সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। তপশীল সম্পত্তির বিবরণ, আমমোক্তারনামার বিবরণ, দাতা ও গ্রহীতার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

<u>তপশীল সম্পত্তির বিবরণ-</u> জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- খড়্গাপুর (শহর), মৌজা- দেবলপুর, জে.এল. নং- ১৯০, আর.এস. খতিয়ান নং- ৯৯/১, এল.আর. খতিয়ান নং-১৯১৬, আর.এস. দাগ নং- ৫৯০/৯১৫, এল.আর. দাগ নং- ৪৮৩, পরিমান- ৩১ ডেঃ।

<u>আমমোক্তারনামার বিবরণ-</u> বহি নং-১, আমমোক্তার নং -৫৪, তারিখ- ০৬/০১/২০২১, মেদিনীপুর রেজিষ্ট্রী অফিস।

<u>দাতাদ্বয়ের বিবরণ ঃ-</u> **১) সাবিনা খাতুন, পিতা- মরহুম মুক্তার আহমেদ,** সাং-৬/৭ রৌশন গুলদার লেন, পোঃ- হাওড়া, থানা- হাওড়া, পিন- ৭১১১০১, ২) আরফিন পারভিন, পিতা- মরহুম মুক্তার আহমেদ, সাং- ৬/৭ বসিরুদ্দিন মুন্সি লেন, পোঃ - হাওড়া, থানা- হাওড়া, পিন - ৭১১১০১।

<u>গ্রহীতাগনের বিবরণ ঃ-</u> **১) সেক রসিদ, পিতা- মরহুম সেক সাইজুদ্দিন,** সাং- রহমান নগর, পাঁচবেড়িয়া, পোঃ - ইন্দা, থানা - খড়্গাপুর (শহর), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ২) শাহ আহমেদ রাজা, পিতা- মরহুম মুক্তার আলম, সাং- উত্তর বিদ্যাসাগরপুর, পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়্গাপুর (শহর), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ৩) সেক ফিরোজ, পিতা- মরহুম সেক গউস, সাং- জমিদারমহল্লা, পাঁচবেড়িয়া, পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়্গাপুর (শহর), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪) মহম্মদ মিনহাজুদ্দিন আসলাম, পিতা- মহম্মদ মাইনুদ্দিন, সাং- বামনীআড়া, পাঁচবেড়িয়া, পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়্গাপুর (শহর), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫) ফাইজান সুলতান, পিতা- সুলতান আখতার, সাং- কাজীমহল্লা, পাঁচবেড়িয়া, পোঃ- ইন্দা, থানা- খড়্গাপুর (শহর), জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

যদি উক্ত বিক্রয়ের ব্যাপারে কাহারও কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সমূহ কাগজপত্রাদি সহ নিম্ন স্বাক্ষরকারীর সহিত যোগাযোগ করিবেন।

তাং-০৯/০১/২৫

Dhananjay De
(Advocate)
Midnapur Judges Court
Paschim Medinipur
Enrolment No.- F/559/387/16

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

বিজ্ঞপ্তি

A) পাওয়ার দাতা - ইলারানী বসাক, স্বামী ৺চন্দ্রশেখর বসাক, ঠিকানা- 20/1/1 বালিগঞ্জ ট্রেল পোঃ- বালিগঞ্জ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা WB. কলকাতা 700019, পাওয়ার গ্রহীতা- দেবাংশু বসাক পিতা- ৺চন্দ্রশেখর বসাক ঠিকানা- 20/1/1 বালিগঞ্জ ট্রেল পোঃ- বালিগঞ্জ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা WB. কলকাতা 700019, পাওয়ার নং-8299/2023 date- 12/06/2023. A. R. -06 A. IV Kolkata. কোবালা গ্রহীতা- ১) শ্রী বন্দন সিংহ, চন্দন সিংহ, পিতা-দিলীপ সিংহ, গ্রাম + পোঃ আড়াবনী D-4258, 30/12/2024 ২) শ্রী সুব্রত কুণ্ডু, পিতা-গণেশ, উমাকুণ্ডু স্বামী-দিলীপ, চুমকি কুণ্ডু, স্বামী-অসিম কুন্ডু গ্রাম + পোঃ আড়াবনী ওন্দা, দলিল নং-4259/24, 30/12/2024. ৩) অর্পনা পরামাণিক, স্বামী-হারাধন পরামাণিক, গ্রাম + পোঃ আড়াবনী, ওন্দা, দলিল 4256/24, 30/12/24, খতিয়ান 11, মৌজা-আড়াবনী, জে এল নং-174, দাগ নং 321, 325, 326, 328, 331, 385, 302, 303, 309 মোট পরিমাণ-154 শতক ক্রেতা-দীপঙ্কর ব্যানার্জী, পিতা- স্বর্গীয় ভোলানাথ ব্যানার্জী গ্রাম + পোঃ - আড়ালবনী দলিল নং-4257/24 তারিখ- 30.12.2024 **B)** পাওয়ার দাতা-১) বিদ্যাপতি পাল লিনস্ট্রীট ২) উমাপতি পাল, আড়াডাঙ্গা পাটপুর বাঁকুড়া ৩) রমাপদ পাল নিউ সন্তোষপুর কোলকাতা ৪) বিশ্বপতি পাল কান্দনাশোল খাতড়া ৫) জগৎপতি পাল পাটপুর, বাঁকুড়া ৬) সৎপতি পাল সল্টলেক, কোলকাতা ৭) মঞ্জুশ্রী মণ্ডল বার্নপুর বর্ধমান স্বামী-স্বপন মণ্ডল পাওয়ার গ্রহিতা-রঘুপতি পাল ও স্বয়ং পিতা- ৺দয়াময় পাল, প্রতাপ বাগান বাঁকুড়া কোবালা গ্রহিতা -১) পুনমদেবী স্বামী-রণজিৎ সিংহ ২) স্নেহাশীষ সিংহ পিতা-রণজিৎ সিংহ ৩) রোমা সিংহ পিতা রণজিৎ সিংহ, দামোদরপুর ভাগাবাঁধ, বাঁকুড়া পাওয়ার নং-01010126/2020 DS.R বাঁকুড়া। জে এল নং-187 মৌজা মাজুরিয়া খতিয়ান 50 পরিমাণ 20 শতক দাগ-22 **C)** পাওয়ার দাতা-হেমন্ত পাল, পাওয়ার গ্রহীতা- সুব্রত পাল, কোবালা গ্রহীতা- সুমিত্রা পাল, পাওয়ার নং-6356/22 মৌজা- সাহেবগঞ্জ, জে.এল নং-৫৯ দাগ নং-৫৭, খতিয়ান-৪৩৬, পরিমান-২ শতক। উক্ত বিষয়ে দাতার বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.- F/423/652/2017

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

১)শ্রীমতী কাজল ওঝা ওরফে কাজল সাঁপুই, স্বামী শিবানী প্রসাদ ওঝা, সাকিম খামারপাড়া, নেতাজী পল্লী, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, **২)শ্রমতী ছবি রানী মন্ডল ওরফে ছবি মন্ডল** স্বামী কালিপদ মন্ডল, সাকিম দিগসুই, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, **৩)শ্রী জয়ন্ত সাঁপুই** পিতা ৺বিজয় কৃষ্ণ সাঁপুই সাকিম খলসী, দিগসুই, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, **৪)শ্রীমতী শেফালী সাঁপুই, ৫)শ্রী শীর্ষেন্দু সাঁপুই, ৬)শ্রী পুষ্পেন্দু সাঁপুই, ৭)শ্রী ভীষ্মদেব সাঁপুই,** ৪ এর স্বামী ও ৫,৬,৭ এর পিতা ৺পঙ্কজ সাঁপুই, ৪-৭ এর সাকিম মামুদপুর, দিগসুই, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, **৮)শ্রীমতী মহামায়া মন্ডল** স্বামী তাপস মন্ডল পিতা ৺বিজন কৃষ্ণ সাঁপুই সাকিম জামগ্রাম, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, **৯)শ্রীমতী বাসন্তী বালা** স্বামী সুকুমার বালা সাকিম স্বাধীন কলোনী, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, **১০)শ্রীমতী চায়না মন্ডল স্বামী** বেনু মন্ডল পিতা ৺বিজয় কৃষ্ণ সাঁপুই সাকিম আশুয়া, ইলছোবা মন্ডলাই, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৬, **১১)শ্রীমতী অন্নপূর্ণা মন্ডল** স্বামী হারাধন মন্ডল, পিতা ৺বিজয় কৃষ্ণ সাঁপুই সাকিম হরিদাসপুর আবিরা, হরিদাসপুর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭, **১২)শ্রীমতী অনিতা অধিকারী ওরফে দেবল সাঁপুই** স্বামী অবনী মোহন অধিকারী সাকিম ফতেপুর, দিগসুই মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, **১৩)শ্রী বাসুদেব সাঁপুই** পিতা ৺আশুতোষ সাঁপুই, সাকিম খলসী, দিগসুই, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, **১৪)শ্রীমতী নমিতা মন্ডল ওরফে মঙ্গল মন্ডল** স্বামী গোপাল মন্ডল সাকিম ত্যালান্ডু, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং 23/06/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6092/2023 নং আমমোক্তার দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী শুভজিৎ ঘোষ** পিতা ৺গনেশ চন্দ্র ঘোষ সাকিম হাঁসঘড়া বারোয়ারিতলা, মগরা, হুগলী, পিন ৭১২১৪৮, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং 24/07/2023 তারিখে ডি.এস.আর-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6766/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ** পিতা গনেশ চন্দ্র ঘোষ সাকিম খলসি, দিগসুই, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা দিগসুই, ১২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৪৭, ১০৩, ২৮৩, ৩৫১, ৩৮১, ৫৯৬ ও ৬৭০ নং খতিয়ানে, ১)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৫০৬৩ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ষোল আনায় ১৪ শতক হইতে ০.৩৬৪৬ অংশে কমবেশী ০৫ শতক ও ২)সাবেক তথা হাল এল.আর. ৫০৬৪ নং দাগে ডাঙ্গা জমি ষোল আনায় ১ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ০৬ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ** পিতা গনেশ চন্দ্র ঘোষ, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা–চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৩ শে জানুয়ারি, আজ পরাক্রম দিবস। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।। ৯ ই মাঘ। বৃহস্পতি বার। নবমী তিথি । জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র মহাদশা কাল। বিংশত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে এক দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(আজ প্রাতঃস্মরণীয় ভারত সন্তান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। কবিবর নবীন চন্দ্র সেনের মৃত্যু দিবস।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, ৯ মাঘ, বৃহস্পতিবার

ট্যাংরায় ফের হেলে পড়ল বহুতল, ভাঙার সিদ্ধান্ত কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঘাযতীনের পর এবার ট্যাংরা। ট্যাংরার ক্রিস্টোফার রোডে একটি ছ'তলা বহুতল পাশের একটি আবাসনের উপরে হেলে পড়ার ঘটনা সামনে আসে। আর তা নিয়ে পদক্ষেপ করা হল বুধবার সকালে। স্থানীয় কাউন্সিলরের থেকে খবর পেয়ে এদিন সকালেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারেরা।

এদিকে কলকাতা পুরসভা সূত্রে খবর, কলকাতা পুরসভার ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের ১১/২ ক্রিস্টোফার রোডে এই ছ'তলা বহুতলটি তৈরি হচ্ছিল। কাজও অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছে। যেখানে বহুতলটি নির্মিত হচ্ছে, ঠিক তার পাশেই রয়েছে আরও একটি বহুতল। সেখানে বসবাসও করেন লোকজন। যে ছবি প্রকাশ্যে এসেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে পাশের বহুতলটির একেবারে গা ঘেঁষে হেলে গিয়েছে নির্মীয়মাণ বহুতলটি। গ্যাপ নেই বললেই চলে। এই ঘটনায় এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর সন্দীপন সাহা জানিয়েছেন, গত পরশু দিন অর্থাৎ সোমবার তিনি জানতে পারেন, ওই বহুতলটি হেলে পড়েছে। এরপরই কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগে বিষয়টি জানান তিনি। পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা। এরপর বহুতলটির অবস্থা খতিয়ে দেখে সেটি বসবাসের

পক্ষে বিপজ্জনক বলে জানান তাঁরা। এর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বিশেষজ্ঞরাও। এরপরই ওই বহুতল অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় পুরসভা।

এদিকে স্থানীয় সূত্রে খবর, ক্রিস্টোফার রোডের ওই বহুতলটির নির্মাণ কাজ বছর দুয়েক আগেই শেষ হয়েছে। এই মুহূর্তে সেখানে ১৩টি পরিবারের বাস। এদিকে কয়েকদিন ধরেই অল্প অল্প করে পাশের একটি নির্মীয়মাণ বহুতলের উপরে হেলে পড়ছিল ওই ছ তলা ওই আবাসনটি। বহুতল হেলে পড়ার খবর পেয়ে বিষয়টি পুরসভাকে জানান স্থানীয় কাউন্সিলর সন্দীপন সাহা। এরপরেই ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন পুরসভার আধিকারিকরা। প্রাথমিক পরিদর্শনের পর পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের ধারণা, পাশের নির্মীয়মাণ বহুতলটিও কিছুটা হেলে রয়েছে। প্রথম বহুতলটি ভেঙে ফেলার পর নির্মীয়মাণ বহুতলটির ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে পুর কর্তৃপক্ষ।

এর পাশাপাশি আরও একটি বিষয় নজরে এসেছে পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারদের। সামনে থেকে বহুতলটি পাঁচ তলা হলেও পিছন দিক থেকে সেটি ছ তলা। পুর কর্তৃপক্ষের নজরদারি এড়াতে ছাদের উপরে পিছন দিকে বেআইনি ভাবে একটি তলা তৈরি করা হয়েছিল বলেই মনে করছেন তাঁরা। আর সেই কারণেই পুরসভার অনুমোদিত প্ল্যানের সঙ্গে বহুতলটির নির্মাণের মিল রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বহুতলের আবাসিকরা জানিয়েছেন, রজত নামে এক প্রোমোটার ওই বহুতলটি তৈরি করেছেন। তাঁর খোঁজও শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে, নির্মীয়মাণ বহুতলটি তৈরি করেছেন টাকলু নামে স্থানীয় এক প্রোমোটার। এ প্রসঙ্গে এলাকার কাউন্সিলর সন্দীপন সাহা এও বলেন, 'স্থানীয় সূত্রে খবর আসে বিল্ডিংটি বেঁকে গিয়েছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বিল্ডিং ডিপার্টমেন্টকে জানাই বিষয়টি। তারা স্পটে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে। যাতে কোনও রকম দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য যা যা করার আমরা করছি। ডিপার্টমেন্ট মেয়রকে জানিয়েছেন কি না আমি বলতে পারব না। বাঘাযতীনের ঘটনার পরও প্রোমোটাররা সতর্ক হচ্ছে না। দু'পয়সা লাভের জন্য এই সব সস্তার কাজ করছে।'

এদিকে বাঘাযতীনের বহুতলটি পাশের একতলা একটি বাড়ির উপরে ভেঙে পড়েছিল। ট্যাংরার এই বহুতলটি পাশেই প্রায় সমান উচ্চতার অন্য একটি বহুতলের উপরে বিপজ্জনক ভাবে হেলে পড়েছে। নির্মীয়মাণ বহুতলটিতে এখনও কোনও আবাসিক না এলেও পাশের বহুতলটিতে অনেকগুলি পরিবার বসবাস করে। বাঘাযতীনের এই ঘটনার পর স্বভাবতই ওই বহুতলের বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়েছে। খোঁজ চলছে নির্মীয়মাণ বহুতলটির প্রোমোটারের। বাঘাযতীনের ক্ষেত্রে বহুতলটিকে সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পুরসভা। ট্যাংরার এই বহুতলটির ১৩টি পরিবারের ভবিষ্যৎ কী হয়, সেটাই এখন দেখার।

আরজি কর ইস্যু: হাইকোর্টে রাজ্যের করা আবেদনকে চ্যালেঞ্জ জানাল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মামলায় রাজ্য সরাসরি পক্ষ না থাকলেও শিয়ালদা আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে মামলা কোন ভিত্তিতে তা নিয়ে হাইকোর্টে রাজ্যের করা আবেদনকে চ্যালেঞ্জ করল সিবিআই। আদৌ রাজ্যের আবেদন গ্রহণযোগ্য কিনা, তা নিয়েও বুধবার প্রশ্ন তুলতে দেখা গেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী সোমবার এনিয়ে শুনানি হবে হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক এবং বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে।

এদিন হাইকোর্টে রাজ্যের করা মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, মামলার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তিন পক্ষ পরিবার, সিবিআই কিংবা দোষী হাই কোর্টের দ্বারস্থ না হলে, রাজ্য কীভাবে এই আবেদন করতে পারে তা নিয়েও এদিন প্রশ্ন ওঠে। এদিন বিচারপতি দেবাংশু বসাকও প্রশ্ন করেন, আপনাদের মতে উপযুক্ত সাজা দেওয়া হয়নি এই অভিযোগে কারা কারা মামলা করতে পারেন তা নিয়েও। এদিকে এদিন রাজ্যের আইনজীবী জানান, এক্ষেত্রে পরিবার, রাজ্য, সিবিআই এবং অভিযুক্ত, চার পক্ষই মামলা করতে পারে। সিআরপিসি ৩৭৭ এবং ৩৭৮ ধারা অনুসারে রাজ্য সরকার আবেদন করতে পারে। রাজ্যের মামলা করার পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য, তদন্ত এবং আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের বিষয়। আরজি কর কাণ্ডের মামলাটি প্রথমে রাজ্যের পুলিশ তদন্ত করেছিল। পরে সেটি সিবিআইয়ের হাতে যায়। তাই রাজ্য মামলা করতেই পারে।

এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি এদিন প্রশ্ন করেন, 'পরিবার আদালতের বাইরে কী মতামত প্রকাশ করছেন সেটা নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই, কিন্তু তাঁদের ছাড়া কি এই বিচারপ্রক্রিয়া চালানো সম্ভব? আমরা যদি পরিবার কী ভাবছে সেটা জানতে চাই, তাহলে কি আপনাদের কোনও অসুবিধা আছে? আমরা তাঁদের বক্তব্যও শুনতে চাই।' এদিকে আদালত সূত্রে খবর, রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এই ইস্যুতে কোনও আপত্তি নেই। এরপর বিচারপতি প্রশ্ন করেন, পরিবার এই মামলার কথা জানে কি না তা নিয়ে। তাতে রাজ্য জানায়, পরিবারকে মামলার বিষয়ে জানানো হয়নি। বুধবারের মধ্যে পরিবারকে জানানো সম্ভব কিনা সেটাও জানতে চায় আদালত। তাতে রাজ্য সম্মতি জানিয়ে বলে বুধবারের মধ্যেই পরিবারকে জানানো সম্ভব। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের আইনজীবীরা এও জানান, এই রায়ের কপি রাজ্যের হাতে নেই। শিয়ালদা আদালত থেকে মাত্র তিনজনকে সার্টিফায়েড কপি দেওয়া হয়েছে, সিবিআই, পরিবার এবং অভিযুক্ত। অনলাইনে যে নির্দেশনামা আপলোড করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এই মামলা করা হয়েছে। অপরাধীকে রাজ্যের লিগ্যাল এইডের তরফে আইনজীবীও দেওয়া হয়েছে। আদালত জানায়, সোমবার মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিনই এই মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে।

আসফাকুল্লার বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদালতের প্রশ্নে ফের চরম অস্বস্তিতে রাজ্য। অন্যদিকে হাইকোর্টে স্বস্তিতে চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া। প্রাথমিকভাবে অভিযোগ নিয়ে সন্তুষ্ট নয় আদালত। চিকিৎসক নাইয়ার বিরুদ্ধে পুলিশি তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বিচারপতি বলেন, 'প্রাথমিক তদন্ত যথোপযুক্ত নয়। এই পর্যায়ে মনে হচ্ছে না তদন্তের প্রয়োজন আছে।' আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতেও নোটিস পাঠানো হয় আসফাকুল্লাকে। বুধবার সেই সংক্রান্ত কেস ডায়েরি জমা পড়ে আদালতে।

রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ক্লিনিকের মালিক এবং ক্লিনিকের সঙ্গে চিকিৎসকের সংযোগকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। এছাড়া ক্লিনিকে তল্লাশি চালানো জরুরি বলেও মনে করছে রাজ্য। নির্দেশ পেলে সেটা করে রিপোর্ট দেওয়া হবে। তবে এদিন ফের প্রেস্ক্রিপশন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি

তীর্থঙ্কর ঘোষ। রাজ্যকে প্রশ্ন করেন, এখনও কোনও প্রেস্ক্রিপশন পাওয়া গেল না কেন তা নিয়েই। প্রসঙ্গত, আদালত এটা আগেও জানতে চেয়েছিল।

জবাবে রাজ্য জানায় চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া ক্লিনিকের প্রেস্ক্রিপশন ব্যবহার করতেন। নিজের নাম লেখা কোনও লেটার হেড দেওয়া প্যাড নেই বলেই জানিয়েছেন রাজ্যের আইনজীবী শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়। বিচারপতি প্রশ্ন করেন, 'তাহলে কোথায় এই ডকুমেন্ট পেলেন? আপনারা তো বাড়িতে তল্লাশি করেছেন। কোন সিল বা কিছু পেয়েছেন?' রাজ্যের দাবি, ক্লিনিকে তল্লাশি চালালে সব নথি পাওয়া যাবে। এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি মন্তব্য করেন, এটা কোনও মেডিক্যাল নেগলিজেন্স বলা যাবে না।

এরপরই আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য জানতে চান, চিকিৎসক নাইয়া কোথায় বয়ান দিয়েছেন যে তিনি ইএনটি স্পেশালিস্ট সে ব্যাপারে। সঙ্গে এও জানতে চান এতে কোন রোগী তাঁর জন্য সমস্যায় পড়েছেন তা নিয়েও। আইনজীবীর মতে, ইচ্ছে করেই সবটা করা হচ্ছে, কারণ চিকিৎসকদের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন নাইয়া। এরপরই বিচারপতির কাছে আর্জি জানান, পুলিশি তদন্ত এখনই বন্ধ করার নির্দেশ দিন। এরপর তদন্তে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেন বিচারপতি ঘোষ। আসফাকুল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ, একজন চিকিৎসক পড়ুয়া বা পিজিটি হয়েও নিজেকে 'এমএস' বলে দাবি করেন তিনি। এই অভিযোগ সামনে আসার পর তাঁর কাকদ্বীপের বাড়িতে তল্লাশিও চালায় পুলিশ। এরপর তাঁকে তলব করা হলেও হাজিরা দেননি আসফাকুল্লা।

২০২৬-এর আগে সোনাচূড়ায় তৈরি হবে রামমন্দির, প্রতিশ্রুতি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সালেই আগেই রাম মন্দির তৈরি হবে। কোথায়, কবে শুরু হবে কাজ, কবে খুলবে মন্দির, জানিয়ে দিলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। দিঘার 'জগন্নাথ' মন্দির খোলার পরই নন্দীগ্রামে 'রাম মন্দির' তৈরির কথা ঘোষণা করলেন তিনি। বুধবার নন্দীগ্রামে অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। একইসঙ্গে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় নন্দীগ্রামে। সনাতনীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন মন্দির পুজো দেওয়া হয়। এদিন গেরুয়া ধ্বজা হাতে নন্দীগ্রাম দু নম্বর ব্লকের ভেটুরিয়া থেকে রেয়াপাড়া শিব মন্দির পর্যন্ত পদযাত্রা করেন শুভেন্দু অধিকারী। পদযাত্রা শেষে মঞ্চে উঠেই ঘোষণা করেন রাম মন্দির তৈরির কথা। প্রসঙ্গত, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির অন্যতম বড় হাতিয়ার ছিল অযোধ্যার রাম মন্দির। যদিও রাম মন্দির নির্মাণ ভোটবাক্সে কতটা প্রতিফলিত হয়েছে, তা নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। এ বার রাজ্যেও

'রাম মন্দির' তৈরির কথা ঘোষণা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু বলেন, 'সোনাচূড়াতে আমার আড়াই বিঘা একটি জায়গা রয়েছে। ওই জায়গাতেই আমরা স্থায়ীভাবে রাম মন্দির নির্মাণ করব। আগামী ৬ এপ্রিল রামনবমীর দিন যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে।' এদিকে কয়েকদিন আগেই দিঘায় 'জগন্নাথ ধামের' সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসের অক্ষয় তৃতীয়ার দিন খোলা হবে ওই মন্দির। কাজও প্রায় শেষের দিকে। ঠিক উল্টো প্রান্তে হলদি নদীর পারে শুভেন্দুর নিজেরই বিধানসভা এলাকায় নন্দীগ্রামের ১ নম্বর ব্লকের সোনাচুড়া মৌজায় প্রায় আড়াই বিঘা জায়গার উপর গড়ে উঠবে রাম মন্দির।

অযোধ্যার রাম মন্দিরের ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে লোকসভা নির্বাচনে ফায়দা তোলার চেষ্টা করেছিল বিজেপি। যদিও, রাজ্যের ক্ষেত্রে সেটা আদৌ কাজে লাগেনি বলেই ধারণা রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। ২৬-এ রয়েছে রাজ্যে বিধানসভা ভোট। নিজের কেন্দ্রেই রাম মন্দির নির্মাণ করে সেই একই পথে হাঁটতে চলেছেন শুভেন্দু কি না তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। তবে বিষয়টিতে আমল দিতে চাইছে না শাসক দল। বাংলার মাটিতে ধর্ম নিয়ে রাজনীতির জায়গা নেই বলে দাবি তৃণমূলের। তমলুক সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'উনি উন্নয়ন বাদ দিয়ে শুধু এই নিয়ে থাকুক। সন্ন্যাস গ্রহণ করে কুম্ভমেলা চলে যাক, ধর্ম নিয়ে প্রচার করুক। এই সব মানুষকে নিয়ে বেশি কিছু বলার নেই।'

পরপর ৩টি মেট্রো বাতিল, ভিড়ে আহত মহিলা যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরপর তিনটে মেট্রো বাতিলের জেরে বুধবার দুপুরে তুমুল ভিড় জমতে থাকে একের পর এক স্টেশনে। মেট্রো পরিষেবা মুখ বিঘ্নিত হওয়ায় সমস্যায় পড়েন যাত্রীরাও। এই ভিড়ের মধ্যে ধাক্কাধাক্কিতে দমদম স্টেশনে পড়ে যান এক মহিলা যাত্রী। জখমও হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় দমদম স্টেশনে।

কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষের উদ্দেশে একটি মেট্রো রওনা দেওয়ার সময় যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। কিছুতেই মেট্রোটি স্টার্ট হচ্ছিল না। ফলে মেট্রো ফাঁকা করে দেওয়া হয়। লাইন থেকে রেকটি সরিয়ে দেওয়ার পর নতুন করে পরিষেবা চালু হয়। মেট্রোর দাবি, মাত্র ১০ মিনিটের ব্যবধানে পরের রেকটি রওনা দেয়। কিন্তু যাত্রীদের অভিযোগ, পরপর অন্তত তিনটে মেট্রো বাতিল হয়েছে। ফলে দক্ষিণেশ্বর থেকে একের পর এক স্টেশনে ভিড় জমতে শুরু করে।

পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে

পরপর তিনটে মেট্রো চালানো হয়। তাতেও ভিড় সামাল দেওয়া যায়নি। দমদমে একটি মেট্রো ঢুকতেই তাতে ওঠার চেষ্টা করেন বেলঘরিয়ার বাসিন্দা পুতুল দে। সেই সময় পিছন থেকে অন্য যাত্রীরা ধাক্কা মারায় সঙ্গে সঙ্গে মেট্রোর ভিতরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান তিনি। তাঁর পায়ে চোট লাগে। যদিও হুড়োহুড়ির কথা অস্বীকার করে মেট্রোর এক আধিকারিক দাবি করেন, 'যাত্রীদের মধ্যে কোনও হুড়োহুড়ি দেখা যায়নি। আমরা প্রতি মুহূর্তে সিসি ক্যামেরায় নজরদারি রেখেছি।'

মেটিরিয়াবুরুজে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে আক্রান্ত পুরকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেটিয়াবুরুজে বেআইনি নির্মাণ ভাঙতে গিয়ে আক্রান্ত কলকাতা পুরসভার কর্মীরা। সূত্রে খবর, এদিন একটি ৮ ছটাক জমিতে থাকা বাড়ির বর্ধিত অংশ ভাঙতে যান পুরসভার কর্মীরা। আর তখনই এলাকার লোকজনদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়ে যায়। কেউ কেউ তাঁদের মারতেও এগিয়ে যান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনাও তৈরি হয় এলাকায়।

কলকাতা পুরসভার সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ডে একটি একতলার বাড়ির বেশ অনেকটা অংশ বেআইনিভাবে তৈরি করা হয়েছিল। সেই বেআইনি অংশ ভাঙতে বুধবার বিকেলে সেখানে যান কলকাতা পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের কর্মীরা। সঙ্গে ছিলেন ১৫ নম্বর বরোর কর্মীরাও। ভাঙার কাজ শুরু করতে যাওয়ার সময় এলাকার লোকজন পুরসভার কর্মীদের ঘেরাও করে এবং ধাক্কাধাক্কি শুরু করেন। একইসঙ্গে রীতিমতো মারমুখিও হয়ে ওঠেন কয়েকজন। এরপরই ভয় পেয়ে কাজ ছেড়ে পালান পুরসভার কর্মীরা।

এই ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে সিপিএম। বামেদের তরফ থেকে প্রশ্ন ওঠে, 'বারবার করে পুর কর্মীরা কেন আক্রান্ত হচ্ছে? কেন পুলিশ এক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এই সব বিষয় নিয়ে আমরা মেয়রকে বলেছি। মেয়র যদি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে এইসব ঘটনা ঘটবে না।' এদিকে ১৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ফরিদা পারভিন জানান, 'আমার ছেলে অসুস্থ। আমি বিকেলে ফিরে গোটা বিষয়টি জানতে পারি। আইনি হোক বা বেআইনি যেটা সঠিক হবে সেই হিসেবে কলকাতা পুরসভা ব্যবস্থা নেবে। আইন কেউ নিজের হাতে তুলে নিতে পারে না।' এদিকে মেয়র বলছেন থানায় অভিযোগ করার জন্য। তারপরই নেওয়া হবে আইনানুগ ব্যবস্থা।

ভাগাড় থেকে উদ্ধার নিখোঁজ কিশোরের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৮ জানুয়ারি শনিবার সন্ধের পর থেকে নিখোঁজ ছিল খড়দার রহড়া থানার লাল ইট খোলা অরবিন্দ নগরের বাসিন্দা দশ বছরের অভয় কুমার দাস ওরফে গুলু। যদিও সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছিল ওইদিন সন্ধে সাতটা নাগাদ ওই কিশোর অপরিচিত দু'জন মহিলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে। নিখোঁজ কিশোরের পরিবারের তরফে রহড়া থানায় নিখোঁজের ডায়েরিও করা হয়েছিল। অবশেষে চারদিন বাদে বুধবার সকালে খড়দা পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের টিটাগড় ভাগাড়ের জঙ্গল থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ কিশোরের দেহ। স্থানীয় বাসিন্দা শিবু চৌধুরী ওই জঙ্গলে মাটি কাটতে গিয়ে কিশোরের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। কিশোরের শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। খবর ছড়িয়ে পড়তেই সেখানে ভিড় জমান স্থানীয়রা। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। যদিও নিখোঁজ হবার দিন মৃত কিশোররের মা পেশায় ফুচকা

বিক্রেতা পুনম দেবী জানিয়েছিলেন, শনিবার সন্ধের সময় বাড়ির কাছেই ছেলে খেলা করছিল। তখন তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে ফুচকা বেচতে নিজের দোকানে গিয়েছিলেন। রাতে মেয়ে টিউশন থেকে বাড়ি ফিরে দেখে ওর ভাই ঘরে ছিল না। তবে এলাকার সিসিটিভির ফুটেজে দেখা গিয়েছিল, রাস্তা দিয়ে তাঁর ছেলে সামনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। আর ছেলের পিছু হাঁটছে অপরিচিত দু'জন মহিলা। যদিও পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই বিনোদ কুমার রাই নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত ব্যক্তি পুলিশের কাছে তাঁর অপরাধ স্বীকারও করে নিয়েছে। সূত্র বলছে, ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে মৃতের মা পুনম দেবীর অবৈধ প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। তাহলে কি সম্পর্কের টানাপোড়নের জেরেই এই ঘটনা, তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় মৃতের মায়ের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তৃণমূলের শিক্ষা সেলে সংস্কার, ফের মাথাচাড়া দিল নবীন প্রবীণ দ্বন্দ্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূলের শিক্ষা সেলে সংস্কার। আর এই সংস্কারের জেরে আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল কি নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব। সূত্রে খবর, অধ্যাপক ও শিক্ষকদের সংগঠন থেকে বাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিতরা। সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতিতেই এই তালিকা হয়েছে বলে দাবি শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর। এদিকে কমিটিতে জায়গা হল না, নিজেকে 'অভিষেক সেনা' বলে দাবি করা অধ্যাপক মণিশঙ্কর মণ্ডলেরও। একই অবস্থা মইদুল ইসলামেরও। রাজ্য সভাপতি থেকে জেলা সব পদেই বদল আনল তৃণমূল। 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কাজ করি, তাই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে', এমনই বিস্ফোরক মইদুল ইসলাম।

এদিকে গত কয়েক মাসে বঙ্গ রাজনীতিতে কোথাও একটা শুরু হয়েছে পট পরিবর্তন। মুখে কেউ শিকার না করলেও শাসকদলের অন্দরে নবীন-প্রবীণের এই দ্বন্দ্বও নজরে আসছে সবারই। একাধিক ইস্যুতে বারেবারে প্রকাশ্যে তা চলেও এসেছে। যদিও, সম্প্রতি অভিষেককে বলতে শোনা গিয়েছিল,মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই চেয়ারপার্সন। তাঁর কথাই শেষ কথা। সকলে তাঁরই নির্দেশে চলে। বাকি সবটাই মিডিয়ার তৈরি করা হাইপ।

এই প্রসঙ্গে এসে পড়ছে মইদুল ইসলামের নামও। যিনি বহু আন্দোলনের নায়ক। সরে যেতে হয়েছে তাঁকে। কয়েকদিন আগে মণিশঙ্কর মণ্ডল যিনি কি না ওয়েবকুপার সহ সভাপতি,তাঁকেও সরতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মইদুল বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে আমরা পোস্ট করি। তাঁকে সমর্থন করি। আমাদের একাধিকবার হুমকি দেয়। আসলে যাঁরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে পোস্ট করবে, তাঁরা দল বিরোধী কাজ করছে। তাঁদের সরিয়ে দাও। তাঁদের কোনও কাজ করতে হবে না। এই রকম বিশৃঙ্খলা তৈরি চেষ্টা চলছিল। এবার সরিয়ে দেওয়া হল।' অপরদিকে, পুরুলিয়ার শিক্ষা সেল থেকে অপসারিত জেলা সভাপতি সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ব্রাত্য বসুর এক্স হ্যান্ডেল থেকে একটি লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। সেই লিস্টে উনি বলেছেন সমস্ত জেলা সভাপতিদের সুপারিশক্রমে এই লিস্ট প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমার জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া আমার নামটি সুপারিশ করেন। কিন্তু আমার নাম রাখা হয়নি। এক্ষেত্রে আমার রাজ্য সভাপতি মইদুল ইসলামের নাম বাদ পড়েছে। আমার মনে হয় এই লিস্টটি সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। আমরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মানি। আর এই প্রসঙ্গেই তিনি এ প্রশ্নও করেছেন, 'অভিষেককে সমর্থন করি বলেই কি রোষানলে পড়তে হল? আমরা সমর্থন করি বলেই কি দল বিরোধী কাজ করছি? এটা প্রশ্ন রইল।' শিক্ষাসেলের রাজ্য কার্যকরী অপরসারিত সভাপতি বুবাই কোলে বলেন, 'অভিষেকের প্রচারের সঙ্গী থাকি। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী তাই সহ্য করতে পারেন না। সেই কারণে পদ থেকে সরিয়ে দিলেন।' এদিকে, এই তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই বড় আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। কারণ, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজের এক্স হ্যান্ডেলে যে পোস্ট করেছেন, তাতে লিখেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই তালিকা'। যদিও, নতুন এই তালিকা নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু নতুন তালিকা প্রকাশ্যে আসতে দলের অন্দরের আড়াআড়ি চিড় যে এবার সকলের সামনে আসতে শুরু করছে তা মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

ডিডির তলবে সাড়া দিলেন না বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সালের ২৮ নভেম্বর ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডের বিরুদ্ধে ভাটপাড়া থানায় মামলা দায়ের করেছিলেন। সেই মামলায় বুধবার তাঁকে তলব করেছিল ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিডি ডিপার্টমেন্ট। যদিও এদিন তিনি তদন্তকারীদের ডাকে সাড়া দিলেন না। হাজিরা এড়িয়ে বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পাণ্ডে বলেন, চিঠি পাঠিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন আগামী ২৬ জানুয়ারি পর তিনি অবশ্যই হাজিরা দেবেন। তাছাড়া আদালতের নির্দেশ রয়েছে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, ২০২৪ সালের ২৮ আগস্ট তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার চক্রান্ত করেছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক

সোমনাথ শ্যাম। যদিও তিনি ভগবানের কৃপায় বেঁচে আছেন। তবে ওই ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ। তাঁর দাবি, এনআইএ তদন্তে জগদ্দলের বিধায়ক বুঝতে পারছেন ওনাকে জেলে যেতে হবে। তাই প্রাক্তন সাংসদ থেকে শুরু করে ভাটপাড়ার বিধায়ক এবং তাঁকে মিথ্যা মামলা দিয়ে বারবার তলব করা হচ্ছে। প্রিয়াঙ্গুর হুঁশিয়ারি, নোটিশ পাঠিয়ে কিংবা মামলা করে তাঁকে দমানো যাবে না। সনাতনীদের বাঁচাতে এবং দলের জন্য তাঁর লড়াই জারি থাকবে।

সম্পাদকীয়

পরপর তিনটি নির্বাচনে অবক্ষয় হতে হতে সিপিএম প্রস্তর যুগে ফিরে গেছে বলা যায়

‘বর্বর’ শক্তিকে রুখতে হবে, বসু-স্মরণে ডাক কারাটের’। সংবাদে জানলাম, সিপিএম নেতা প্রকাশ কারাট বলেছেন, জ্যোতি বসু মানে ‘বাম আন্দোলনের অগ্রগতির প্রতীক’। প্রশ্ন হচ্ছে, অগ্রগতির মাপকাঠি কী? বাম আন্দোলন কি সত্যিই এগোচ্ছে, না পিছোচ্ছে? সংসদীয় গণতন্ত্রে একটা মাপকাঠি আছে। সেটি হচ্ছে, সংসদে বা আইনসভায় দলগত শক্তির মান। সেই মাপকাঠিতে দেখা যাক বাম আন্দোলন কোথায় আছে। ত্রিপুরা সিপিএম এক সময়ে বিরোধীদের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। এখন প্রায় মুছে যাওয়ার মতো অবস্থা। পশ্চিমবঙ্গ শূন্য। কেরল, পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, প্রভৃতি রাজ্য মাঝে-মাঝে লোকসভায় সিপিএমকে ছাড়পত্র দিয়েছে। এখন বেশ কিছু কাল তারাও সিপিএমের প্রতি বিমুখ। কারাট সম্ভবত দিল্লির ভোটার। তিনি এ-যাবৎ কোনও সিপিএম প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন? যত দূর জানি, না। ১৯৬৪ সালে সিপিএম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম ৫২০টি আসনের মধ্যে ১৯টিতে জিতে খাতা খুলেছিল। এই বিচারে ২০০৪ সালটি ছিল সিপিএমের স্বর্ণযুগ। ৫৪৩টি আসনের মধ্যে সিপিএম ৪৩। পরের তিনটি নির্বাচনে অবক্ষয় হতে হতে সিপিএম প্রস্তর যুগে ফিরে গেছে বলা যায়। সংখ্যা এক আঙুলে কুলিয়ে যাচ্ছে। একে কি অগ্রগতি বলে?

শব্দবাণ-১৭০

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ডেকে পাঠানো ৪. ফুর্তি,মজা ৫. বিষ্ণু ৭. বৈদ্যুতিক বাতি ৯. পকেট ১১. সে কালের।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. শস্য উৎপাদক, চাষি ২. নিষ্পত্তি, মিটমাট ৩. রামচন্দ্রের জীবনী ও কার্যকলাপ ৬. চিনির রস প্রভৃতি মিশিয়ে প্রস্তুত পানীয়বিশেষ ৮. ধনুকের ছিলার শব্দ ১০. — ভানতে শিবের গীত।

সমাধান: শব্দবাণ-১৬৯

পাশাপাশি: ১. অন্নপ্রাশন ৩. বোলতা ৫. রসুই ৭. ইস্তক ৮. লিখন ১০.ব্রাহ্মণ্যদেব।

উপর-নীচ: ১. অলোল ২. শহরতলি ৩. বোম্বাই ৪. তারকব্রহ্ম ৬. ইন্ধন ৯. খতিব।

জন্মদিন

আজকের দিন

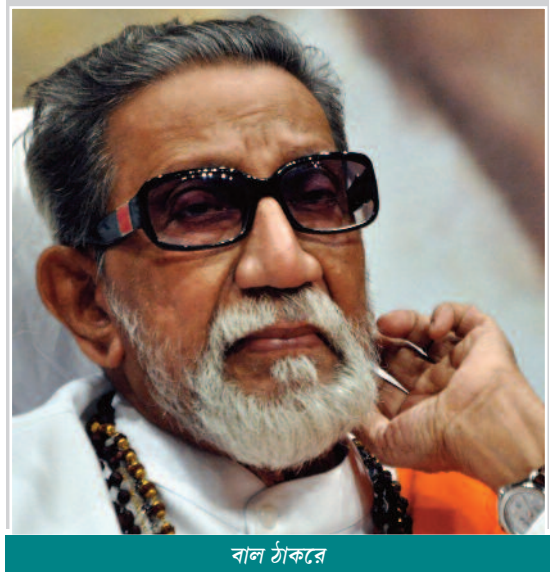

বাল ঠাকরে

১৯২৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বাল ঠাকরের জন্মদিন।*
১৯২৮ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী শানু লাহিড়ীর জন্মদিন।*
১৯৪৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক রমেশ সিপ্পির জন্মদিন।*

প্রকৃত নেতা

সিদ্ধার্থ সিংহ

সক্কালবেলায় হইহই কাণ্ড। সমস্ত কাগজের প্রথম পাতায় একটাই খবর—নেতাজি জীবিত। সঙ্গে প্রমাণস্বরূপ তাঁর সদ্য তোলা ছবি।

পাড়ায় পাড়ায়, চায়ের দোকানে, অফিসে, বাসে, ট্রামে, সিনেমার লাইনে সে দিন আলোচনার বিষয় ছিল একটাই— নেতাজি তা হলে বেঁচে আছেন! কেউ কেউ বললেন, আমি জানতাম। বলতাম না? দেখবি, উনি একদিন ঠিক ফিরে আসবেন।

সন্তানদলের কেউ কেউ আবার আরও একধাপ এগিয়ে বললেন, আমাদের বালক ব্রহ্মচারী তো কবেই বলেছিলেন, উনি জীবিত। দেখিসনি, দেওয়ালে দেওয়ালে বড় বড় করে লেখা থাকত, নেতাজি জীবিত। ফিরে আসবে নেতার বেশেই। কী? মিলে গেল তো?

কিন্তু সমস্ত জল্পনা-কল্পনা আর আলোচনায় জল ঢেলে দিল পরের দিনের খবরের কাগজ। তাতে জানা গেল, খবরটি পুরো ভুয়ো। আর ছবিটিও জাল। নেতাজির ধড়ের সঙ্গে নেতাজির মতো মেক-আপ করা তাঁর ভাইপোর মুখ নিখুঁত ভাবে জুড়ে সুপার ইম্পোজ করে ওই ছবিটা তৈরি করা হয়েছে।

শুধু সে বার নয়, নেতাজি বেঁচে আছেন, নেতাজি জীবিত, দেশে যদি ফের তেমন কোনও অসময় ঘনিয়ে আসে, উনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন— এ রকম নানা কথা বারবার শোনা গেছে।

আসলে নেতাজি বলতে পাতি বাংলায় যে কোনও নেতাকে বোঝালেও আমরা কিন্তু নেতাজি বলতে একজনকেই বুঝি। আর তিনি হলেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

আমার মা তাঁর কাছে বড় হওয়া একটি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন হাওড়ার দাশনগরের এক হিন্দুস্তানির সঙ্গে। আমরা তাঁকে ইতি মাসি বলে ডাকতাম। আমরা তখন ছোট। আমার এখনও মনে আছে, ইতি মাসিকে বিয়ে করতে আসা হবু বরের কপালের ডান দিকটা আলুর মতো ফোলা ছিল। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, টিউমার-ফিউমার হবে। কে যেন মজা করে বিয়ের আসরে আমাদের সামনেই বলেছিল, এ বার ওটা অপারেশন করিয়ে ফেলুন। না হলে বউকে চুমু খেতে গেলে তো অসুবিধে হবে। তার উত্তরে উনি যা বলেছিলেন, আরও অনেকের মতো আমিও চমকে উঠেছিলাম। আর তখনই জেনেছিলাম, উনি আগে মিলিটারিতে চাকরি করতেন। যে বিমান দুর্ঘটনার পরে নেতাজি নিখোঁজ হয়ে যান বলে লোকে জানেন, সেই দুর্ঘটনার জায়গায় নাকি উনি তখন পোস্টিং ছিলেন। ওই বিমানেরই একটি টুকরো ছিটকে এসে তাঁর কপালে লাগে।

তাই নাকি? আমরা অবাক। আপনি তখন ওখানে ছিলেন? আচ্ছা, নেতাজি কি সত্যিই ওই প্লেনে ছিলেন? আপনি তাঁকে দেখেছেন?

উনি কথা বাড়াননি। শুধু বলেছিলেন, আমি তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলাম। কোনও দিকে তাকাবার ফুরসত পাইনি। ধরাধরি করে আমার সহযোদ্ধারা আমাকে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিলেন। শুশ্রূষা করে যখন খানিকটা সুস্থ করলেন, শুনলাম, ওখানে নাকি কয়েকটা ঝলসানো দেহ পাওয়া গেছে। কোনটা কার দেহ শনাক্ত করা যায়নি। পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

সত্যিই কি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল? নাকি সবাই মরেননি। দু'-একজন জখমও হয়েছিলেন! প্রাথমিক চিকিৎসার পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়! তাঁদের মধ্যেই হয়তো নেতাজি ছিলেন! যতই ইংরেজদের আমল হোক, তাঁরা যতই তাঁদের বিশ্বস্ত কর্মচারী হোন না কেন, ওখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরা বেশির ভাগই ছিলেন ভারতীয়। আর ভারতীয় মাত্রই ছিলেন নেতাজি-অন্ত প্রাণ। তাই, অত্যন্ত যত্ন ও ভালবাসার সঙ্গে তাঁর পরিচর্যা করে, তাঁকে সুস্থ করে হয়তো গা ঢাকা দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন ওঁরাই।

সত্যিই যদি এটা হতো, তা হলে একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, তার পরে উনি আর প্রকাশ্যে এলেন না কেন? নাকি এই দেশেরই কোনও স্বদেশি নেতা তাঁর বিপুল জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, সুভাষচন্দ্র বেঁচে থাকলে দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন সারা দেশ তাঁকে নিয়েই মাতামাতি করবে। তাঁর কথাই শুনবে। তাঁকেই ঈশ্বরের মতো ভক্তি করবে। ফলে তাঁরা হারিয়ে যাবেন। কেউ তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। তাই ফন্দি এঁটে, কৌশল করে, গোপনে তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিলেন এই পৃথিবী থেকে! নাকি ওই বিমানে তিনি আদৌ ছিলেনই না! পুরোটাই গুজব!

১৩৪৭ সনের ১৫ মাঘ, মঙ্গলবার আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পাতা জুড়ে বড় বড় অক্ষরের শিরোনামে ছাপা হয় একটি খবর — ‘শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর আকস্মিক গৃহত্যাগে দেশব্যাপী গভীর বিষাদের ছায়াপাত’। এই হেডলাইনের তলায় তুলনামূলক ছোট হরফে কয়েকটি লাইনে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয় আরও চার-চারটে সাব হেডিং। প্রথম সাব হেডিং— দেশপ্রিয় নেতার জন্য জনসাধারণের আকুল উৎকণ্ঠা। দ্বিতীয় সাব হেডিং— ‘আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মীগণের উদ্বেগ’। তৃতীয় সাব হেডিং— ‘আধ্যাত্মিক প্রেরণায় সংসার পরিত্যাগ বলিয়া অনুমান’। আর চতুর্থ এবং শেষ সাব হেডিং — ‘সোমবার শেষ রাত্রি পর্যন্ত সকল অনুসন্ধান চেষ্টা ব্যর্থ’।

পাতার অর্ধেকেরও বেশি জায়গা জুড়ে এই খবরের নীচে ছিল আরও দু'-দুটো ছোট্ট খবর। তার একটার শিরোনাম — ‘শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর মামলা’। এই হেডিংয়ের নীচে ওর থেকে একটু ছোট হরফে লেখা ছিল — ‘গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ বলিয়া স্থগিত ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী’। আর ডান দিকের দ্বিতীয় শিরোনামটি ছিল — সুভাষ বাবুর বাড়িতে খানাতল্লাশ’।

এই খবর পড়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ অনেকেই ভেবেছিলেন, তাঁর বাড়িতে আচমকা যে তল্লাশি হয়েছে, তার জেরে কিংবা ফের হঠাৎ করে যে কোনও সময় ঝামেলা হতে পারে আন্দাজ করে উনি নিজেই হয়তো সরে পড়েছেন বা গা ঢাকা দিয়েছেন। সময় হলেই ঠিক ফিরে আসবেন।

কেউ কেউ আবার প্রকাশ্যেই বলতে শুরু করলেন, ইদানিং উনি যে ভাবে আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকছিলেন, হয়তো তার টানেই উনি সংসার পরিত্যাগ করেছেন। এ বার কোনও জঙ্গল-টঙ্গল বা আশ্রমে গিয়ে হয়তো সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করবেন।

এই মতটার ওপরে লোকেদের বিশ্বাস এতটাই গেঁড়ে বসেছিল যে, পরবর্তিকালে শৈলমারীর আশ্রমে এক সাধুর মুখের সঙ্গে নেতাজির মুখের অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু লোক ধরেই নিয়েছিলেন, ইনিই নেতাজি। নেতাজি-গবেষক অলোককৃষ্ণ চক্রবর্তী তো একটা গোটা বইই লিখে ফেলেছিলেন, ‘শৈলমারীর সাধু কি নেতাজি?’ সে বই মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই মুড়ি-মুড়কির মতো বিক্রি হয়ে গিয়েছিল হাজার হাজার কপি।

তখনও কেউ জানতেন না নেতাজি বিবাহিত এবং তাঁর একটা মেয়ে আছে।

সে যাই হোক, এ সব ঘটনা থেকে বোঝা যায়, মানুষ কিন্তু বারবার চেয়েছে নেতাজি ফিরে আসুক। একটা মানুষের আয়ু সর্বোচ্চ কত বছর পর্যন্ত হতে পারে, তার একটা আন্দাজ থাকলেও, এ ক্ষেত্রে কিন্তু সে নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। সমস্ত হিসেব তালগোল পাকিয়ে যায়। তাই সওয়া একশো বছর পরেও মানুষের মনে বদ্ধমূল ধারণা, তিনি বেঁচে আছেন। বহাল তবিয়তে আছেন এবং যে কোনও দিনই ফিরে আসতে পারেন। আমার মনে হয়, এই ধারণা এখন যেমন আছে, দুশো বছর পরেও থাকবে। পাঁচশো বছর পরেও থাকবে। এমনকী হাজার হাজার বছর কেটে গেলেও থাকবে। আসলে এই ধারণাটা আমাদের রক্তের সঙ্গে একেবারে মিশে গেছে।

১৪ আগস্টের মধ্যরাতে দেশ-নেতাদের হাতে ইংরেজরা যখন এই দেশ তুলে দেন, তখন নাকি একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তিতে এক, দুই, তিন করে পর পর অনেকগুলো শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। সেই শর্তগুলো না মানলে ইংরেজরা নাকি এই দেশ তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের হাতে কিছুতেই তুলে দিতেন না। কী সেই শর্ত? বহু বার বহু রাজনৈতিক দল তা জানানোর জন্য দাবি তুলেছিল। আন্দোলন করেছিল। তা নিয়ে প্রচুর লেখালেখিও হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বিরোধী দলের নেতারা গলা ফাটানোর আগেই কোনও এক অজানা কারণে বারবার ধামাচাপা পড়ে গেছে সেগুলো। লোকেরা বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় দু'-চার জন নেতা বা রাষ্ট্রচালক ছাড়া সেটা আর কেউ জানেন না। তবে, সে রকমই এক নেতার মুখ ফসকে একবার বেরিয়ে পড়েছিল একটা ক্লু। আর সেটা হল— নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ফিরে এলে ইংরেজদের হাতে তাঁকে তুলে দিতে হবে। সেই ন্যাক্কারজনক চুক্তিপত্রে নাকি স্বাক্ষর করেছিলেন এমন কয়েক জন নেতা, যাঁদের নাম উচ্চারিত হলে আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। ভাবা যায়! যদিও সেই ইংল্যান্ড আর নেই, ভারতও নেই আগের মতো, যে কোনও আঘাতের সমুচিত প্রত্যাঘাত করতে এখন সে সক্ষম। পালটে গেছে পৃথিবীর পুরো পরিস্থিতি। তবু চুক্তি, চুক্তিই।

কেজি সোনার গয়না, ১৮,৪০০ ক্যারেটের একটি বহুমূল্যবান পান্না, ১৭,৮৮০ ক্যারেটের পান্নার তৈরি ভগবান বুদ্ধের মূর্তি, ১৪,৭০০ ক্যারেটের ১ ফুট উঁচু পান্না দিয়ে তৈরি ভগবান বুদ্ধের অবয়ব, হিরেখচিত অজস্র অলংকার, ২৮০০ টির মতো সোনার মুদ্রা, গিনি, হিটলারের দেওয়া সোনার সিগারেট কেস ছাড়াও, সেই সময়ে তাঁর রেখে যাওয়া নগদ এক কোটি টাকা এবং আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্কের ৪২ কোটি টাকার কী হল!

এমনকী এও জানেন না, ওই বাড়িতে তাঁর নামে গড়ে ওঠা রিচার্জ ব্যুরোর জন্য নরসিংহ রাওয়ের আমলে যে ছ'কোটি টাকা অনুদান হিসেবে এসেছিল, তার কী হল!

অনেকেই আছেন, যাঁদের বয়স এখন পঁচাত্তর-আশি বছর, যাঁদের অনেকের জন্মের আগেই দেশ স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল, তাঁরা কী করে স্বাধীনতা সংগ্রামী হন! পেনশন পান! অতিথি বা সভাপতির আসন অলংকৃত করেন! এবং আরও আশ্চর্যের ব্যাপার, নেতাজির মতো দেশপ্রেমিকের দেশে জন্মেও কেউ কোনও প্রতিবাদও করেন না! ফলে তিনি এসে যখন এগুলো দেখবেন তখন কী হবে? কী হতে পারে! কী হতে পারে!

প্রথমেই যেটা হবে,*নেতাজিকে দেখতে গিয়ে উন্মত্ত জনস্রোতের ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে গিয়ে কয়েক হাজার মানুষ পদপিষ্ট হয়ে মারা যাবেন। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্ত থেকে ঘনঘন বিশেষ উড়ান ছাড়া হবে দমদম বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। এয়ারপোর্ট থেকে সরাসরি হেলিকপ্টার উড়ে আসবে রেসকোর্সের ময়দানে। ভারতের ছোট-বড় সব ক'টা রাজনৈতিক দলের নেতারা তড়িঘড়ি গোপন বৈঠকে বসবেন। রাতারাতি চাঙ্গা হয়ে উঠবে ফরওয়ার্ড ব্লক। মানুষের দাবি মেনে, সংবিধান সংশোধন করে এক সপ্তাহের মধ্যে ডাকা হবে নির্বাচন। সেই নির্বাচনে সব দলের সব ক'টা প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। নিরানব্বই শতাংশ, না না, নিরানব্বই নয়, নাইন্টিনাইন পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট ভোট পেয়ে সারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে ফরওয়ার্ড ব্লক আর তার সর্বময় কর্তা স্বয়ং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।

বয়সের ভারে তিনি না পারলে, উনি রাজি না হলেও তাঁর দলের লোকেরাই, তাঁর প্রতি কতটা উৎসর্গীকৃত প্রাণ, সেটা বোঝানোর জন্যই তাঁর একমাত্র মেয়ে, তিন সন্তানের জননী, প্রায় ৮৩ বছর বয়সি প্রাক্তন অধ্যাপিকা অনিতা বসু পাফকে তড়িঘড়ি জার্মানি থেকে উড়িয়ে এনে এ দেশের আমন্ত্রিত প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি করে ছাড়বেন। আবেগে আপ্লুত হয়ে এপার বাংলা ওপার বাংলার জনগণরাই উপড়ে ফেলবে মাঝখানের ওই কাঁটাতারের বেড়াজাল। উঠে যাবে পার্ক সার্কাসের বাংলাদেশ হাই কমিশনের অফিস। সুইডিশ অ্যাকাডেমি মুহূর্তের মধ্যে মিটিংয়ে বসে, এত দিন তাঁকে দেওয়া হয়নি দেখে দুঃখ প্রকাশ করে, নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপক হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করে দেবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

যাঁরা রাস্তার নামকরণ করেন, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের তারিফ করবেন,* নেতাজির নামে দোকান, বাজার, অঞ্চল, গ্রাম, শপিং কমপ্লেক্স, রাস্তার নাম, রোড, লেন, বাইলেন, এভিনিউ--- যা ইচ্ছে তাই করলেও ভাগ্যিস তাঁর নামের সঙ্গে কখনও ‘সরণি’ জুড়ে দেননি দেখে! না হলে যে কী লজ্জার হতো!

এত দিন ধরে পড়া স্কুল পাঠ্য থেকে নেতাজির জীবনীর অংশটুকু ফেলে দিয়ে নতুন করে লিখতে হবে তাঁর জীবনী। রাতারাতি একটা চ্যানেলই তৈরি হয়ে যাবে শুধু তাঁর জন্য। তখন অন্য আর কোনও চ্যানেল কেউ দেখবেই না। তিনি তার মাধ্যমে ফোন ইন প্রোগ্রামে সরাসরি কথা বলবেন জনগণের সঙ্গে। নানান নির্দেশ পাঠাবেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। তিনি সত্যি সত্যিই ফিরে এলে আর কী কী হবে, তা একবার ভাবতে গেলেই চমকে উঠতে হয়।

তবে হ্যাঁ, এ রকম অলৌকিক কোনও কিছুই কখনও ঘটবে না। কোনও অলৌকিক শক্তিবলে তিনি যদি সত্যি সত্যি ফিরেও আসেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে অপহরণ করে এমন জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হবে, যাতে পৃথিবীর কেউ তাঁর কোনও হদিশ না পায়। এটা করা হবে নেতাজির স্বার্থেই। কারণ, ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্টের মধ্যরাতে দেশ-নেতাদের হাতে ইংরেজরা যখন এই দেশ তুলে দেন, তখন নাকি একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেই চুক্তিতে এক, দুই, তিন করে পর পর অনেকগুলো শর্ত আরোপ করা হয়েছিল। সেই শর্তগুলো না মানলে ইংরেজরা নাকি এই দেশ তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের হাতে কিছুতেই তুলে দিতেন না।

কী সেই শর্ত? বহু বার বহু রাজনৈতিক দল তা জানানোর জন্য দাবি তুলেছিল। আন্দোলন করেছিল। তা নিয়ে প্রচুর লেখালেখিও হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। বিরোধী দলের নেতারা গলা ফাটানোর আগেই কোনও এক অজানা কারণে বারবার ধামাচাপা পড়ে গেছে সেগুলো।

লোকেরা বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় দু'-চার জন নেতা বা রাষ্ট্রচালক ছাড়া সেটা আর কেউ জানেন না। তবে, সে রকমই এক নেতার মুখ ফসকে একবার বেরিয়ে পড়েছিল একটা ক্লু। আর সেটা হল— নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ফিরে এলে ইংরেজদের হাতে তাঁকে তুলে দিতে হবে।

সেই ন্যাক্কারজনক চুক্তিপত্রে নাকি স্বাক্ষর করেছিলেন এমন কয়েক জন নেতা, যাঁদের নাম উচ্চারিত হলে আমাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে। ভাবা যায়! যদিও সেই ইংল্যান্ড আর নেই, ভারতও নেই আগের মতো, যে কোনও আঘাতের সমুচিত প্রত্যাঘাত করতে এখন সে সক্ষম। পালটে গেছে পৃথিবীর পুরো পরিস্থিতি। তবু চুক্তি, চুক্তিই।

ওই বিমান দুর্ঘটনায় সত্যিই যদি তাঁর কোনও অঘটন না ঘটে থাকে এবং ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের মধ্যরাতে ওই চুক্তির পরেও যদি তিনি বেঁচে থাকেন, জানি না সেই চুক্তির খবরটা তিনি পেয়েছিলেন কি না! পেয়ে থাকলে তাঁর অবস্থা কেমন হয়েছিল একবার ভেবে দেখুন। আমার তো একটাই সংশয়, দেশের নেতাদের ওই কীর্তিকলাপ দেখে তিনি সে দিন শোকে, দুঃখে, লজ্জায়, হতাশায় আত্মহত্যা করে বসেননি তো!

মলয় ঘটকের বাড়ির অফিসে ঢুকে ভাঙচুরের অভিযোগ, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: তৃণমূল নেতা কুণাল সরকারকে গুলি করে খুন করার পর এবার রাজ্যের আইন ও শ্রমমন্ত্রী মলম ঘটকের বাড়িতে দুষ্কৃতী হানা। বুধবার বিকেলে মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়িতে দুষ্কৃতী হানা। আসানসোলে বাড়ির মধ্যেই মন্ত্রীর দপ্তর। বিকেল ৫টা নাগাদ এক যুবক দপ্তরে ঢোকে। হাতে ছিল বড় থান ইট। ওই ইট মন্ত্রীর টেবিলে আছড়ে ছুঁড়ে মারে সে। যদিও মন্ত্রী আসানসোলে নেই। এই দপ্তরের দরজা দিয়েই মন্ত্রীর বাড়ির ওপরে ওঠা যায়। ঘটনায় আতঙ্কিত মন্ত্রীর পরিবার। নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মন্ত্রীর স্ত্রী সুদেষ্ণা ঘটক।

আসানসোলে আপনার গার্ডেনে মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাসভবনে ভাঙচুরে ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ মন্ত্রী মলয় ঘটকের বাড়িতে এক অফিসার সহ একাধিক পুলিশ কর্মী সর্বদা মোতায়েন থাকে। রয়েছে সিসি ক্যামেরা তারপরেও ওই যুবক হাতে ইট নিয়ে ঢুকে পড়ে। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশ। ঘটনাস্থলে আসে আসানসোল দক্ষিণ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। আসেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস, এসিপি সেন্ট্রাল বিশ্বজিত নস্কর। মন্ত্রীর বাসভবনে পুলিশি নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে হামলা প্রশ্ন উঠছে। ডিসি জানান ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ধৃতের নাম তদন্ত স্বার্থে বলা যাবে না।

সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম বিকি ক্যাওরা। বাড়ি উত্তর আসানসোলের কালিকাপুর সায়ের পাড়ায়। সূত্রে খবর ওই যুবক তার বাবা মারা যাওয়ার পর কয়েকমাস ধরে ডেথ সার্টিফিকেট পায়নি। মন্ত্রীর কাছে গেলে সমস্যা মিটবে এই আশায় গিয়েছিলেন। কিন্তু মন্ত্রীকে না পেয়ে নিজের ক্ষোভ ব্যক্ত করে দপ্তরের হামলা চালায়। যদিও পুলিশ বিষয়টি হালকা ভাবে নিচ্ছে না। ওই যুবকের সম্বন্ধে পূর্ণ খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ। ঘটনার নেপথ্যে কী কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনার পর মন্ত্রীর বাড়ির সামনে আরও নজরদারি বাড়ানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান বদলে তৃণমূলে জলঘোলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান বদল ঘিরে তুমুল জলঘোলা তৃণমূলের অন্দরেই। প্রকাশ্যে তৃণমূলেরই সদ্য অপসারিত চেয়ারম্যানকে অলিখিত সিপিএম বলে কটাক্ষ বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীর। পালটা তাঁকে পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য সাংসদকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের ক্ষোভের কথা গোপন করলেন না অপসারিত চেয়ারম্যানও।

২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পদে বসেন বসুমিত্রা সিংহ। তৃণমূলের নির্দেশেই ওই পদে তাঁকে বসায় রাজ্য সরকার। সম্প্রতি তাঁকে সরিয়ে ওই পদে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্যামল সাঁতরাকে মনোনিত করে রাজ্য। সূত্রের খবর শ্যামল সাঁতরাকে ওই পদে বসানোর জন্য জোর সুপারিশ করেছিলেন বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী সহ তৃণমূলের বেশ কয়েকজন জেলা নেতা। রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর সেই সুপারিশেই সিলমোহর দেয়। এদিকে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান পদে এই রদবদল ঘিরে তৃণমূলের অন্দরেই শুরু হয়েছে জলঘোলা। এদিন অপসারিত চেয়ারম্যানের চার্জ হাতবদল ও নতুন চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও একে অপরের দিকে তীর্যক মন্তব্য ছুঁড়তে দেখা গেল অপসারিত চেয়ারম্যান বসুমিত্রা পান্ডে ও বাঁকুড়ার সাংসদ অরূপ চক্রবর্তীকে।

নতুন চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা দেওয়ার সময় প্রকাশ্যেই বাঁকুড়ার সাংসদ অরুপ চক্রবর্তী অপসারিত চেয়ারম্যানকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আজ গৌরবের দিন কারণ আজ অলিখিত সিপিএম বিতাড়িত হল।' পরে অরূপ চক্রবর্তী বলেন, 'বামপন্থীদের দাপট বেড়ে গিয়েছিল, সেই দাপট কমানোর জন্যেই এই পরিবর্তন।' অন্যদিকে চার্জ হাতবদলের সময় বাঁকুড়ার সাংসদকে উদ্দেশ্যে করে তীর্যক মন্তব্য করতে শোনা যায় অপসারিত চেয়ারম্যানকেও। তিনি সাংসদকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'আমি এই পদে বসার পর থেকেই শুনছিলাম আমাকে সরানো হচ্ছে হবে। শেষ পর্যন্ত আমাকে এই পদ থেকে অব্যাহতি দিতে সহযোগিতা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

পিঠেপুলি উৎসব ও নবীন বরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতনে গত বছর থেকে শুরু হয়েছে পিঠে পুলি উৎসব ও নবীন বরণ। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে যারা নতুন ভর্তি হয় তাদেরকে বরণ করে নেয় দশম ও নবম শ্রেণির দিদি -দাদারা। এবারেও অযোধ্যা কালিদাসী বিদ্যানিকেতন প্রাঙ্গণে বরণ করে নেওয়া হল নতুন শিক্ষার্থীদের। আর তারপরেই শুরু পিঠেপুলি খাওয়া। বিভিন্ন শ্রেণির আলাদা আলাদা করে স্টল ছিল। তাতে কোথাও ছিল তেল পিঠে, কোথাও দুধ পিঠে, কোথাও পাটিসাপটা। তেল পিঠাই ছিল তিন রকমের। তারপরে ছিল মোয়া, ঘুগনি, ফুচকা, চাউমিন, পেয়ারা মাখা আরো কত কি! শুরু থেকেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষয়ত্রীরা স্বাদ নিল শিক্ষার্থীদের বানানো পিঠেপুলির। নবম শ্রেণির দেওয়া, দশম শ্রেণির ছাত্রীরা জানালো যা কিছু এনেছিলাম সব শেষ। গতবারের থেকে প্রায় দ্বিগুণ লাভ করেছি। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দেবাশিস মণ্ডল জানালেন, নতুনদের বরণ করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পিঠেপুলি উৎসবেরও আয়োজন করছি আমরা। সবাই খুব আনন্দে অংশ নিচ্ছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD

পরিশিষ্ট ৪ (সংযুক্তি-৩)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস: বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০১, ই-মেইল: Z184@indianbank.co.in

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর অধীন]

যেহেতু
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার **২৮.০৫.২০২৪ তারিখে** একটি **ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **ঋণগ্রহীতা (১) শ্রী আশীষ কুমার ভকত,** পিতা-প্রয়াত রঘুনাথ ভকত, গ্রাম - পোপাড়া উত্তরবাজার, সাগরদিঘি, পোস্ট - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৬ এবং গ্যারান্টার **(২) শ্রী সমীর স্বর্ণকার,** পিতা- প্রয়াত দীনানাথ স্বর্ণকার, গ্রাম - পোপাড়া, সাগরদিঘী, পোস্ট- সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন -৭৪২ ২২৬; গ্যারান্টার **(৩) শ্রীমতী রাজকুমারী ভকত,** পিতা- প্রয়াত রঘুনাথ ভকত, গ্রাম - পোপাড়া উত্তরবাজার, সাগরদিঘি, পোস্ট - সাগরদিঘি, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ২২৬ আমাদের সাগরদিঘী শাখার সঙ্গে, -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **২১,৭১,৯৪৯.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শো উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র)পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **২২ জানুয়ারী, ২০২৫** তারিখে ।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **২১,৭১,৯৪৯.০০ টাকা** (একুশ লক্ষ একাত্তর হাজার নয়শো উনপঞ্চাশ টাকা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** এর চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার এলাকার পরিমাপ ২.০০ ডেসিমেল, জমি এবং তার উপর ভবন সহ, **শ্রী আশীষ কুমার ভকতের নামে আছে** ২৭.০৮.২০১৫ তারিখের দলিল নং আই-৩১৩১/২০১৫ অনুসারে, মৌজা - পোপাড়া, থানা - সাগরদিঘি, জে.এল. নং ৮৮, খতিয়ান নং এলআর ১৬০৯, আরএস ৭০৮৩ দাগ নং আরএস এবং এলআর ২৮৯৮ এবং ২৮৯৯ এর অধীনে, জমির প্রকৃতি - বাড়ি ০১ ডেসিমেল এবং দোকান ০১ ডেসিমেল । **চর্তুদিক পরিবেষ্টিত-** (দাগ নং আরএস এবং এলআর ২৮৯৮)- উত্তর - স্বপন ভকতের সম্পত্তি, দক্ষিণ - পরেশ ভকতের সম্পত্তি, পূর্ব - রঘুনাথ ভকত, পশ্চিম -১০ ফুট রোড দ্বারা। **চর্তুদিক পরিবেষ্টিত-** (দাগ নং আরএস এবং এলআর ২৮৯৯)- উত্তর- স্বপন ভকতের সম্পত্তি, দক্ষিণ- পরেশ ভকতের সম্পত্তি, পূর্ব - রঘুনাথ ভকত, পশ্চিম - জয়ন্তী ভকত দ্বারা।

তারিখ: ২২.০১.২০২৫/ স্থান: সাগরদিঘী **অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

হাওড়ার ডিআরএমের কাছে বেচারাম মান্না, দুই সাংসদ, বিধায়কের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: মঙ্গলবার হাওড়া ডিআরএম অফিসে প্রায় ১০০০০ তৃণমূল কংগ্রেসের সিঙ্গুর ব্লক, হরিপাল ব্লক ও চন্ডীতলা ব্লকের কর্মী সমর্থকদের নিয়ে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের জনাই রোড স্টেশন সংলগ্ন রেলগেট, পাঁচঘড়া প্রমোদাসুন্দরী বিদ্যালয় সংলগ্ন রেলগেট, পাঁচঘড়া কালিতলা রেলগেট, বেগমপুরে রেলগেট, খরসরাই রেলগেট, বারুইপাড়া রেলগেট, শ্যামপুর গ্রামে, মির্জাপুর বাঁকিপুর স্টেশন রেলগেট,বলরামবাটি রেলগেট কামারকুন্ডু মান্নাপাড়া রেলগেট, খাগড়াগাছি গ্রামে, মধুসূদন স্টেশন রেলগেট, নাচিনডাঙা রেলগেট এবং হাওড়া তারকেশ্বর লাইনে সিঙ্গুর স্টেশন সংলগ্ন স্থানে, এসপি অফিসের সামনে দলুইগাছায়, নালিকুল স্টেশন বাজার, দক্ষিণ হড়া গ্রামে, হরিপাল থানা সামনে ফ্লাইওভার অথবা সাবওয়ে নির্মাণের দাবিতে, সিঙ্গুর আন্দোলন লোকাল পুনরায় চালুর দাবিতে হাওড়া বিষ্ণুপুর লাইনের ভাবাদিঘির সমস্যা মিটিয়ে দ্রুত ট্রেন চলাচলের দাবিতে হাওড়া ডিআরএমকে ডেপুটেশন দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ মিতালি বাগ, সাংসদ প্রসূন ব্যানার্জি, বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না, বিধায়ক স্বাথী খন্দকার, হুগলি জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধাড়া সহ বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ।

এই প্রসঙ্গে মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, এটা হাওড়া বর্ধমান কর্ড লাইন তারকেশ্বর লাইন এর মধ্যে জনাই বারুইপাড়া ডানকুনি মির্জাপুর বাঁকিপুর ছাড়াও তারকেশ্বর লাইনে সিঙ্গুর হরিপাল সহ বেশ কিছু এলাকা ডানকুনিতেও সমস্যা সাবওয়ের। এইরকম আঠারোটি সাবওয়ে জরুরি ভাবে করার দরকার সাধারণ মানুষের কথা ভেবে রেললাইন ব্যারিকেট করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষ রেললাইন পার হতে পারছেন না শুধু তাই না বন্দেভারত এক্সপ্রেস চালু হয়েছে রেললাইন পার করা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খুব সমস্যা সেজন্য অবিলম্বে করতে হবে সাবওয়ে। কৃষক রেললাইন পার করে চাষ করতে যেতে পারছেনা ছাত্রছাত্রীরা ভয়তে স্কুল যেতে পারছে না এই সব এলাকার সাধারণ মানুষের জন্য অবিলম্বে ১ টি সাবওয়ে নির্মাণ করতে হবে সেই নিয়ে ডেপুটেশন দেওয়া হল ডিআরএমের কাছে। তিনি বলেছেন চেষ্টা করা হচ্ছে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হবে। ভাবাদিঘি রেলপথ অবিলম্বে চালু করতে হবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যতদিন না হবে, আন্দোলন চলবে।

বেসরকারি কারখানায় দুর্ঘটনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বুধবার ভোর ৫টা নাগাদ জামুড়িয়ার শিল্পাঞ্চলে একটি বেসরকারি আয়রন কারখানায় একটি ভারী লোহার আঘাতে এক শ্রমিক গুরুতর আহত হয়। আহত শ্রমিকের নাম সোনু সিং। এই শ্রমিক কারখানায় কর্মরত অবস্থায় একটা ভারী লোহার আঘাতে গুরুতর জখম হন। গুরুতর আহত শ্রমিককে দ্রুত চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে, কিন্তু তাঁর অবস্থা খুব খারাপ হওয়ায় তাঁকে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করতে হয় বলে জানা গিয়েছে। দুর্গাপুরের হাসপাতালে আহত শ্রমিক চিকিৎসাধীন বলে সূত্র মারফত জানা যায়। তাঁর অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন বলে জানা গিয়েছে। আহত শ্রমিক সোনু সিং গিরমিট কোলিয়ারি এলাকার বাসিন্দা। এই দুর্ঘটনা ঠিক কী ভাবে ঘটল তার সঠিক কারণ স্পষ্ট নয়। এই বিষয়ে কারখানার আধিকারিক আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা পানাগড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বুধবার সকাল থেকে ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় গোটা পানাগড়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি এদিন ভোর থেকেই ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। বেলা যত বাড়তে থাকে কুয়াশার দাপট ততই বাড়তে থাকে। এদিন সকাল ১০টা ঘন কুয়াশা দেখা যায়। সকাল ১০টার পরে রোদের দেখা মেলে।কুয়াশার জেরে জাতীয় সড়কে ধীর গতিতেই চলতে থাকে সমস্ত যানবাহন।তবে জাতীয় সড়কে সমস্ত গাড়িকে লাইট জালিয়েই চলাচল করতে দেখা যায়। পাশাপাশি জাতীয় সড়কে কুয়াশার জেরে দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দেয় এদিন। অন্যদিকে ঘন কুয়াশার জেরে পানাগড় থেকে অধিকাংশ ট্রেন দেরিতে চলতে থাকে বলে রেল সূত্রে খবর।

এদিন ধানবাদ হাওড়া কোলফিল্ড এক্সপ্রেস সময়ের থেকে প্রায় ৪০মিনিট দেরিতে আসে। দেওঘর হাওড়া মৌরাক্ষী এক্সপ্রেস প্রায় ১ঘণ্টা দেরিতে পানাগড় স্টেশনে আসে। এছাড়াও হাওড়া থেকে ধানবাদ ব্লাক ডায়মন্ড এক্সপ্রেস প্রতিদিন নির্ধারিত সময়ে পানাগড়ে আসার কথা থাকলেও এদিন সময়ের থেকে ১ঘণ্টা দেরিতে পানাগড় স্টেশনে এসে পৌঁছায়। এছাড়াও মুম্বই হাওড়া সহ দূরপাল্লার একাধিক ট্রেন এদিন দেরিতেই পানাগড় হয়ে হাওড়া ও দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। এমনটাই রেল সূত্রে খবর।

শাঁকালুর বাজার দরে অখুশি চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় স্টেশন সংলগ্ন বাজারে শাঁকালুর বাজার দরে খুশি নন চাষিরা। সমুদ্রগড়ের স্টেশন সংলগ্ন এই শাঁকালুর বাজারে নদিয়ার মহিশুরা,গদখালি,বাহির চড়া, ঘোলাপাড়া, মাঝেরচড়া, বর্ধমানের ডাঙাপাড়া, মাঠের পাড়া ইত্যাদি জায়গা থেকে বিক্রি করার জন্য চাষিরা শাঁকালু নিয়ে আসেন। সমুদ্রগড়ের এই বাজার থেকে শাকালু রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যেমন হাওড়া, শিয়ালদা, পাঁশকুড়া, শেওড়াফুলি, আসানসোল, দুর্গাপুর, লক্ষীকান্তপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। তবে এ বছর চাষিরা একদমই ভালো দাম পাচ্ছেন না বলে দাবি। তাঁরা জানান, পৌষ মাসের দিকে শাঁকালুর বাজার দর কিছুটা ভালো থাকলেও বর্তমানে বাজার দর একদমই কম। এই বছর ফলন অনেকটাই কম হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে যেখানে বিঘা প্রতি ৮০ বস্তা ফলন হত। এই বছর সেখানে মাত্র চল্লিশ বস্তা ফলন হয়েছে। ফলন কম, তার ওপরে বাজারদর একেবারেই নেই। স্বাভাবিকভাবেই হতাশ চাষিরা। সামনেই সরস্বতী পুজো। আর এই পুজো উপলক্ষে বাজারে শাঁকালুর চাহিদা একটু হলেও বাড়বে, তাই এখন থেকেই পুজোয় ভালো দাম পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন শাঁকালু চাষিরা।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা Bank of Baroda

এ এম রোড, ভবানীপুর শাখা
১০৯/ডি আশুতোষ মুখার্জি রোড,
কলকাতা - ৭০০০২৫
ইমেল : dbbhow@bankofbaroda.com

DEMAND NOTICE

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা জামিনদত্ত ঋণদাতা কর্তৃক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি :

ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	নোটিশের তারিখ/ এনপিএ তারিখ	চুক্তি নিরাপত্তা সহ জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত	সুবিধার প্রকৃতি/সীমা/সুদের হার/বকেয়া পরিমাণ
ঋণগ্রহীতা : ১. শ্রী দেবাশিস ভট্টাচার্য ২. শ্রীমতি মানসী ভট্টাচার্য ৩২১, গাঙ্গুলি বাগান স্কিম , ২য়তল, পো : নাকতলা, থানা যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৪৭। জামিনদাতা : শ্রী অশোক ব্যানার্জি রুক্মিনী ভবন, ৩, বসু নগর, মধ্যমগ্রাম, কলকাতা ৭০০১২৯।	**নোটিশের তারিখ ১৮.০১.২০২৫ এনপিএ তারিখ : ৩১.০১.২০১৮**	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট ২য়তলে, দক্ষিণ মুখী, প্রেমিসেস নং ৩২১, গাঙ্গুলি বাগান, জি এস স্কিম, থানা : যাদবপুর, কলকাতা ৭০০০৪৭, পরিমাণ আনুমানিক ৯০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) জি-৩ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৩ কাঠা ১০ ছটাক অবস্থিত মৌজা : নাকতলা, জেএল নং ৩২, এলওপি নং ৩২১, সিএস প্লট নং ২৯৩, (অংশ), কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০০, বরো ১০, সাব রেজিস্ট্রার অফিস আলিপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা অধিক্ষেত্রে। **প্রেমিসেসের চৌহদ্দি : উত্তরে :** স্কিম রোড, **দক্ষিণে :** স্কিম সীমা, **পূর্বে :** এইচ এস প্লট নং ৩২২, **পশ্চিমে :** এইচ এস প্লট নং ৩২০।	**টার্ম লোন এ/সি নং ০০৮১৫১০০০০৫০ (পুরনো) ৭২১৫০৬০০০০০০২৩ (নতুন) সীমা : ৮.০৮ লাখ টাকা বকেয়া পরিমাণ ১০,১০,৬৮৯.০০ টাকা** (দশ লাখ দশ হাজার ছশো উননব্বই টাকা) অধার্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ

আমাদের ব্যাঙ্কের শাখা থেকে উল্লিখিত ঋণসুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও সুদ সহ আপনার ঋণখেলাপী করেছেন। ব্যাঙ্ক উক্ত আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ পরিশোধের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে। রেজিস্টার্ড ডাকে ঋণগ্রহীতার ঠিকানায় প্রেরণ সত্ত্বেও তা অবন্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে। এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সুদ সহ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এই নোটিশ কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই বকেয়া উশুলের জন্য আইনি ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যাঙ্ক ব্রতী হবে।

তারিখ : ২৩.০১.২০২৫
স্থান : ভবানীপুর, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ব্যান্ডেলের এক স্কুলের মাঠে প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবদন, হুগলি: হুগলির ব্যান্ডেলের বিক্রমনগর হরনাথ নীরদা সুন্দরী ঘোষ উচ্চ বিদ্যালয়ে উদ্ধার দু'টি বিষ্ণুমূর্তি।

গত ১৭ জানুয়ারি স্কুলের ভিতর সাইকেল স্ট্যান্ড বানানোর জন্য মাটি খোঁড়া হয়। সেই মাটি স্কুলের মাঠের কোণে জড়ো করা ছিল। সেখানে ক্লাস নাইনের দুই ছাত্রী জ্যোতি মণ্ডল ও মোহিনী সরকার খেলার সময় মূর্তি দেখ তে পায়। স্কুলের ভূগোলের শিক্ষিকা সঙ্ঘমিত্রা পালিত ও ইংরেজি শিক্ষিকা বরুণা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে মূর্তিটি নিয়ে গেলে তাঁরা বুঝতে পারেন এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সৈকত দাস বলেন, 'এটি একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন। আমাদের স্কুল থেকে উদ্ধার হয়েছে।'

স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষক বিশ্বরূপ দে পুরাতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করেন। তিনি গুগল ঘেঁটে যা তথ্য পান, তাতে দেখা যায় এই মূর্তি গুপ্তযুগের হতে পারে। তাঁর কথা মতো পুরাতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। মূর্তির ছবিও পাঠানো হয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগও জানিয়েছে, ওই মূর্তির ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। খুব গোপনীয়তার সঙ্গে একে রক্ষা করতে হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মূর্তিটি আপাতত সেফ ভল্টে রাখা হয়েছে।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের কলকাতা দপ্তর থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট আর্কিওলজিস্ট (কলকাতা সার্কেল) ডঃ সঞ্জয় পন্ডা ও টেকনিসিয়ান প্রদীপ কর হরনাথ স্কুলে যান। তাঁরা মূর্তিটি খ ুঁটিয়ে পরীক্ষা করেন। যে জায়গা থেকে মূর্তি উদ্ধার হয়েছে সেই জায়গা ঘুরে দেখেন তাঁরা। আর্কিওলজিস্ট জানিয়েছেন, এটি প্রায় একহাজার বছর আগের মূর্তি হতে পারে। দাঁড়িয়ে থাকা একটি বিষ্ণুর মূর্তি এটি। চুঁচুড়া এলাকায় গঙ্গার গতিপথ এই এলাকার খুব কাছ দিয়ে ছিল বলে জানা যায়। তাঁরা আরও জানান, এরকম অনেক মূর্তি দুই ২৪ পরগনায় বিভিন্ন সময় পাওয়া গিয়েছে। সেগুলির সঙ্গে এই মূর্তি মিলিয়ে দেখা হবে, গবেষণা করা হবে। তারপর মূর্তির সময়কাল জানা যাবে। বেলে পাথরের বিষ্ণুমূর্তি বহুমূল্যের বলে জানিয়েছেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার আধিকারিক।

রামমন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বালুরঘাটে বিভিন্ন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: অযোধ্যায় রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বালুরঘাটে লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। এদিন রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বালুরঘাটে ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, রাম সাজো প্রতিযোগিতা এবং আত্রেয়ী নদীর সদর ঘাটে রাম পূজন, যজ্ঞ অনুষ্ঠান এবং সন্ধ্যায় লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে বিজেপি। মূলত, বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে এ সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ চমক হিসেবে থাকছে লক্ষ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন। বেনারস থেকে আগত পুরোহিতরা আত্রেয়ী নদীর তীরে সন্ধ্যা আরতি করবেন বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড়
ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ার ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**মেসার্স এস কে জুয়েলার্স, স্বত্বাধিকারী : শেখ হাসান আলি,** পিতা জিবাস আলি শেখ, গ্রাম : মির্জাপুর, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪১০। **শেখ হাসান আলি,** স্বত্বাধিকারী -মেসার্স এস কে জুয়েলার্স, পিতা জিবাস আলি শেখ, গ্রাম : মির্জাপুর, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪১০। এবং **শ্রীমতি ফরিদা বিবি,** স্বামী শেখ হাসান আলি, গ্রাম : মির্জাপুর, পো এবং থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪১০। **সিঙ্গুর শাখা**	১২.১১.২০২৪ এবং ২০.০১.২০২৫	**২০,৭৭,১০৮ টাকা** (কুড়ি লাখ সাতাত্তর হাজার একশ আট টাকা) **১২.১১.২০২৪** অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ **১৩.১১.২০২৪** থেকে সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ, চার্জ এবং ব্যয় বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি পরিমাণ ১৬.৫০ শতক কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ২৬৭৯, এলআর দাগ নং ২৩৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৭৮২৯, মৌজা মির্জাপুর, জেএল নং ৩৬, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, বালিগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত -এডিএসআর তারকেশ্বর উল্লেখ্য দলিল নং ২৮৩৭-২০১৬ সালের, তারিখ ২২.১১.২০১৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৮-২০১৬, পৃষ্ঠা ৫১৩৭৯ থেকে ৫১৩৯১, শেখ হাসান আলি এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মানিক সামন্তর সম্পত্তি, দক্ষিণে : মানিক সামন্তর সম্পত্তি, পূর্বে : বিশ্বনাথ বল এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : আজেত আলির সম্পত্তি। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমির পরিমাণ ১১.৫০ শতক কমবেশি অবস্থিত আরএস দাগ নং ২৬৭৯, এলআর দাগ নং ২৩৯৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৬৫, মৌজা মির্জাপুর, জেএল নং ৩৬, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, বালিগড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর তারকেশ্বর উল্লেখ্য দলিল নং ৮০৯-২০১৩ সালের তারিখ ১০.০৪.২০১৩, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩, পৃষ্ঠা ১৪৯৫ থেকে ১৫০৩, শেখ হাসান আলি এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : মানিক সামন্তর সম্পত্তি, দক্ষিণে : মানিক সামন্তর সম্পত্তি , পূর্বে : শেখ জিবাস আলির সম্পত্তি, পশ্চিমে : আজেত আলির সম্পত্তি।

তারিখ- ২০.০১.২০২৫, স্থান- সিঙ্গুর
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

নদিয়া নোয়াপাড়া শাখা
মনমোহিনি রোড
গ্রাম এবং পোস্ট - নোয়াপাড়া
জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [দ্রষ্টব্য রেগুলেশন রুল ৮(৬)]
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **কার্যকরী (প্রতীকী) দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০৭.০৩.২০২৫ তারিখে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নদিয়া নোয়াপাড়া শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ২৩,১৬,১৭৫.০০ টাকা (তেইশ লাখ ষোলো হাজার একশ পঁচাত্তর টাকা)** (বিবি + এমওআই = ২০,৪১,২১৪.৭২ টাকা + ২,৭৪,৯৬০.২৮ টাকা) **২১.০১.২০২৫ অনুযায়ী** আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা (১) ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা - শ্রী অশোক তরফদার,** পিতা নিতাই তরফদার, ঠিকানা গ্রাম - নতুনপাড়া বিদ্যানন্দপুর, পোস্ট নোয়াপাড়া, থানা - রানাঘা , জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৫৫ **(২) জামিনদাতা - শ্রী প্রদ্যুত বিশ্বাস** পিতা শ্রী অজিত বিশ্বাস ঠিকানা গ্রাম - সাহেনডাঙ্গা, পোস্ট নোয়াপাড়া, থানা - রানাঘাট, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৫৫ **(৩) জামিনদাতা - শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস** পিতা শ্রী গদাই বিশ্বাস ঠিকানা গ্রাম - ঝাউলমহল, পোস্ট - তারাপুর, থানা - রানাঘাট, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২৫৫-এর কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১	ক) **ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : শ্রী অশোক তরফদার** পিতা নিতাই তরফদার, সাকিন : গ্রাম : নতুনপাড়া বিদ্যানন্দপুর, পো নোয়াপাড়া, থানা : রানাঘাট, জেলা নদিয়া, পিন : ৭৪১২৫৫। **জামিনদাতা : শ্রী প্রদ্যুৎ বিশ্বাস** পিতা শ্রী অজিত বিশ্বাস, সাকিন : গ্রাম : সাহেনডাঙ্গা, পো : নোয়াপাড়া, থানা : রানাঘাট, জেলা নদিয়া, পিন: ৭৪১২৫৫। **জামিনদাতা : শ্রী দেবাশিস বিশ্বাস,** পিতা শ্রী গদাই বিশ্বাস, সাকিন : গ্রাম : ঝাউলমহল, পো : তারাপুর, থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া, পিন : ৭৪১২৫৫। খ) **নদিয়া নোয়াপাড়া শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন মৌজা : সুন্দরপুর চক, জেএল নং ১৮৭, খতিয়ান নং এলআর৫০১(২), হাল এলআর খতিয়ান নং ২৩৯৬, এলআর এবং আরএস দাগ নং ৬৯২/২৪৫৬, জমির এরিয়া ৬ ডেসিমেল, জমির শ্রেণি : বাড়ি, নোয়াপাড়া মাসুন্দা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, নতুনপাড়া বাস স্টপের নিকট, পো : নওপাড়া, থানা : রানাঘাট, জেলা : নদিয়া,পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭৪১২৫৫, উল্লেখ্য স্বত্ব/দান দলিল নং ১/২৩৫১ তারিখ ১৯.০৪.২০১৭, এডিএসআরও - রানাঘাট-১, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তি শ্রী অশোক তফাদার এর নামে। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : খেলার মাঠ, পূর্বে : দুলাল তফাদারের সম্পত্তি, পশ্চিমে : বনমালী চৌধুরীর সম্পত্তি।	**২৩,১৬,১৭৫.০০ টাকা (তেইশ লাখ ষোলো হাজার একশ পঁচাত্তর টাকা)** (বিবি + এমওআই = ২০,৪১,২১৪.৭২ টাকা + ২,৭৪,৯৬০.২৮ টাকা) **২১.০১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) **২০.৫০ লাখ টাকা (*) (কুড়ি লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা)** খ) **২.০৫ লাখ টাকা (দুই লাখ পাঁচ হাজার টাকা)** গ) **১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা)** ঘ) **IDIB12306095342** ঙ) **ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয়** চ) **কার্যকরী (প্রতীকী) দখলীকৃত**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হবে বিক্রয় মূল্য

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.০৩.২০২৫, সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০ ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** এবং হেল্প লাইন নম্বর পাওয়া যাবে সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের জন্য পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **(https://baanknet.com)** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের (https://baanknet.com)-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ২১.০১.২০২৫
স্থান : নদিয়া নোয়াপাড়া
অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভাড়া চাওয়ায় টোটো চালককে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদায় আবারও খুন। ভাড়া নিয়ে গন্ডগোলের জেরে পুলিশ ফাঁড়ির অদূরেই টোটো চালককে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ কয়েকজন মদ্যপদের বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার ইংরেজবাজার থানার বেলবাড়ি ঘাট এলাকায়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় তদন্তে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। যদি এখনও পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত টোটো চালকের নাম কাজল ঘোষ (৫২)। তাঁর বাড়ি রামকেলির

বারোদুয়ারি এলাকায়। এদিন রাতে বেলবাড়ি ঘাট শ্মশানে কাজল ঘোষ তার টোটো করে যাত্রী ভাড়া নিয়ে যায়। অভিযোগ যাত্রী নামানোর পর টোটো ভাড়া চাওয়ায় হল তার কাল। ভাড়া দিতে অস্বীকার করা নিয়ে গন্ডগোল বাঁধে মদ্যপ অবস্থায় থাকা টোটো যাত্রী শ্যামল মণ্ডল ও বিমল মণ্ডলের সঙ্গে। অভিযোগ, ঠিক সেই সময় তারা দু'জন ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপ মারে ওই টোটো চালককে। এরপর রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে পথেই মৃত্যু হয় কাজল ঘোষের। এই ঘটনায় শ্যামল মণ্ডল, বিমল মণ্ডল সহ বেশ কয়েকজনের নামে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। মৃতের এক ভাই উজ্জ্বল ঘোষ জানিয়েছেন, এলাকারই একটি শ্মশানে জোর করে অভিযুক্তরা আমার দাদাকে টোটো চালিয়ে নিয়ে যেতে বলে। মদ্যপ ছিল ওরা সেইজন্য আমার দাদা টোটো নিয়ে যেতে চাইছিল না। কিন্তু অভিযুক্ত দুইজন কলার ধরে জোর করিয়ে দাদাকে নিয়ে যায়। বারোদুয়ারি থেকে বেলবাড়ি শ্মশান ঘাটের দূরত্ব অনেকটাই। দুইজনের ভাড়া ১০০ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু সেই টাকা দিতে ওরা অস্বীকার করে। ভাড়া চাওয়ার জন্য দাদাকে ওরা অতর্কিতে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করে। এই ঘটনায় ইংরেজবাজার থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা। তাদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি ইংরেজবাজার শহরের মহানন্দপল্লি এলাকায় তৃণমূল কাউন্সিলর বাবলা সরকার খুন হয়েছিলেন। তারপর মালদার কালিয়াচকে আরও এক তৃণমূল কর্মী খুন হয়। এরপর এদিন রাতে ইংরেজবাজারের আবারো এই টোটো চালকের খুনের ঘটনায় জেলার আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি বন্ধ করতে জাতীয় সড়কে নাকা চেকিং পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: রাজ্যের আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রাজ্য সরকার ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে। তাই ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড সীমানায় রাজ্য সরকারের নির্দেশে পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো ঝাড়গ্রাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানা এলাকার যুগীহিডা, ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া রঘুনাথপুর নাকা পয়েন্ট ও ফেঁকো এলাকার ৬ নং জাতীয় সড়কে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের পক্ষ থেকে আলু পাচার রুখতে কড়া নাকা চেকিং চলছিল। এদিন বেলিয়াবেড়া থানার ওসি সুদীপ পালোধীর নেতৃত্বে বেলিয়াবেড়া থানার বিশাল পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে ফেঁকো এলাকার ৬ নং জাতীয় সড়কের উপর একাধিক মালবাহী গাড়িকে আটকে চেকিং শুরু করে। পাশাপাশি যাত্রীবাহী ও ছোট ছোট গাড়ি আটকেও চেকিং করা হয় যাতে শীতের মরশুমে

জঙ্গলমহলে আশা পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষজন। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) সৈয়দ মহম্মদ মামদুল্লাহ হাসান বলেন, ঝাড়গ্রাম জেলার ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের সীমান্ত লাগোয়া নাকা পয়েন্ট ছাড়াও ঝাড়গ্রাম জেলায় মোট ১৬ টি জায়গায় নাকা পয়েন্ট করে মাল বোঝাই গাড়িগুলিকে চেকিং করা হচ্ছে ভিন রাজ্যে আলু পাচার বন্ধ করতে। ঝাড়গ্রাম জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে আলু বোঝাই গাড়ি নিয়ে যেতে হলে পুলিশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। কড়া নাকা চেকিং এর মধ্য দিয়েই ভিন রাজ্যে আলু রপ্তানি বন্ধ করতে আলু বোঝাই গাড়ি থেকে ঝাড়গ্রাম জেলায় ঢোকানো হলেও আলু নামানো হবে তার ভিডিওগ্রাফি করা হচ্ছে।

দুয়ারে নয়, স্কুলেই বসল ব্যাংক, খুশি পুরশুড়া উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরশুড়া: দুয়ারে নয়, স্কুলে ব্যাংক। বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে স্কুল কলেজে ভর্তি হলেই ছাত্র-ছাত্রীদের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটি হল 'ব্যাংক অ্যাকাউন্ট'। সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প স্কলারশিপের টাকা সরাসরি ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাংকের খাতাতে জমা করার জন্য ছাত্র বা ছাত্রীর নিজস্ব নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা দরকার। এই জন্যই স্কুলেই বসল ব্যাংক। আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বসানো হল ব্যাংক। এদিন পুরশুড়া হাইস্কুলে স্পেশ্যাল ড্রাইভ হিসাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। বিভিন্ন ক্লাসের ৩৫ জন ছাত্রের অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার পুরশুড়া ব্রাঞ্চের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি হয়। জানা গেছে, পুরো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয় জিরো ব্যালেন্সে। কারণ, ন্যূনতম টাকা রাশি রাখার কোনও নিয়ম থাকে না। ছাত্রছাত্রীরা চাইলে

একেবারে সমস্ত টাকা তুলে নিতে পারে বলে জানা যায়। উদ্দেশ্য শিক্ষাশ্রী, ঐক্যশ্রী ও ওয়েসিস বা প্রিম্যাট্রিক স্কলারশিপ কিংবা বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত স্কলারশিপ যাতে অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে। সেজন্যই আগাম এই অ্যাকাউন্টগুলো খোলানো হয়। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে ব্যাংকে গিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা সমস্যার। এজন্য স্কুলে ছাত্র ছাত্রীরা যাতে নির্ভয়ে অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে তার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে অতি অল্প বয়স থেকে ছাত্রদের মধ্যে যাতে সঞ্চয় করার মানসিকতা গড়ে ওঠে এবং মিতব্যয়ী হয় সেই প্রচেষ্টার জন্যেও এই অ্যাকাউন্টগুলো খোলা হয়।

পুরশুড়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌমাজিৎ মাইতি বলেন, ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। তাই স্কুলেই ব্যাংক বসানো হয়।

নবদ্বীপে ১৪ বছরের নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে ৪৫ বছর বয়সি বৃদ্ধের বিয়ে!

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: জোরপূর্বক এক নাবালিকাকে বিয়ে করার অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধ সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে। ঘটনায় নদিয়ার নবদ্বীপ থানার বল্লালঘাটি এলাকা থেকে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। ধৃত মহিলা কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার দিগনগর ব্রাহ্মণগরের বাসিন্দা মাধবী ঘোষ। তার বিরুদ্ধে পকসো ও চাইল্ড ম্যারেজ ধারায় মামলা রুজু করে কৃষ্ণনগর বিশেষ আদালতে পেশ করে পুলিশ। সূত্রের খ বর, গত ১৬ জানুয়ারি নবদ্বীপ থানার মায়াপুর ইল্লাকপুর এলাকায় এক ১৪ বছরের নাবালিকাকে জোরপূর্বক বিয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ধৃত মহিলা সহ মোট ৮ জনের বিরুদ্ধে। নাবালিকার দিদা মূল অভিযুক্ত, ধৃত মহিলা সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে নবদ্বীপ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। গত ১৬ তারিখ ইল্লাকপুর এলাকায় এক ৪৫ বছর বয়সি বৃদ্ধ বৃন্দাবন ঘোষ, দিগনগরের এক নাবালিকাকে বাড়িতে এনে তুলসি তলায় বিয়ে করে। এরপর সেই নাবালিকা মেয়েটির দিদি নবদ্বীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করলে নবদ্বীপ থানার পুলিশ নাবালিকা মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। নাবালিকা মেয়েটির দিদি জানায় গত ১৬ তারিখ নাবালিকা মেয়েটির ঠাকুমা এবং মাসি তার দিদা বাড়িতে নিয়ে যাবার নাম করে ওই বৃদ্ধ ব্যাক্তির সঙ্গে নাবালিকা মেয়েটিকে ছেলের বাড়ির তুলসিতলায় বিয়ে দেয়। এরপরই নাবালিকার দিদি খবর পেয়ে নবদ্বীপ থানায় অভিযোগ দায়ের করে বলে জানা গিয়েছে। বাকিদের খোঁজে ইতিমধ্যেই তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

জামালপুরে তিনটি সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: সমবায় নির্বাচনেও নিজেদের একাধিপত্য বজায় রেখে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস। অন্যান্য নির্বাচনের মতোই জামালপুর ব্লকে সমবায় নির্বাচনেও জয়ের ধারা অব্যাহত তৃণমূলের। একের পর এক সমবায় নির্বাচন হচ্ছে আর ততই দৈন্যদশা দেখা যাচ্ছে বিরোধীদের। পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে এর আগেও যতগুলি সমবায় নির্বাচন হয়েছে তাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস।

বুধবার জামালপুরের জোতশ্রীরাম অঞ্চলে শিয়ালি সমবায় সমিতির ৪৩ টি আসনে, গুড়েঘর মাধবপুর সমবায় সমিতির ৪০টি আসনে ও মহিষগড়িয়া সমবায়ের ৯টি আসনে নির্বাচন হয়। সেখানে দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া অন্য কোনো দল প্রার্থীই দিতে পারেনি। একেবারে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা জয় লাভ করে। নির্বাচনকে ঘিরে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল যথেষ্ট। কর্মীদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলি মণ্ডল, জেলা পরিষদের দুই সদস্যা শোভা দে ও কল্পনা সাঁতরা, অঞ্চল সভাপতি তপন দে, আলাউদ্দিন

শেখ, শেখ মনতাজ সহ অন্যান্যরা।

মেহেমুদ খান বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যে উন্নয়ন করছেন তাতে বিরোধীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাই সমবায় নির্বাচনে কোনও প্রার্থী দিতে পারে না। মানুষ নিজের চোখে রাজ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন দেখছেন তাই অন্য কোনও দলের ঠাঁই নাই। বিধায়ক বলেন, এর আগেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আসলে বিরোধীদের রাজনীতি করার আর কোনও জায়গাই নেই। ভূতনাথ মালিক বলেন সমবায় নির্বাচনের ফলই বলে দিচ্ছে আগামীতে তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও দলের অস্তিত্ব থাকবে না।

দিঘার জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পাশে লোকনাথ মন্দির তৈরির আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই লোকনাথ বাবার কোটি কোটি ভক্তদের দাবি দিঘার সমুদ্র সৈকতে লোকনাথ বাবার মন্দিরের জন্য জমি দিক রাজ্য সরকার। নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বাবার ভক্তদের মনবাসনা পূরণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কি পদক্ষেপ নেন সেইদিকেই তাকিয়ে সকলে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্তরিক উদ্যোগে ধর্মীয় পর্যটন স্থান হিসেবে ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছে চাকলা ও কচুয়া লোকনাথ বাবার মন্দির। চাকলা ও কচুয়ায় জন্য প্রায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকার মন্দির দুটির আধুনিকীকরণ, ভক্তদের সুবিধার্থে সবরকমের ব্যবস্থা করেছে। বেড়েছে ভক্তদের সমাগম। স্বাভাবিক ভাবেই স্থানীয় অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়েছে। এবার দিঘাতেও আন্তর্জাতিক মানের লোকনাথ বাবার মন্দির তৈরি কররার আবেদন

করলেন চাকলাধামের প্রধান উপদেষ্টা তথা বাবা লোকনাথের মহানাম প্রচারক নবকুমার দাস। তিনি বলেন, পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরে লোকনাথ বাবা আছেন। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে কোটি কোটি বাবার ভক্তদের অনুরোধ দিঘার জগন্নাথ দেবের মন্দিরের কাছে একটি বড় লোকনাথ বাবার মন্দির তৈরি করা হোক। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি আবেদন পাঠিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন। আমাদের সকল ভক্তদের অনুরোধ রাজ্য সরকার জমি দিলে আমরা দিঘায় একটি আন্তর্জাতিক মানের ব্যবস্থা সম্পন্ন বড় লোকনাথ বাবার মন্দির করব।

মিড ডে মিলে পুষ্টি জোগানোর জন্য মাশরুম চাষ ছাত্রদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: পর্ণাভ পাছাল, ঋতম রায়, দীপাঞ্জন হাজরা। বাড়ি হাওড়া ও হুগলি সীমান্তের জয়পুর থানার ঝিকিরায়। শুধু এই তিন জন নয়, ওদের মতো আরো প্রায় চল্লিশ জন কিশোর রোজ নিয়ম করে ভিজে খড় বোঝাই পলিথিনের দিকে গিয়েছে। অন্ধকার, স্যাঁতস্যাঁতে ঘরের দরজা খুলে দেখেছে কখন ফুল বের হয়। আসলে এ গুলি ফুল নয়, মাশরুম। আর মাশরুমের ফুল (ওদের ভাষায়) দেখা যাওয়ার পর আনন্দে ওরা প্রায় লাফিয়ে উঠেছে। সৃষ্টির আনন্দ। এবছর বন্যার জল ওদের ঘর ভাসিয়েছে। ভাসিয়েছে ধানের ক্ষেত, পানের বরোজ ও। এইটুকু বয়সেই ওরা বুঝেছে হঠাৎ আসা দুর্যোগের ফলে অনটন কাকে বলে। বন্যা পরবর্তী সময়ে ওরা কিছুদিন আগে পর্যন্ত শুনেছি মিড ডে মিল চালাতে শিক্ষকদের কসরত। পুষ্টিকর খাবার দেওয়াই চ্যালেঞ্জ। ঝিকিরা এলাকার ছাত্ররা বরাবর নিজেদের একটু অন্যরকম করে ভাবে এই কথা কান পাতলেই শোনা যায়। ছাত্র অসিত হাজরা, অরিত্র প্রামানিক, সুব্রত জানা জানায়, 'একদিন টিফিনের পর সকলে মিলে আড্ডা দেওয়ার সময় মাশরুমের কথা ওঠে। সেই থেকে কিভাবে এই চাষ করা যায় -তা ভাবা শুরু।' পরে বিষয়টি বায়োলজির শিক্ষিকা মোনালিসা পাখিরাকে বিষয়টি জানানো হয়। সেই খবর পৌঁছয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সুভাষ মনি পাল ও পরিচালন সমিতির সভাপতি সৌমিত্র রায়ের কানে। বলাই বাহুল্য দু জনেই কথাটা শুনে প্রথমে একটু ইতস্তত করলেও ছাত্রদের জেদের কাছে হার মানেন এবং স্কুলের অর্থে এই চাষে সম্মতি দেন। যা এখন হাওড়া জেলায় নজির তৈরি করেছে।

বারাসাত উড়ালপুলের কাজ হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: অবশেষে বারাসাত উড়ালপুলের কাজ হতে চলেছে। বুধবার সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী ২৫ জানুয়ারি থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ শুরু হবে বারাসতের উড়ালপুলের। আগামী আগামী ৪০ দিন পর্যন্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ করবেন পূর্ত দপ্তরের বারাসত ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়াররা। এই সময় কালের মধ্যে প্রতি সপ্তাহের শুক্রবার রাত ১০টা থেকে সোমবার ভোর ৩ টে পর্যন্ত সংস্কারের কাজ চলবে। মূলত উড়ালপুলের পিলারের বল বিয়ারিংয়ের কাজ হবে। কাজ চলাকালীন উড়ালপুলে সব ধরনের গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হবে। এদিন মধ্যমগ্রামের দোলতলা পুলিশ লাইনে বিভিন্ন থানার পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ সহ বাস, ট্রাক, অটো, টোটো ইউনিয়নের কর্মীদের নিয়ে সংস্কারের কাজ চলাকালীন বারাসত শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বৈঠক করলেন বারাসাত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শ নীলাঙ্গি। তবে সপ্তাহের অন্যান্য দিন কোনও ধরনের ভারী গাড়ি যাতায়াত করতে পারবে না। শুধুমাত্র যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

প্রায় দু'দশক বয়সি এই ফ্লাইওভারের একাধিকবার সংস্কারের কাজ হয়েছে। কিন্তু বছর দুই ধরে তেমন কোনও সংস্কার হয়নি। ফ্লাইওভারের নিচে প্রচুর হকার ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করেন। প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের যাতায়াত চলে। ফলে দুর্ঘটনা রুখতে বারাসতের ফ্লাইওভার সংস্কারের জরুরি হয়ে উঠেছিল। সংস্কারের কাজ চলাকালীন শহরে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত ব্যবস্থা করেছে বারাসাত পুলিশ জেলার কর্তারা।

জানা গেছে, টাকি রোড ধরে যে সমস্ত গাড়ি বারাসাত ফ্লাইওভার দিয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে, সেগুলোকে কাচকল মোড় সংলগ্ন দাদার মোড় থেকে ঘুরিয়ে দত্তপুকুর হয়ে জাতীয় সড়কে নিয়ে যাওয়া হবে। আর বনগাঁর দিক থেকে যে সমস্ত গাড়ি বারাসাতের উড়ালপুল হয়ে ১২ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে, সেগুলো অশোকনগরের বিল্ডিং মোড়ের ডানদিকে ঘুড়িয়ে দেওয়া হবে। বারাসাত শহরে না ঢুকিয়ে পণ্যবাহী ট্রাকগুলো কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে বলেই বারাসাত ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। এছাড়া বারাসাত তিতুমীর বাস স্ট্যান্ড থেকে যে বাসগুলো ব্যারাকপুরে যায়, সেগুলোর জন্য বারাসাত ব্যারাকপুর রোডের সত্যভারতী স্কুলের সামনে অস্থায়ী স্ট্যান্ড করা হয়েছে। আর জাগুলিয়ার দিকের বাসের অস্থায়ী স্ট্যান্ড করা হয়েছে ময়নায়। কলোনি মোড় থেকে চাঁপাডালি মোড়ের অটো এবং টোটো যাতায়াত করবে ১১ নম্বর রেলগেট সংলগ্ন সন্ধ্যানী ক্লাবের সামনে রাস্তা ধরে। আগামী ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এরপর হবে উচ্চমাধ্যমিক। এই দুই পরীক্ষা যে শনিবারগুলিতে পড়েছে, সেই দিনে পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই ফ্লাইওভারের কাজ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত তৃণমূল নেতা বাবা ও ছেলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ছেলেকে নিয়ে ডাক্তার দেখাতে যাওয়ার পথে রঘুনাথপুর-চেলিয়ামা রাস্তায় রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বনডাঙা গ্রামের কাছে এক অজ্ঞাতপরিচয় গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হল তৃণমূলের অঞ্চল সহ সভাপতি ও তাঁর ছেলে।

বুধবার সকালে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বাটমানমি গ্রামের বাসিন্দা তথা বড়রা অঞ্চল তৃণমূলের সহ সভাপতি রতন চক্রবর্তী ও তাঁর ছেলে রণীক চক্রবর্তীকে ডাক্তার দেখানোর জন্য বাড়ি থেকে মোটর বাইক নিয়ে রঘুনাথপুরের দিকে যখন আসছিল তখন ওই সময় রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত বনডাঙা গ্রামের কাছে একটি অজ্ঞাতপরিচয় চারচাকার গাড়ি দ্রুতগতিতে চেলিয়ামার দিকে আসার পথে তাঁদের মোটর বাইকটিকে ধাক্কা মারলে তাঁরা দু'জনেই রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন। রতনবাবুর পা ভেঙে যায়। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর আঘাত লাগে। তাঁর ছেলেরও আঘাত লাগে। দু'জনকেই উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করেন রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের ডাক্তারেরা।

দলের লড়াকু নেতার পথ দুর্ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ববৃন্দ ও গ্রামের বাসিন্দারা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা। রঘুনাথপুর থানার পুলিশ ঘাতক গাড়িটির সন্ধানে বিভিন্ন সূত্র ধরে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে।

ঠাকুমাকে দাহ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু নাতির

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: ঠাকুমাকে দাহ করতে গিয়ে পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল নাতির। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর পুল মাথায়। মৃত যুবকের নাম শুভঙ্কর রানা।

জানা গিয়েছে, জামালপুরের ছুতোর পাড়া এলাকার বাসিন্দা শুভঙ্কর রানার (২৮) ঠাকুমার মৃত্যু হয়। ঠাকুমাকে জামালপুর শ্মশানে দাহ করে বাড়ি ফিরে আসে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নেওয়ার জন্য। তারপর সাইকেল চালিয়ে আবার শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু জামালপুর পুল মাথা এলাকায় একটি বাস তাঁকে ধাক্কা মারলে তিনি রাস্তার ওপর পড়ে যায়। রাস্তায় পরে তাঁর মাথায় ও মুখে গুরুতর আঘাত লাগে। তৎক্ষণাৎ তাকে উদ্ধার করে জামালপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। একই দিনে ঠাকুমা ও নাতির মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। ঘটনার পর জামালপুর হাসপাতাল থেকে দেহ নিয়ে যায় জামালপুর থানার পুলিশ। এই খবর জানার পরই জামালপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছন এবং পরিবারের পাশে থাকার অস্বাস দেন। উপপ্রধান শাহাবুদ্দিন মণ্ডল জানিয়েছেন, পরিবারকে সমস্তরকম সাহায্য তিনি করবেন। জানা গিয়েছে, শুভঙ্কর রানা একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সংগঠনের সমস্ত সোশ্যাল ওয়ার্কাররাও তাঁর পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ান।

মুখ্যমন্ত্রীর লোক হলেই তবেই দলে টিকে থাকতে পারবেন : পূর্ণেন্দু বসু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আপনি যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোক হন তাহলে এই দলের টিকে থাকতে পারবেন, কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা পূর্ণেন্দু বসুর। পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির, এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার এটা তৃণমূলের পিসি ভাইপোর চেয়ারের লড়াই। বুধবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের কিষান খেতমজুরের জেলা সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কিষান খেতমজুরের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্য সরকারের কারিগরী শিক্ষা দপ্তরে চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু বসু। সেখানে বক্তব্য রাখতে তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বয়সে এসেও কঠোর পরিশ্রম করছেন। তাই তিনি চাইছেন এই দলটাকে আবার নিজের হাতে নিয়ে আগামী ২৬ এর নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি করবেন। একই সঙ্গে তৃণমূলের নেতাকর্মীদের তিনি বার্তা দেন আমি এর লোক ও তার লোক এই কথাগুলি ভুলে যান। এই দলে কেউ কারও লোক না। আপনি এই দলের টিকে থাকতে পারবেন যদি আপনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোক হন। অন্যদিকে, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, এটা তৃণমূলের পিসি ভাইপোর চেয়ারের লড়াই।

অসহায়ের পাশে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: নিজের সংসারে অভাব থাকলেও পঞ্জাব শেখ দান করা থেকে পিছু হটেননি। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত উদ্যোগে এলাকার গরিব, দুঃস্থ মানুষদের বিভিন্ন সময় নানা সামগ্রী দান করে থাকেন। পঞ্জাব শেখ এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমিও একজন খুবই গরিব পরিবারের ছেলে। চায়ের দোকান চালিয়েই আমার সংসার চলে। আমি যদি এখান থেকে রোজগার করে আমার সংসার চালাতে পারি এবং এখান থেকে কিছু পয়সা বাঁচিয়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি তা হলে সেটাই আমার কাছে খুব বড় একটা পাওনা।'

কোনও গরিব মানুষ যদি পঞ্জাবদার দোকানে চা খেতে আসেন, তা হলে তিনি বিনামূল্যে তাঁকে চা খাওয়ান। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দা পেশায় স্কুল শিক্ষক খোকন বিশ্বাস বলেন, 'পঞ্জাবকে আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখছি ও বিভিন্ন সময়ে প্রচুর অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াই। ওঁর এই কর্মকাণ্ডে আমরা খুবই গর্বিত।'

পাবড়া পাহাড়ে পর্যটন উৎসবের উদ্বোধন আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লককে পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতে এবার পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের নীলডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পাবড়া পাহাড়ে শুরু হচ্ছে পাবড়া পাহাড় পর্যটন উৎসব ও সুভাষ মিলনমেলা। প্রথম বর্ষের এই উৎসবের আয়োজন করেছে রঘুনাথপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতি। সঙ্গে রয়েছে এলাকার বাসিন্দারা ও শাসকদল।

এই উৎসবের আজ ২৩ জানুয়ারি দিনের পড়ন্ত বিকেলে উদ্বোধন হবে। এই মেলা চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তিনদিন ধরে। প্রতিদিন মেলায় রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথম বছরেই শীত রজনীকে উত্তাপ করতে সা রে গা মা পা খ্যাত শিল্পী দীপ চ্যাটার্জি ও সপ্তপনণী বোস সহ একাধিক কলকাতার শিল্পীরা আসছেন। পুরুলিয়ার ট্যুরিজম সার্কিটের মধ্যে রঘুনাথপুর ২ ব্লককেও আনতে চাইছে পঞ্চায়েত সমিতি। সেই লক্ষ্যেই এবছর থেকে পাহাড়ের সৌন্দর্য্যকে কাজে লাগিয়ে পর্যটকদের আকর্ষণ করে পর্যটকদের টানতেই এই উৎসবের আয়োজন।

রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকে এই পাবড়া

পাহাড় ছাড়াও এই ব্লক পরিচিত পুরুলিয়া জেলার সেরা তথা রাজ্যের অন্যতম মৌতড়ের বিখ্যাত ও জাগ্রত মা বড়কালীর মন্দির।রয়েছে, দর্শনীয় স্থান হিসেবে দামোদর নদের গর্ভে অবস্থিত গুরুডি গ্রামের কাছে তেলকূপির প্রাচীন একাধিক দেউল। এই গ্রামে বারনিমেলাও হয়ে থাকে। এছাড়াও হেরিটেজ কমিশনের সংরক্ষণ করা বাঁন্দার দেউল রয়েছে। রয়েছে রাজ্যের মধ্যে অন্যতম বাঘড়াই চন্ডীর মন্দিরের ৭২ ফুটের হনুমানের মন্দির। চেলিয়ামা গ্রামের প্রাচীন রাধা গোবিন্দের মন্দির। এছাড়াও একাধিক আকর্ষণীয় বড় জলাধার রয়েছে এই ব্লকে। রঘুনাথপুর ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি তথা পাবড়া পাহাড় পর্যটন উৎসব কমিটির সভাপতি রিম্পা চক্রবর্তী বলেন, 'পাবড়া পাহাড়কে ঘিরে পর্যটন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমাদের ব্লককে পর্যটন মানচিত্রে তুলে ধরতেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।'

উৎসব কমিটির সম্পাদক তথা রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সঞ্জয় মাহাথা বলেন, 'আমাদের ব্লকের মৌতড়ের জাগ্রত মা বড়কালীর মন্দিরে সারাবছর ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি পাশের ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা রাজ্য থেকে ভক্তরা আসেন। তাঁরা মৌতড়ের কালীমন্দিরের পাশাপাশি ব্লকের বাঁন্দার দেউল, তেলকূপির দেউল, মৌতড় জলাধার, বাঘড়াই চন্ডীর মন্দির পরিদর্শন করেন। এবার পর্যটনের মরসুমে এই পাবড়া পাহাড় পর্যটন উৎসব আরো পর্যটকদের আকর্ষণ করে তুলবে।'

রঘুনাথপুর ২ ব্লকের বাসিন্দা তথা লোকগবেষক সুভায় রায় বলেন, 'রঘুনাথপুর ২নম্বর ব্লকে পর্যটনের বিকাশের সম্ভবনা প্রচুর। এই ব্লকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। পর্যটকদের কাছে ইতিহাসের টানে এই ব্লকের আকর্ষণ বেশি হবে।'

অপরদিকে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের প্রাক্তন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পুরুলিয়া জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি বরুণ মাহাথা বলেন, রঘুনাথপুর ২ ব্লক শুধু সৌন্দর্য্য ঘেরা ব্লকেই নয়। এই ব্লকেই গড়ে উঠেছে জেলার সব ভারী শিল্পগুলি। এই ব্লকেই গড়ে উঠেছে সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎকেন্দ্রে। ডিভিসির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ভোজুডির কোল ওয়াসারি। একাধিক প্লাস্টিকের পাইপ তৈরির কারখানা।অ্যাডবেস্টর তৈরির কারখানা। তাই এই ব্লকের তুলনা হয় না।

মাদ্রাসায় ছাত্র নির্যাতনে গ্রেপ্তার ধর্মগুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বিনপুরের নয়াগ্রামের মাদ্রাসায় এক ছাত্রকে মারধর ও গরম আয়রনের ছ্যাঁকা দিয়ে নির্যাতন করার ঘটনায় মাদ্রাসার ধর্মগুরুকে গ্রেপ্তার করেছে বিনপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার ৯ বছরের এক ছাত্রকে মাদ্রাসার মৌলানা ধর্মগুরু শেখ দিলদার গরম আয়রনের ছ্যাঁকা দিয়ে অত্যাচার করে। ঘটনার পর মঙ্গলবার রাতে রাধানগরের এক বাসিন্দা বিনপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ মঙ্গলবার রাতেই বিনপুরের নয়াগ্রামের রফিকুল মুসলুমিন মাদ্রাসা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। তাকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করা হয়।

উদ্ধারকারীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বাস দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধারকারীদের এবার সংবর্ধনা জানাল পুলিশ। মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি থানার অন্তর্গত ছোটবেলুন সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে উলটে যায় যাত্রীবোঝাই বাস। জখম হন কমপক্ষে ৩০ জন। ঘটনার পরে স্থানীয় মানুষজন ছুটে এসে দ্রুত উদ্ধার কাজে হাত লাগান। দুর্ঘটনার পরেই স্থানীয় মানুষজনের এই উদ্যোগকে এবার

সাধুবাদ জানাতে দেওয়ানদিঘি থানার পক্ষ থেকে ১১ জন উদ্ধারকারীকে সংবর্ধনা জানানো হল। পুলিশের এই উদ্যোগ দেখে স্বাভাবিক ভাবেই খুশি উদ্ধারকারীরা ও এলাকার মানুষ।

সাদা বলে ফের স্বমহিমায় ভারতীয় ক্রিকেট

ইডেনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সহজ জয়

রাজেশ ঠাকুর

মহম্মদ শামির কামব্যাকের মঞ্চ হল না ইডেন গার্ডেন্স। কিন্তু সেখানে দাপুটে পারফরম্যান্সে ইংল্যান্ড বধ ভারতের। টেস্টে লাগাতার হারের পর কোচ গৌতম গম্ভীরের মুখেও হাসি ফুটল প্রিয় ইডেনে নেমে। ইতিহাস গড়লেন অর্শদীপ সিং। বরুণ চক্রবর্তীর ঘূর্ণির পর অভিষেক শর্মার ঝোড়ো ইনিংসে জয়ী ভারত। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল মেন ইন ব্লু।

টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। কিন্তু প্রথমেই সকলকে চমকে দেয় ভারতের প্রথম একাদশ। চোট সারিয়ে দলে ফিরলেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কামব্যাক করতে পারলেন না শামি। তাঁর পরিবর্তে ভরসা রাখা হয় তরুণ অলরাউন্ডার নীতীশ কুমার রেড্ডির উপর। দলে রাখা হয় তিন স্পিনারকে।

ম্যাচের রাশ প্রথম থেকেই ছিল ভারতের হাতে। প্রথম ওভারে বিস্ফোরক ওপেনার ফিল সল্টকে প্যাভিলিয়নে ফেরান অর্শদীপ। ছুঁয়ে ফেলেন ভারতীয় হিসাবে টি-২০তে সর্বোচ্চ উইকেটপ্রাপকের নজির। নিজের পরের ওভারে বল করতে এসেই আউট করেন বেন ডাকেটকে। টি-২০তে সবচেয়ে বেশি উইকেট পাওয়া ভারতীয় হিসাবে নজির গড়েন পাঞ্জাবের পেসার। অর্শদীপের জোড়া ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইন আপকে বিপাকে ফেলেন ভারতের স্পিন ত্রয়ী। তিন উইকেট তুলে নেন বরুণ। জোড়া উইকেট অক্ষর প্যাটেলের ঝুলিতে। কোনও উইকেট না পেলেও আঁটসাট বোলিং করেন রবি বিষ্ণোই। কোনওমতে ২০ ওভারের শেষে ১৩৩ পর্যন্ত পৌঁছয় ইংল্যান্ড।

যে পিচে রান তুলতে কালঘাম ছুটছিল হ্যারি ব্রুকদের, সেই পিচেই ব্রিটিশ বোলারদের কচুকাটা করলেন অভিষেক। ওপেন করতে নেমে সংহারমূর্তি ধারণ করলেন। মাত্র ৩৪ বলে ৭৯ রান করে তিনি যখন আউট হচ্ছেন, ভারতের জয় নিশ্চিত। ওপেন করতে নেমে ২৬ রান আসে সঞ্জু স্যামসনের ব্যাট থেকে। ১৯ রান করে অপরাজিত থাকেন তিলক বর্মাও। ৪৩ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় মেন ইন ব্লু। ম্যাচের আগে কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়েছিলেন গম্ভীর। সেই প্রিয় ইডেন এবারও নিরাশ করল না জিজিকে। ইংল্যান্ড বধের পর স্বস্তির হাসি নিয়ে মাঠ ছাড়বেন ভারতীয় দলের হেডস্যর।

লাল বলের সুইং নেই। পিচে ঘাস নেই। অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ব্যাট চলে যাওয়ার ভয় নেই। ফলে বুধবারের ইডেনে ভারতীয় দল জিতল দাপট দেখিয়ে। সাদা বলের ক্রিকেটে ফিরতেই বোঝা গেল কেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারত বিশ্বসেরা। ইংল্যান্ড প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১৩২ রান করে। ভারত সেই রান তুলে নেয় ১২.৫ ওভারে।

বুধবার সকলের নজর ছিল ভারতীয় দলে মহম্মদ শামির প্রত্যাবর্তনের দিকে। কিন্তু ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ দেখে অবাক হয়ে যান সকলে। শামিকে বাদ দিয়েই

ছবি: অদিতি সাহা

মাঠে নামেন সূর্যকুমার যাদবেরা। বল করতে পারেন এমন ছ'জন ক্রিকেটারকে ভারত প্রথম একাদশে রেখেছিল। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জোরে বোলার হিসাবে ভারতীয় শিবিরের প্রথম পছন্দ আরশদীপ সিংহ। তাঁর সঙ্গে জোরে বোলিংয়ের দায়িত্ব সামলানোর জন্য ছিলেন দুই অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ড্য এবং নীতীশ কুমার রেড্ডি। স্পিনার হিসাবে দলে ছিলেন বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিশ্নোই এবং অক্ষর পটেল। দলের ভারসাম্যের স্বার্থেই হয়তো শামিকে রাখা যায়নি প্রথম একাদশে।

ইংল্যান্ডের ইনিংসের শুরুতেই ধাক্কাটা দেন আরশদীপ। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে কেন পেসারদের মধ্যে তিনিই প্রথম পছন্দ তা বুঝিয়ে দিলেন। বাঁহাতি পেসার প্রথম ওভারেই উইকেট তুলে নেন। ফিল সল্টকে শূন্য রানে ফিরিয়ে দেন আরশদীপ। নিজের দ্বিতীয় ওভারে ফেরান বেন ডাকেটকে। দুই ইংরেজ ওপেনারকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নজিরও গড়েন আরশদীপ। এত দিন টি-টোয়েন্টিতে ভারতের সর্বোচ্চ উইকেটের মালিক ছিলেন চহল। ৮০টি ম্যাচে ৯৬টি উইকেট রয়েছে তাঁর। তবে দীর্ঘ দিন জাতীয় দলে ব্রাত্য তিনি। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন আরশদীপ। টি-টোয়েন্টিতে ৬১টি ম্যাচে তাঁর উইকেটের সংখ্যা ৯৭।

আরশদীপ, হার্দিক এবং অক্ষর দু'টি করে উইকেট নেন। তিনটি উইকেট নেন বরুণ। শুরুতে পেস, মাঝে স্পিন এবং শেষে আবার পেস যখনই যে বোলার এসেছেন, উইকেট নিয়েছেন। রবি বিশ্নোই উইকেট না পেলেও মাত্র ২২ রান দেন তিনি। কৃপণ বোলিং এবং ধারাবাহিক ভাবে উইকেট তুলে ইংল্যান্ডকে চাপে ফেলে দেয় ভারত। জস বাটলার ছাড়া ইংল্যান্ডের কোনও বোলারই সে ভাবে রান করতে পারেননি।

ইংল্যান্ডের হয়ে ব্যাট হাতে লড়াই করলেন একমাত্র অধিনায়ক জস বাটলার। আইপিএলে নিয়মিত খেলে ভারতের মাঠ তাঁর পরিচিত। ইডেনে বাটলারের খেলতে কোনও সমস্যা হয়নি। তিনি ছাড়া বাকি সকল ইংরেজ ব্যাটারকে দেখে মনে হল তাঁরা অন্য পিচে খেলছেন। বরুণ, আরশদীপকে সামলে ৪৪ বলে ৬৮ রান করলেন বাটলার। দলের আর কোনও ব্যাটার ২০ রানের গণ্ডিও পার করতে পারেননি।

দু'ম্যাচে ৪ পয়েন্ট হারিয়েও চিন্তা নেই সবুজ-মেরুন কোচের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পয়েন্ট হারালেও ফুটবলারদের উপর থেকে ভরসা হারাচ্ছেন না কোচ হোসে মোলিনা। চেন্নাইয়িন এফসি-র বিরুদ্ধে ড্র করলেও মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের ফুটবলারদের নিয়ে খুশি তিনি। গত ম্যাচেও ড্র করেছিল তারা। পর পর দু'টি ম্যাচে ড্র করে চার পয়েন্ট খোয়ালো মোহনবাগান।

চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে সবুজ-মেরুন দল সেরা ছন্দে ছিল না। ক্লান্তির ছাপ ছিল তাদের খেলায়। গোটা ম্যাচে মাত্র আটটি গোলের সুযোগ তৈরি করে তারা। প্রতিপক্ষের বক্সে মাত্র ১৫ বার বল ধরে মোহনবাগান। এই পরিসংখ্যানগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এ দিন তারা তেমন আক্রমণের মেজাজে ছিল না। তবু দলের পারফরম্যান্সে খুশি স্প্যানিশ কোচ। মোলিনা বলেন, সব ম্যাচেই গোল করতে চাই আমরা। কিন্তু শেষ দু'ম্যাচে আমরা বেশি গোল করতে পারিনি। তবে দলের পারফরম্যান্সে আমি খুশি। চেন্নাইয়িন ভাল ডিফেন্স করেছে। তা-ও আমরা গোলের সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু শেষ মুহূর্তের ভুলে গোল করতে পারিনি। শেষ দুটো ম্যাচ মোটেই সহজ ছিল না। তবে দল ভালই পারফরম্যান্স করেছে। আমাদের আরও পরিশ্রম করতে হবে।

কোচ মোলিনা জানাচ্ছেন তাঁর দলের ফুটবলারেরা ক্লান্ত। সেই কারণেই প্রথম দল নামাননি। মোলিনা বলেন, জামশেদপুর ম্যাচের পর খেলোয়াড়েরা পুরোপুরি ক্লান্তি কাটানোর সময় পায়নি। সেই কারণেই দলে পরিবর্তন করেছিলাম। যারা পুরো সুস্থ তাদের নামিয়েছিলাম। এটাই আমার ঠিক বলে মনে হয়েছে। প্রথমার্ধে বিপক্ষকে আমরা সে ভাবে খেলতেই দিইনি। তবে আমাদের ফাইনাল পাস, ফিনিশিং ঠিক হয়নি।

গোলের সুযোগ হাতছাড়া করার জন্যই জন্য পয়েন্ট খোয়ালেন তাঁরা, তা স্বীকার করে নিয়ে মোলিনা বলেন, প্রতিপক্ষের চেয়ে সব দিক থেকে এগিয়ে ছিলাম। ম্যাচের শেষ দিকে আমাদের প্রথম দলের খেলোয়াড়দের নামাই এবং গোলের সুযোগও পাই। কিন্তু ওরাও গোল করতে পারেনি। চেন্নাইয়িন শক্তিশালী দল, আগ্রাসী ফুটবল খেলে। তবে আমরা তিন পয়েন্টের জন্যই খেলতে নেমেছিলাম।

বিশ্বকাপে নাইজেরিয়ার ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি: ঐতিহাসিক জয়টি এসেছে দুই দিন আগে। এই তো গত ২০ জানুয়ারি নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে দিল নাইজেরিয়ার মেয়েরা। মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের কথা ছাড়ুন, যেকোনো সংস্করণের ক্রিকেটে টেস্ট খেলুড়ে কোনো দলের বিপক্ষে নাইজেরিয়ানদের সেটিই ছিল প্রথম জয়। আজ নাইজেরিয়া পেল আরও বড় সুখবর।

প্রথমবার অনূর্ধ্ব-১৯ মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে এসেই সুপার সিক্সে গেছে দলটি।

নাইজেরিয়া আজ গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচটি খেলছে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে। এই ম্যাচ খেলতে নামার আগেই নাইজেরিয়ার সুপার সিক্সে ওঠা নিশ্চিত হয়ে যায় সকালে নিউজিল্যান্ডের কাছে সামোয়ার হারে। মূলত গ্রুপ 'সি'তে থাকা দল সামোয়া তিন ম্যাচ খেলে একটিতেও জয় না পাওয়ায় এক জয় নিয়েই সুপার সিক্সে উঠেছে নাইজেরিয়া। তাদের পয়েন্ট ৩, খুচরা ১ পয়েন্ট এসেছিল সামোয়ার সঙ্গে বৃষ্টিতে একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হওয়ায়। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়, সঙ্গে সুপার সিক্স;নাইজেরিয়ার জন্য বিশ্বকাপটা স্বপ্নের মতো, যে স্বপ্ন এখনো চলছে।

নাইজেরিয়া কিন্তু এর আগেও ক্রিকেটে একটি বিশ্বকাপে খেলেছিল। সেটিও ছিল বয়সভিত্তিক পর্যায়ে। ২০২০ সালে ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলেছিলেন তাঁরা। মূল পর্বে হেরেছিল ৩ ম্যাচের ৩টিতেই। পরে প্লেট পর্বে স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জাপানকে হারিয়েছিল নাইজেরীয় যুবারা।

অর্জনের পাল্লা এত হালকা নাইজেরিয়ায় ক্রিকেট নতুন কিছু সেটা ভেবে বসবেন না। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই নাইজেরিয়ায় ক্রিকেট খেলা হয়। ১৯৫৭ সাল থেকেই সেখানে ক্রিকেট ফেডারেশন আছে, ২০০২ সাল থেকে আইসিসির সহযোগী সদস্যও। তবে মাঠের খেলায় সাফল্য ধরা দিচ্ছিল না। সেটা ছেলে-মেয়ে দুই দলের ক্ষেত্রেই। এত অপেক্ষার পর মেয়েদের হাত ধরেই এসেছে প্রথম সাফল্য।

মেয়েদের সাফল্যের এই বীজ রোপিত হয়েছিল গত বছরই। দলটি অল আফ্রিকান গেমস খেলতে গিয়েছিল ঘানায়। সেই টুর্নামেন্টে দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের ইমার্জিং দলকে পাঠিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচটিতে তারা জয় পায়নি। ৭৪ রানে অলআউট হয়ে যায়। তবে এই রান তাড়া করতে নেমেই দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেট গিয়েছিল ৬টি। লিলিয়ন উদেহ সেই ম্যাচে নিয়েছিলেন ৫ উইকেট, টুর্নামেন্টে ছিলেন সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। এরপর সে বছরের সেপ্টেম্বরে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জিম্বাবুয়েকে গ্রুপ পর্বে হারিয়ে দেয় নাইজেরিয়া। ফাইনালেও ওঠে এই দুই দল। তবে সেই ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হলে গ্রুপ পর্বে পয়েন্ট তালিকায় জিম্বাবুয়ের চেয়ে এগিয়ে থাকায় চ্যাম্পিয়ন হয় নাইজেরিয়া, যা তাদের সুযোগ করে দেয় অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে। আর সুযোগ পেয়েই গড়ল ইতিহাস।

ভারতীয় দলের জার্সিতে থাকবে পাকিস্তানের নাম

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের জার্সিতে থাকবে পাকিস্তানের নাম। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে এমনটাই জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব দেবজিৎ শইকীয়া। ভারতীয় দলের জার্সিতে পাকিস্তানের নাম না থাকার বিষয়টি ভুয়ো খবর বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা জানিয়েছিলেন, ভারত না কি জার্সিতে আয়োজক দেশ পাকিস্তানের নাম রাখতে চাইছে না। যা সত্যি নয় বলে জানিয়েছেন শইকীয়া। তিনি বলেন, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আইসিসি-র নিয়ম মেনেই জার্সি পরবে ভারত। অন্য সব দেশ যেমন ভাবে লোগো রাখবে, আমরাও তেমনটাই রাখব।দ

নিয়ম অনুযায়ী, আইসিসি-র প্রতিযোগিতায় আয়োজক দেশের নাম সব দেশের জার্সিতে থাকবে। সাধারণত জার্সির বাঁ দিকে প্রতিযোগিতার লোগো এবং

আয়োজক দেশের নাম থাকে। কিন্তু ভারতীয় দল জার্সিতে পাকিস্তানের নাম রাখতে রাজি নয় বলে শোনা গিয়েছে। যদিও এই বিষয়ে বোর্ডের কোনও কর্তা কিছু জানাননি। কিন্তু জার্সি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে।

জল্পনার উদ্রেক হয়েছিল এক সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পাকিস্তানের এক কর্তার কথায়। তিনি বলেছিলেন, বিসিসিআই ক্রিকেটের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে আসছে। এটা খেলার জন্য ভাল নয়। ওরা পাকিস্তানে আসতে চায়নি। অধিনায়ককেও ছবি তোলার জন্য পাঠাতে রাজি নয়। এখন শুনছি, জার্সিতে পাকিস্তানের নামও রাখতে চাইছে না। আশা করব আইসিসি এমনটা হতে দেবে না।

ভারত যদি জার্সিতে আয়োজক দেশের নাম না রাখত তা হলে, তাদের শাস্তিও হতে পারত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) সরকারি ভাবে কিছু না জানালেও শোনা গিয়েছে, তারা ভারতীয় বোর্ডকে হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। তার পরেই বিসিসিআই সচিব জানালেন ভারতীয় দলের জার্সিতে থাকবে পাকিস্তানের নাম।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

আদিবাসী কন্যাকে ধর্ষণের পর মাথা থেঁতলে খুন

ছত্তিশগড়ে ৫ অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দিল আদালত

রায়পুর, ২২ জানুয়ারি: আদিবাসী কন্যাকে গণধর্ষণের পর মাথা থেঁতলে খুনের অভিযোগ ছত্তিশগড়ে। সেখানকার বিশেষ আদালত এই ঘটনায় মোট ছ'জনকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ষষ্ঠ অভিযুক্তকে। আদিবাসী কন্যাকে ধর্ষণ-খুনের পাশাপাশি ওই ছ'জনের বিরুদ্ধে আরও দু'টি খুনের অভিযোগ উঠেছে।

ছত্তিশগড়ের আদালতের বিচারক মমতা ভোজওয়ানি রায় এবং শাস্তি ঘোষণার সময়ে মন্তব্য করেন, 'এই ঘটনা অমানবিক, নিষ্ঠুর। নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য ওরা তিন-তিনটে নিষ্পাপ প্রাণ ধ্বংস করেছে। এটি

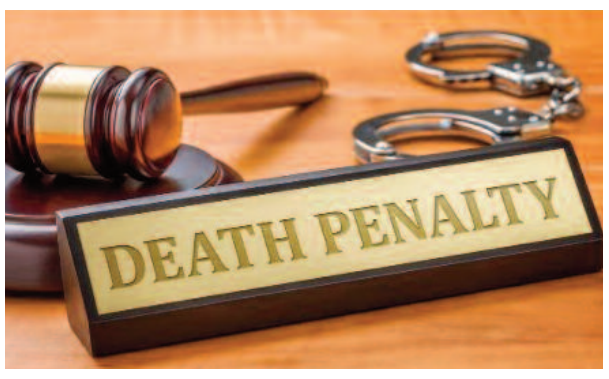

বিকৃত, নৃশংস এবং কাপুরুষোচিত। গোটা সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে এই ঘটনা।'

ছত্তিশগড়ের ওই আদিবাসী কিশোরীর বয়স ১৬ বছর। সাঁতরাম মাঞ্চওয়ার নামের এক প্রৌঢ় তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন বলে অভিযোগ। আগে থেকেই তিনি বিবাহিত ছিলেন। ফলে কিশোরীর পরিবার এই বিয়েতে রাজি হয়নি। তার জেরেই সঙ্গীদের নিয়ে কিশোরীর বাড়িতে চড়াও হন অভিযুক্ত। ছ'জন মিলে তাকে গণধর্ষণ করেন। তার পর পাথর দিয়ে থেঁতলে দেন কিশোরীর মাথা। তার দেহ ফেলে দেওয়া হয় জঙ্গলে। এর পর কিশোরীর ৬০ বছর বয়সি বাবাকেও খুন করেন অভিযুক্তেরা। মেরে ফেলা হয় পরিবারের চার বছর বয়সি এক শিশুকন্যাকে।

সাঁতরাম ছাড়াও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁর সঙ্গী ৩৪ বছরের আধুল জব্বর, ২৪ বছরের অনিলকুমার সারথি, ৩৯ বছরের পরদেশি রাম এবং ২৬ বছরের আনন্দরাম পানিকাকে। ষষ্ঠ অভিযুক্ত ২৬ বছরের উমাশঙ্কর যাদবকেও সমান দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো আইনের পাশাপাশি ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল।

কোটায় ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার নিট ছাত্রীর

শুধু জানুয়ারিতেই পাঁচ মৃত্যু

কোটা, ২২ জানুয়ারি: রাজস্থানের কোটায় নিট পরীক্ষার্থীর মৃত্যু। হস্টেলের ঘর থেকে ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ওই ছাত্রী আত্মঘাতী হয়েছেন বলেই প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। তাঁর বাড়িতেও খবর দেওয়া হয়েছে। তবে ঘর থেকে কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়নি।

পুলিশ জানিয়েছে, ছাত্রীটি আসলে গুজরাতের বাসিন্দা। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে সফল হওয়ার আশায় কোটায় গিয়েছিলেন। সেখানে একটি কোচিং সেন্টারে পড়তেন তিনি। কিন্তু সেখানেই হস্টেলের ঘর থেকে উদ্ধার হল তাঁর দেহ। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে এই ঘটনার তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, জানায় পুলিশ।

সহপাঠীরা জানিয়েছেন, বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ তাঁরা ওই ছাত্রীকে ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু ঘরের দরজা খুলছিল না। হস্টেল কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয় এবং তাঁরা দরজা ভেঙে ছাত্রীর দেহ উদ্ধার করেন।

এই নিয়ে কোটায় চলতি বছরের শুরু থেকে পাঁচ জন পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছেন। গত ১৭ জানুয়ারি ১৮ বছর বয়সি এক যুবক কোটায় আত্মঘাতী হন। ওড়িশা থেকে নিটের প্রস্তুতির জন্য কোটায় গিয়েছিলেন তিনি। তার আগের দিন ১৬ জানুয়ারি ওড়িশারই আর এক পড়ুয়া আত্মঘাতী হন। তিনি জয়েন্ট এন্ট্রান্সের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

দু'সপ্তাহ আগে আরও দু'জনের দেহ উদ্ধার হয় কোটায়। সব মিলিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা পাঁচ। গত বছর কোটায় মোট ১৭ জন পড়ুয়া আত্মঘাতী হয়েছিলেন।

তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল, মৃত ৪, বাতিল ২১০০ উড়ান

ওয়াশিংটন, ২২ জানুয়ারি: নজিরবিহীন তুষারঝড়ে নাজেহাল আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চল। একে হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে তুষারপাত। সব মিলিয়ে কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে আমেরিকার নানা প্রান্তে সব মিলিয়ে ২১০০-রও বেশি উড়ান বাতিল করা হয়েছে। বন্ধ রাখা হয়েছে বহু স্কুল ও কলেজ।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, টেক্সাস, লুইসিয়ানা, মিসিসিপি, আলাবামা, জর্জিয়া, সাউথ ক্যারোলিনা এবং ফ্লোরিডা স্টেটে প্রবল তুষারপাত হচ্ছে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে শুধু বরফ আর বরফ। পরিস্থিতি এমনই যে, কোনও কোনও জায়গায় ১০ ইঞ্চি পুরু বরফের স্তর জমে গিয়েছে। বিমান পরিষেবার পাশাপাশি ব্যাহত হয়েছে সড়কপথে যাতায়াত ব্যবস্থাও।

প্রবল ঠান্ডায় এবং দুর্যোগে টেক্সাস, জর্জিয়া এবং মিলওয়াকিতে অন্তত চার জনের মৃত্যু হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি, বিগত

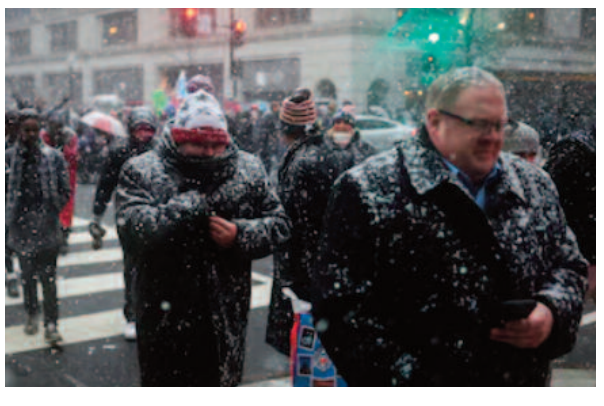

এক দশকের মধ্যে প্রকৃতির এমন ভয়াবহ রূপ দেখেনি আমেরিকাবাসী। নিউ অরলিন্স এবং লুইসিয়ানায় ১৯৬৩ সালের পর থেকে এত তুষারপাত হয়নি। লুই আর্মস্ট্রং নিউ অরলিন্স আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে বহু উড়ান। সমস্ত স্কুল-কলেজ এবং সরকারি দপ্তরও বন্ধ রয়েছে। মঙ্গলবার লুইসিয়ানার গভর্নর জেফ ল্যান্ড্রি বলেছেন, 'প্রশাসনের তরফে নেওয়া সতর্কতাগুলিই প্রমাণ করে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ।' আগামী এক সপ্তাহে তাপমাত্রা আরও কমতে পারে। এই কয়েক দিন প্রয়োজন ছাড়া মানুষকে রাস্তায় বেরোতে বারণ করা হয়েছে।

সপ্তাহ দুয়েক আগেই 'স্টর্ম ব্লেয়ার' নামের এক তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল পূর্ব ও মধ্য আমেরিকা। ঝড়ের বলি হয়েছিলেন পাঁচ জন। জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়েছিল আমেরিকার সাতটি প্রদেশ মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, কানসাস, মিসৌরি, কেনটাকি এবং আরকানসাসে।

E-TENDER

E- Tender invited by the Prodhan, **Betai-I Gram Panchayat** (Under Tehatta-I Panchayat Samity), P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 14/15thCFC (Untied) (01)/ 2024-2025/BT-I/11e & 15/15thCFC(TIED SANITATION)(05)/2024-2025/BT-I/12e.** Last date of submission **27.01.2025 up to 5.30p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Betai -I Gram Panchayat.

E-TENDER

E- Tender are invited by The Prodhan, **Sahebnagar Gram Panchayat** (Under Tehatta- II Panchayat Samity), Chhotonaldaha, Nadia, **Pin- 741156. NIET NO. 20/15th CFC Tied(02) 2024-2025(02), 21/15th CFC Tied(01) 2024-2025(01),** Last date of submission **28/01/2025 up to 9.55a.m.** For details please contact to the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Sahebnagar Gram Panchayat.

E-TENDER NOTICE

LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 14/EO/2024-25

E-Tenders are invited for 9 nos Civil works. Bid Submission start- **22/01/2025**, Ends- **07/02/2025** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

OFFICE OF THE
MAHULA-II GRAM PANCHAYAT
VILL+P.O- PULINDA DIST :- MURSHIDABAD
UNDER BELDANGA-I DEVELOPMENT BLOCK

e –Tender are invalid through online Bid System under following.
1) NIeT:-07 Memo- 11/15th F.C/MH-2GP/2024-25, DATE:-22-01-2025
The last date for online submission of all tender is **30-01-2025,up to 17:30 hours.** For details please visit web site **http://wbtenders.gov.in** as office notice.

Sd/- Prodhan
Mahula-II Gram Panchayat.

OFFICE OF THE BERABERIA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER

e-Tender
NIT No.: BGP/ Tender / 2024-25/10, Dt. 22.01.2025
Tender Id: 2025_ZPHD_805524_1

Construction of community meeting hall, Tender Value Rs. 799218.0. Date of closing **29.01.2025 up to 12.00 Noon.** Website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
Beraberia Gram Panchayat.
Amdanga Panchayat Samity
North 24 Parganas.

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 2/ E.O. Kh-II/ 2024-25, Date: 21.01.2025. (Tender ID: 2025_ ZPHD_804464_1 to 2),** for Toilet. Last date of bids ends on **31.01.2025 up to 06:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

Guskara Municipality
Guskara: Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender No:- 11/2024-25
Memo No: 1462/GM Dated : 22.01.2025

1st Call for N.I.e.T 11/2024-25 is invited by this Municipal Authority for Restoration & Renovation of Bituminous Road in different wards under Guskara Municipality. Last date of bid submission of e-tender is on 19.02.2025 up to 12.00 Noon. For detail visit **www.wbtenders.gov.in, guskaramunicipality.co.in**

Sd/-
Chairman
Guskara Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে সিপিএম/জিএসইউ/চক্রধরপুর খোলা টেন্ডারের জন্য ই-টেন্ডারের আহ্বান করেছেন; **ক্রম. নং.: ১; টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.:** সিকেপি-জিএসইউ-টিএটিএ-ইপিসি-২৪-২৫-০১; **কাজের নাম:** টাটা নগর- দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের টাটা নগর জং. রেলওয়ে স্টেশনের ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রকিউরমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশন ইপিসি মোডে সমন্বিত পুনর্উন্নয়ন; **টেন্ডার মূল্য:** ₹৩,২৬,৮৭,৫৯,৯৭৭.০০; **ইএমডি:** ₹১,৬৩,৪৩,৮০০.০০; **টেন্ডার ফর্মের খরচ (₹ - এ):** ০.০০; **খোলার তারিখ:** ০৪.০৪.২০২৫। টেন্ডার http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখা যাবে। দরপত্রদাতা/দরদাতাদের অবশ্যই ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র থাকতে হবে এবং অবশ্যই আইআরইপিএস পোর্টালের অধীনে নিবন্ধিত হতে হবে। শুধুমাত্র নিবন্ধিত দরপত্রদাতা/দরদাতারা ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারিংয়ে অংশগ্রহণের সময় সমস্ত প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র আপলোড করতে হবে। **দ্রষ্টব্য: সকল দরদাতাকে ই-টেন্ডার ফর্ম বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। (কর্তৃপক্ষ-রেলওয়ে বোর্ডের চিঠি নং. ২০২০/সিই-আই/সিটি/৩ই/জিসিসি/পলিসি তারিখ ১৬.০৭.২০২০)।** এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয়, এবং প্রাপ্ত এই ধরনের কোনও ম্যানুয়াল অফার উপেক্ষা করা হবে। **(PR-1043)**

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205

Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 3 nos. development work(s) under **15th FC Untied** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-15/2024-25, Dated: 22.01.2025.** Bid submission end date: **31/01/2025 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **04/02/2025 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রকাশ

বৃহস্পতিবার • ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ • পেজ ৮

শেয়ার বাজারে বিরাট পতন

ট্রাম্পের দিকেই তাকিয়ে বিনিয়োগকারীরা

মঙ্গলবার বড় ধাক্কা খেল ভারতের শেয়ার বাজার। সেনসেক্স, নিফটি ১ শতাংশ করে নিচের দিকে নেমে যায়। সেনসেক্স এদিন শেষ হল ৭৫,৮৩৮.৩৬ পয়েন্টে। অন্যদিকে নিফটি ফিফটি শেষ হয় ২৩,০২৪.৭৫ পয়েন্টে। এখানেই শেষ নয়, এদিন এনটিপিসি, জোমাটো, আদানি পোর্ট, আইআইসিআই ব্যাঙ্ক, এসবিআই, রিলায়েন্সের মতো সংস্থাগুলিও তেমন লাভের মুখ দেখতে পাননি।

এদিন একমাত্র দুটি স্টক কিছুটা লাভের মুখ দেখে। সেই দুটি হল আল্ট্রাটেক সিমেন্ট এবং এইচসিএল। যদিও হিন্দুস্থানের শেয়ার একেবারে সাধারণভাবে শেষ হয়। এদিন ৭ লক্ষ কোটি টাকা মার্কেটে তার জায়গা করে নিতে পারেনি।

তবে ভারতের স্টক কেন এদিন এই পরিস্থিতিতে পড়ল তার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রথমত, ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিন প্রথম তা অফিসে যান। ফলে সেখান থেকে তিনি কী সিদ্ধান্ত নেন সেদিকে সকলের নজর ছিল। অভিবাসন নীতি

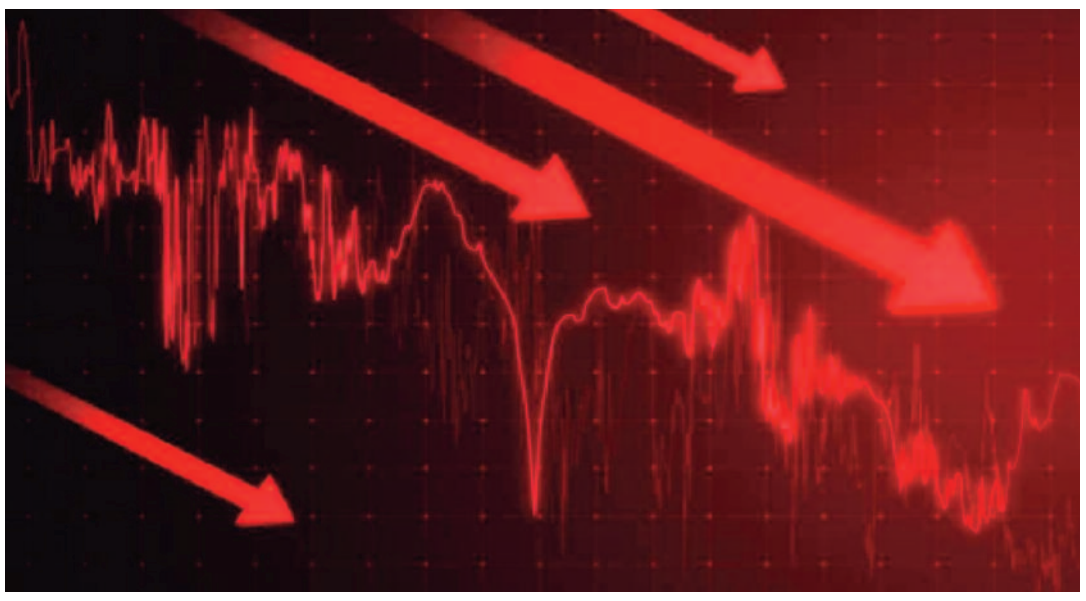

নিয়ে ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত বড় প্রভাব ফেলে শেয়ার বাজারে।

আর কয়েকদিন পরেই ভারতের বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। ফলে সেখান থেকে ভারতের পরবর্তী নীতি কী হতে পারে সেদিকে নজর রাখতেই অনেকে নিজেদের টাকা বাজারে খাটাতে চাইছেন না। বাজেট দেখেই সকলে সিদ্ধান্ত নেবেন বলেই খবর।

মার্কিন ডলার একটি বড় প্রভাব খাটাল ভারতের শেয়ার বাজারে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজে বসার পর সেখানে নতুন কী পরিবর্তন আসবে সেটা দেখার জন্যেও বিনিয়োগকারীরা অপেক্ষা করে রয়েছেন।

ডিসেম্বর কোয়ার্টারে যে অবস্থায় বাজার ছিল সেখান থেকে বছরের শুরুটা ভাল হয়নি। বারে বারে ধস নেমেছে বাজারে। যদি এই ট্রেন্ড চলতে থাকে তাহলে সেখান থেকে বাজারে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। সেদিকেও নজর রয়েছে বিনিয়োগকারীদের।

ভারতের অর্থনীতি বর্তমানে বেহাল পরিস্থিতিতে রয়েছে। এরই খানিকটা প্রভাব পড়েছে বাজারে। বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাগুলি যেভাবে হিসাব করে চলছে তাতে আগামীদিনে বাজারে এর ভাল প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই বাজার ক্রমশ নিচের দিকেই রয়েছে।

৩২ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ করবে রেল

ফের কর্মী নিয়োগের ঘোষণা করল ভারতীয় রেল। বুধবার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ড (আরআরবি) জানিয়েছে, গ্রুপ ডি-এর ৩২ হাজার ৪৩৮টি শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করা হবে। কবে থেকে করা যাবে আবেদন। শেষ তারিখ কবে? পরীক্ষাই বা কবে হবে? জেনে নিন বিস্তারিত। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২৩ জানুয়ারি থেকে আবেদন করতে পারবেন আগ্রহীরা। আবেদনপ্রক্রিয়া চলববে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আবেদনপত্রে সংশোধন করা যাবে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত। আরআরবি-র নিয়ম অনুযায়ী, আবেদবকারীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের মধ্যে ১৮ থেকে ৩৬ এর মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষণের আওতায় থাকা আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে বয়সে ছাড় রয়েছে। আবেদনকারীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কী হওয়া প্রয়োজন তা বিশদে জানানো হয়েছে আরআরবি-এর ওয়েবসাইটে। পরীক্ষা হবে কম্পিউটার বেসড (সিবিটি)। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে পরীক্ষার এবং ফলাফলের তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। আবেদনকারীরা rrbapply.gov.in ওয়েবসাইটে গিয়ে ফর্ম ভরতে পারবেন। পরীক্ষার ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। এর মধ্যে ৪০০ টাকা ফেরত দিয়ে দেবে আরআরবি। পরীক্ষার পর নির্বাচিত আবেদনকারীরা সপ্তম পে কমিশনের অধীনে ১৮ হাজার টাকা বেতন পাবেন। এর সঙ্গে থাকবে বিভিন্ন ভাতা।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বেশ কয়েকটা নতুন নিয়ম!

পিএফের ক্ষেত্রে এল বড় নিয়ম। এর ফলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দাখিল করা প্রায় ১৩ মিলিয়ন গ্রাহক উপকৃত হবেন। একগুচ্ছ পরিবর্তন করা হল প্রভিডেট ফান্ডের ক্ষেত্রে। জানা গিয়েছে, এই পদক্ষেপ নেওয়ার কারণই হল যাতে এই ক্ষেত্রে গ্রাহকের কাজে কোনও বিলম্ব না হয়। এর পাশাপাশি অভিযোগ কমানো। ঠিক কী কী ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? পিএফ ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আগে প্রচুর সময় লাগত। এর কারণ যিনি ট্রান্সফার করতে চাইছেন তাঁর সমস্ত তথ্য যাচাই করতে হয় সকলের আগে। এক্ষেত্রে সময় লাগে ১৪ দিন কি তারও বেশি। সেই সময়সীমা এবার কমানো হল। ইপিএফও ,র অনুমোদন কিংবা অতিরিক্ত নথির প্রয়োজন ছাড়াই অনলাইনে এবার নিজেরাই সংশোধন করতে পারবেন প্রয়োজনীয় তথ্য।

গ্রাহকেরা আধার ওয়ান টাইপ পাসওয়ার্ড কিংবা ওটিপি ব্যবহার করে সরাসরি ইপিএফও পোর্টালের মাধ্যমে ফাইল ট্রান্সফার করতে পারেন। রিপোর্ট বলছে, এর ফলে প্রায় ১৩ মিলিয়ন লোক উপকৃত হবেন। তবে এই সুবিধে পাবেন ২০১৭ সালের পয়লা অক্টোবর কিংবা তার পরে যারা ইউনিভার্সাল অ্যাকাউন্ট নম্বর বের করেছেন শুধুমাত্র তারাই। গত বছরের হিসেব বলছে এই আবেদন দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে আটকে রাখা ছিল ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে। দীর্ঘদিনের সেই সমস্যার সুরাহা হল অনেকটাই।

প্রসঙ্গত, এমপ্লয়িজ পেনশন স্কিম এর মাধ্যমে অবসরের পর পেনশনের সুবিধা ভোগ করতে পারেন যে কেউ। সাধারণত বেসরকারি ক্ষেত্রে ৫৮ বছর হয়ে গেলে এই সুবিধে পেতে পারেন যে কেউ।

স্ত্রীকে টাকা দিলেও আয়কর নোটিশ!

নগদ টাকা স্বামী স্ত্রীকে দিতেই পারেন। সেটা স্বাভাবিকও। কিন্তু সাবধান। নিয়ম না মানলে আয়কর বিভাগ নোটিস পাঠাতে পারে। ব্যাপারটা কী? আয়কর আইন অনুযায়ী, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে নগদ লেনদেনে সরাসরি কোনও নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে কিছু নিয়ম এবং শর্ত রয়েছে। কর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বামী যদি স্ত্রীকে বাড়ির খরচ কিংবা উপহার হিসেবে নগদ টাকা দেন, তাহলে তা স্বামীর আয় হিসেবেই বিবেচনা করা হবে। স্ত্রীকে কোনও ট্যাক্স দিতে হবে না। তবে স্ত্রী যদি এই টাকা কোথাও বিনিয়োগ করেন এবং তা থেকে আয় হয়, তাহলে আয়কর দিতে হবে। ইনকাম ট্যাক্স রিটার্নে এই আয় দেখানো বাধ্যতামূলক। এটাকে 'ক্লাবিং অফ ইনকাম' হিসেবে স্বামীর আয়ের সঙ্গে যোগ করা যায়, তবে এতে বেশি কর দিতে হতে পারে। নগদ টাকা দেওয়ার সময় আয়কর আইনের ধারা ২৬৯ এসএস এবং ২৬৯টি মেনে চলার পরামর্শ দিচ্ছেন কর বিশেষজ্ঞরা। এই আইনের আওতায় নগদ লেনদেনের সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। যেমন ধারা ২৬৯ এসএস-এর আওতায় এককালীন ২০ হাজার টাকার বেশি নগদ লেনদেন করা যায় না। স্ত্রীকে যদি ২০ হাজার টাকার বেশি দিতে হয়, তাহলে ব্যাঙ্ক মারফত দিতে হবে। আবার ধারা ২৬৯টি অনুযায়ী, ২০ হাজার টাকার বেশি নগদ ফেরত (টাকা ধার নেওয়ার পর) দেওয়া যায় না। দিতে হলে ব্যাঙ্কিং চ্যানেল মারফত দিতে হবে। স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে এই ধারার আওতায় কোনও জরিমানা আরোপ করা হয় না। তবে নিয়ম মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আর্থিক লেনদেনে স্বচ্ছতা বজায় থাকে। আয়কর নোটিস থেকে বাঁচার উপায় ২০ হাজার টাকার বেশি নগদে লেনদেন করা উচিত নয়। ব্যাঙ্কিং চ্যানেল মারফত করতে হবে। আয়কর রিটার্নে স্ত্রীর বিনিয়োগের পরিমাণ উল্লেখ করা প্রয়োজন। স্ত্রী যদি কোনও সম্পত্তি কেনেন বা ফিক্সড ডিপোজিটে বিনিয়োগ করেন, ট্যাক্স দিতে হবে।

মহিলাদের জন্য বিশেষ স্কিম মোদি সরকারের

২ লক্ষ বিনিয়োগ করলেই পাবেন ৩২ হাজার টাকা সুদ

কেন্দ্রীয় সরকার নানা ধরণের স্কিম তৈরি করেছে ভারতীয়দের জন্য। সেই তালিকায় মহিলাদের জন্য একটি বিশেষ স্কিম তৈরি করেছে তারা। এখানে বিনিয়োগ করলে বিরাট লাভের অঙ্ক হাতে পাবেন মহিলারা। যদি আপনি বিবাহিত হয়ে থাকেন তাহলে অতি অবশ্যই এই স্কিমের সুযোগ নিতে পারেন।

২০২৩ সাল থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চালু করেছে মহিলা সম্মান সেভিংস সার্টিফিকেট। এখানে যদি সঠিকভাবে বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে মিলতে পারে ভাল ফল। এখানে সুদের হার রয়েছে ৭.৫ শতাংশ করে। এখানে যেকোনও মহিলা ১ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত রাখতে পারেন। এই স্কিম করা যাবে ২ বছরের জন্য। আপনি ১ বছর পর এখান থেকে নিজের ৪০ শতাংশ টাকা তুলে নিতেও পারেন। এই স্কিম

ভারতের যেকোনও সরকারি ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে গিয়ে করতে পারেন। যদি এখানে ২ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন তাহলে ৭.৫ শতাংশ হারে সুদ পেয়ে আপনি হাতে পাবেন ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৪ টাকা। তাহলে আপনি সুদ হিসাবে পেলেন ৩২ হাজার ৪৪ টাকা।

যদি আপনি বিবাহিত না হয়ে থাকেন তাহলে আপনি নিজের মায়ের নামে বা অন্য কোনও মহিলা আত্মীয়ের নামে এই টাকা বিনিয়োগ করতে পারেন। তবে একটা কথা মনে রাখবেন যেকোনও বিনিয়োগ করার আগে অতি অবশ্যই ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসে গিয়ে সমস্ত তথ্য যাচাই করে নিয়ে তবে বিনিয়োগ করবেন। আপনার বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত আপনি নিজেই নেবেন।

মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিয়ে আসন্ন বাজেটে আয়করে ছাড় দিতে পারে কেন্দ্র: সূত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনেই বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। মন্থর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কী পদক্ষেপ নেয় কেন্দ্র সেই দিকে সকলের নজর। মধ্যবিত্তকে স্বস্তি দিতে আয়করে ছাড়ের ঘোষণা করতে পারেন অর্থমন্ত্রী। সূত্রের দাবি, নতুন অর্থবর্ষে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ভুক্তদের কর ছাড় দিতে পারে কেন্দ্র। ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা যাঁদের আয় তাঁদের ২৫ শতাংশ ট্যাক্স দিতে হতে পারে।

বর্তমানে, নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে, বার্ষিক ৭.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী করদাতাদের কার্যকরভাবে কোনও করের দায় নেই। ৭৫,০০০ টাকা স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন রয়েছে। বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকার বেশি আয় সর্বোচ্চ ৩০ কর স্ল্যাবের মধ্যে পড়ে। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে অনুযায়ী, এই করের ধাপে পরিবর্তন আনার কথা চিন্তাভাবনা করছে কেন্দ্র। সরকারে ওই সূত্র জানিয়েছে, সরকার বেশ বিকল্প মূল্যায়ন করে দেখছে। বাজেট অনুযায়ী, দু'টি পদক্ষেপই বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। প্রথমত, ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়কে করমুক্ত ঘোষণা করা এবং ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে আয়ের জন্য ২৫ শতাংশ করের ধাপ চালু করা। তিনি আরও জানিয়েছেন, এই পদক্ষেপ যদি বাস্তবায়িত হয় তাহলে সরকারের ৫০হাজার কোটি থেকে ১ লক্ষ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি বহন করতে হবে। ভারতীয় করদাতাদের জন্য দু'টি কর ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পুরনোটিতে বাড়িভাড়া ও বিমার প্রিমিয়ামে ছাড় পাওয়া যায়। ২০২০ সালে যে নয়া কর জমানা শুরু হয়েছে, তাতে তেমন কোনও ছাড়ের অবকাশ নেই। মূল্যবৃদ্ধি ক্রমে গ্রাস করছে ভারতীয় অর্থনীতিকে। দৈনন্দিন জীবনের খরচ জোগাতে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। আগামী ১ ফেব্রুয়ারির কেন্দ্রীয় বাজেটেই নজর সকলের।

SBI অ্যাকাউন্ট থেকে ২৩৬ টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে

জেনে নিন কেন?

যাদের এসবিআই-তে অ্যাকাউন্ট রয়েছে তারা সাবধান। তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে কেটে নেওয়া হয়েছে ২৩৬ টাকা। দেশের অন্যতম বৃহত্তম এই ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট থেকে এই টাকা কেটে নিয়েছে। বর্তমানে নিজেই। এবার মনে প্রশ্ন উঠতে পারে কেন এই টাকা কেটে নেওয়া হয়। তাহলে উত্তর হল ব্যাঙ্ক তার বার্ষিক মেনটেনেন্স, সার্ভিস ফি, ডেবিট কার্ডের জন্য এই টাকা কেটে নেয়।

এসবিআইয়ের নানা ধরণের

গোটা ভারতে প্রায় ৫০ কোটি গ্রাহক রয়েছে এসবিআইয়ের। তাই হঠাৎ করে কেটে নেওয়া এই টাকার ফলে গ্রাহকরা খানিকটা হলেও চিন্তিত।

এসবিআই বর্তমানে ডিজিটাল হয়েছে। তারা তাদের গ্রাহকদের ভাল পরিষেবা দেওয়ার জন্য ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং এবং ইয়োনো চালু করেছে। এরফলে দেশের প্রচুর এসবিআই গ্রাহকরা নিরাপদে নিজেদের সুবিধা ভোগ করতে পেরেছেন। এছাড়াও এসবিআই ক্রেডিট কার্ড এবং ডেবিট কার্ড ব্যবহার করে এর পরিষেবা ভালভাবে উপভোগ করেছেন সকলেই।

তবে কখনও কী আপনি নিজের এসবিআই ব্যাঙ্কের পাসবুক যাচাই করে দেখেছেন। সেখানে বেশ কয়েকবার লেখা থাকে ২৩৬ টাকা করে কেটে নেওয়া হল। এই টাকা কেটে নেয় খোদ এসবিআই ডেবিট কার্ড রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল ক্লাসিক, সিলভার, গ্লোবাল কার্ড। এখানেই প্রতি বছরে কেটে নেওয়া হয় ২০০ টাকা করে। তবে কেন এসবিআই ২৩৬ টাকা করে কেটে নেয়। তাহলে জেনে রাখুন এখানে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৮ শতাংশ জিএসটি। নিজের কাছ থেকে সেই জিএসটি না দিয়ে তারা গ্রাহকদের পকেট থেকে সেই টাকা কেটে নেয়।

২০০ টাকার উপর যদি ১৮ শতাংশ হারে জিএসটি কেটে নেওয়া হয় তাহলে সেখানে টাকার পরিমান হয় ৩৬ টাকা। ফলে যদি আপনাকে দিতে হয় ২৩৬ টাকা। এবার তাহলে বুঝতে পারলেন কেন এসবিআই ২৩৬ টাকা করে আপনার কাছ থেকে কেটে নিয়ে থাকে। এসবিআই অনেক দামী কার্ডও অনেক সময় দিয়ে থাকে সেখানে কেটে নেওয়া টাকার পরিমানও বেশি থাকে।